ফাল্গুন. ১৩৩৬ ]　　　　একাদশ উপন্যাস

**শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত**

## রহস্য-লহরী

উপন্যাস-মালার

**১৪৬ নং উপন্যাস**

[ প্রথম সংস্করণ ]

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা
'রহস্য-লহরী' বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

# বিজলীর ঝলক

## প্রথম পর্ব্ব

### টেলিফোনে অদ্ভুত সংবাদ

লণ্ডনের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক অতি প্রত্যুষে তাঁহার সহকারী স্মিথের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন স্মিথ কম্বল মুড়ি দিয়া পরম সুখে নিদ্রা উপভোগ করিতেছে। তিনি কম্বলখানি টানিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সুশীতল প্রভাত-সমীরণ বাতায়ন-পথে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিদ্রাতুর স্মিথের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইয়া তুলিল।

এই ভাবে নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় স্মিথ তাড়াতাড়ি শয্যায় উঠিয়া বসিল, এবং মিঃ ব্লেককে তাহার শয্যাপ্রান্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "এ আবার আপনার কি রকম রঙ্গ কর্ত্তা? এই ঠাণ্ডায় গরম কম্বল মুড়ি দিয়া নিশ্চিন্ত মনে খাসা ঘুমাইতেছিলাম; আপনি হঠাৎ আসিয়া আমার কম্বলখানা টানিয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন!—এ রকম ব্যবহারের কারণ কি!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দশ মিনিট ধরিয়া তোমাকে ডাকাডাকি করিয়া আমার গলা ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তোমার ঘুম ভাঙ্গিল না; কাযেই তোমার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য আমাকে এই উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ইহাতেও তোমার ঘুম না ভাঙ্গিলে তোমার নাকের ভিতর শরষের তেল ঢালিয়া দিতাম।"

স্মিথ বলিল, "শুনিয়াছি নাকে শরষের তেল দিলে বেশ ভাল ঘুম হয়, কর্ত্তা! তাহাতে কি ঘুম ভাঙ্গিত?—কিন্তু এত সকালে আমাকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিবার কারণটা কি? হঠাৎ কোন জরুরী কাযের তাড়া পড়িয়াছে না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠিক পনের মিনিটের মধ্যে তোমাকে হাত মুখ ধুইয়া পোষাক পরিয়া—ভাগ্যে যাহা জোটে খাইয়া লইতে হইবে।"

স্মিথ শয্যা ত্যাগ করিয়া বলিল, "পনের মিনিটের মধ্যে আমি অত কায শেষ করিতে পারিব না কর্ত্তা! এত সকালেই বা কে আমাকে খাইতে দিবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে জন্য চিন্তা কি? মিসেস্ বার্ডেল জানে সকালে ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র তোমার পেটে আগুন জ্বলিয়া ওঠে; কাযেই তোমার ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই সে উনান জ্বালিয়া তোমার সেবার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। ঠিক সময়ে তোমার খানা টেবিলে হাজির হইবে।"

স্মিথ বলিল, "আমি খাইয়া লইবার সময় পাইব কি না তাহা ভাবিয়া ও কথা বলি নাই; আমি বলিতেছিলাম, প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া পোষাক করা, তাহার পর কিঞ্চিৎ নাকে মুখে গুঁজিয়া প্রস্তুত হওয়া—এ সকল কায আমি পনের মিনিটের মধ্যে শেষ করিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু পনের মিনিটের মধ্যেই যখন তোমাকে স্কটল্যাণ্ডে যাত্রা করিতে হইবে—তখন ঐ তিনটি কাযের দুইটি কায বন্ধ রাখিয়া কিঞ্চিৎ খাইয়াই লও। অন্য পোষাক পরিবার সময় না পাও—পায়জামা পরিয়াই রওনা হইও।"

স্মিথ মুখ ভার করিয়া বলিল, "সে যাহা হয় হইবে, কিন্তু কায আছে বলিয়া আপনি এই যে রাত্রি-শেষে—সাড়ে-চারটার সময় আমাকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিলেন, এ কাযটা কি সঙ্গত হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন যে বেলা ঠিক সাতটা!"

স্মিথ বলিল, "হইলই বা সাতটা, তাহাতে কি যায় আসে? কাল রাত্রে যেমন বৃষ্টি, তেমনই মেঘ-গর্জ্জন; রাত্রি দু'টোর আগে কি চোখের পাতা বুজিতে পারিয়াছি? আপনি কি মেঘের গর্জ্জন শুনিতে পান নাই? আমার মনে হইতেছিল আমাদের ছাদের উপরেই বুঝি বাজ পড়ে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, কাল রাত্রে ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতের কোন ত্রুটি হয়

নাই; কিন্তু আজ সকালেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টিস্নাত লণ্ডনকে কেমন প্রফুল্ল দেখাইতেছে!—আর বিলম্ব করিও না স্মিথ! তাড়াতাড়ি সকল কায শেষ কর।"

মিঃ ব্লেক আহার করিতে চলিলেন; প্রাভাতিক ভোজন,—তাহাতে তেমন কোন আড়ম্বর বা আয়োজন ছিল না। তাঁহার ভোজন অর্দ্ধেক শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্মিথ ব্যস্তভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দেখুন কি রকম তাড়াতাড়ি কায শেষ করিয়াছি; সাত মিনিটের মধ্যে স্নান, পোষাক করা—সব শেষ! আর আট মিনিটের মধ্যে গোটাকতক ডিম ও কয়েকখান মাংসের টুক্‌রো নাকে মুখে গুঁজিয়া বাহিরে যাইতে পারিব না? হাঁ, দরকার হইলে বোধ হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তেও যাইতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা পারিবে; এখন বসিয়া যাও।"

স্মিথ আহার করিতে বসিল। সেই দিন প্রভাতে মিঃ ব্লেকের স্কট্‌ল্যাণ্ডে যাত্রা করিবার কথা; তিনি স্থির করিয়াছিলেন—স্মিথকেও সঙ্গে লইবেন। মিঃ ব্লেক এডিনবরায় একটি তদন্তের জন্ম আহূত হইয়াছিলেন। কাযটি তেমন জরুরি না হইলেও পথিমধ্যে ডন্‌কাষ্টারে তাঁহার নামিবার প্রয়োজন ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সেখানেও একটা কায সারিয়া যাইবেন; কিন্তু সেই স্থান হইতে নৈশ এক্সপ্রেসে যাইতে তাঁহার আপত্তি ছিল। এই জন্ম তিনি তাড়াতাড়ি প্রভাতেই যাত্রা করিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, এখন ত ঝড় বৃষ্টির কোন লক্ষণই নাই। উঃ, কাল রাত্রে ক রকম মুষলধারে বর্ষণ, আর কি রকম মেঘ-গর্জ্জন! আমার মনে হইতে-ল বজ্রাঘাতে লণ্ডনের অনেক চিম্‌নি গুঁড়া হইয়া গিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, কাল রাত্রে ঝড় বৃষ্টিতে অনেক ক্ষতি হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।"

পূর্ব্বদিন রাত্রি একটার পর যে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, রাত্রি সাড়ে তিনটার পূর্ব্বে তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। সেই আড়াই ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমাগত মেঘ-গর্জ্জন ও ঘন ঘন বজ্রাঘাত হইয়াছিল। লণ্ডনের প্রায় ত্রিশ লক্ষ অধিবাসী সেই

ভীষণ দুর্য্যোগে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করিয়াছিল; প্রায় সকলেরই নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল। সকলেরই আশঙ্কা হইয়াছিল—বুঝি প্রলয়-কাল উপস্থিত!

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনি যখন বলিবেন তখনই রওনা হইতে পারিব। আমাদের জিনিস-পত্র সমস্তই গুছাইয়া লওয়া হইয়াছে। বাড়ীতে যা খাইয়া লইলাম তা ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই হজম হইয়া যাইবে। ট্রেণে চাপিয়া আর একদফা উত্তমরূপ সেবা না করিলে উদর-দেবতা কুপিত হইবেন।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "এই আহারের পর দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই যদি তোমার উদর-দেবতা কুপিত হইয়া উঠেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য ডাক্তারের সাহায্য না লইলে চলিবে না। দেখ স্মিথ, রাক্ষসের মত কতকগুলা গিলিয়া যাওয়া ভাল নয়; অতি-ভোজনের জন্যই পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক রোগে ভুগিয়া থাকে।"

স্মিথ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "আর অর্দ্ধেক লোক না খাইয়া মরে। খাইয়া মরিলে দুঃখ নাই; কিন্তু অনাহারে মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টকর। তাহা বিধা-তার নিয়ম-বিরুদ্ধ; কারণ আহার করিতেই আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি, এবং আমরা ইংরাজ জাতি আহারের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বস্থান জুড়িয়া বসিয়াছি;—অসভ্য জাতিকে সভ্য করিতেছি, মূর্খকে বিদ্যা দান করিতেছি, এবং দুর্ব্বলের অভিভাবক হইয়া তাহাদের প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করিয়াছি।—আমাদের আত্মত্যাগের তুলনা নাই!"

হঠাৎ ঝণ্-ঝণ্ ঝণ্-ঝণ্ শব্দে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

স্মিথ বলিল, "আঃ, জ্বালাতন করিল! সকালে সাতটার সময় কে টেলিফোনে ঝণ্‌ঝণি আরম্ভ করিল? দিবা রাত্রি ঝণ্‌ঝণির বিরাম নাই; প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া রিসিভার তুলিয়া লইলেন। তিনি সাড়া দিয়া বলিলেন, "হাঁ; কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না, ক্ষমা করুন মাদাম!"

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর—তাহা মিঃ ব্লেক সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন।

স্ত্রীলোকটি কিঞ্চিৎ বিচলিত স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেকের সঙ্গে আমার দুই একটি

কথা আছে। যদি এখনও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে উঠাইয়া টেলিফোনের কাছে আসিতে বলিলে বাধিত হইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, তাহা নিষ্প্রয়োজন মাদাম! ব্লেক স্বয়ং কথা বলিতেছে।"

উত্তর হইল, "আপনিই মিঃ ব্লেক? শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। মিঃ ব্লেক, দয়া করিয়া সতর্কভাবে আমার কথাগুলি শুনিবেন কি?—কাল রাত্রে ঝড় বৃষ্টির সময় একজন লোক উইম্‌বলডনের মাঠে বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, কাল রাত্রে বজ্রাঘাতে লণ্ডনে আরও অনেক লোক বোধ হয় মারা গিয়াছে। দুঃখের বিষয় বটে; কিন্তু এ সংবাদ আমাকে বলিয়া—"

রমণী বাধা দিয়া বলিল, "এই সংবাদ আপনাকে জানাইবার একটু কারণ আছে। মৃতব্যক্তিকে সনাক্ত করিবার জন্য আপনি উৎসুক হইবেন। আমার বিশ্বাস, মৃতব্যক্তির পরিচয় পাইলে আপনি তাহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিবেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটি কে?"

রমণী বলিল, "তাহা আপনাকে বলিতে বাধা আছে। তাহার মৃতদেহ এখন পর্য্যন্ত কোন পথিকের বা পাহারাওয়ালার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহার মৃত্যুর কথা কেবল আমিই জানি, আর আপনি আমার নিকট এখন জানিতে পারিলেন; অন্য কেহই তাহা জানে না।"

মিঃ ব্লেক কিঞ্চিৎ বিরক্তিভরে বলিলেন, "আপনি যে হেঁয়ালীর ভাষায় কথা কহিতেছেন! এ বড় অন্যায়। আপনার কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিবার যো নাই! যদি মৃতব্যক্তি আপনার চেনা-মানুষ হয়—তাহা হইলে আমার নিকট তাহার নাম প্রকাশ করায়—"

রমণী বলিল, "আমার অক্ষমতার জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; আমি আপনাকে তাহার নাম বলিতে পারিব না। আপনি তাহার মৃতদেহ একটা জলার ধারে দেখিতে পাইবেন; সেই জলাটি সদর রাস্তা হইতে কয়েক শত গজ মাত্র দূরে অবস্থিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্থানটির বিশেষ পরিচয় জানিতে না পারিলে আমি

কোথায় তাহা খুঁজিয়া বেড়াইব? উইম্‌বল্‌ডনের প্রান্তর ত ছোট-খাট যায়গা নয়।"

রমণী স্থানটির ঠিক পরিচয় দিলে মিঃ ব্লেক তাহা স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করিলেন। তাহার পর স্ত্রীলোকটি বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া মৃতদেহটি আবিষ্কার করিবেন। আপনি আমার নিকট অঙ্গীকার করুন—নিশ্চয়ই সেখানে যাইবেন। আমার বিশ্বাস, মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া আপনি এমন কিছু দেখিতে পাইবেন—যাহা অস্বাভাবিক; যাহা উপেক্ষা করা আপনি সঙ্গত মনে করিবেন না।—এখন বিদায়!"

মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি বলিলেন. "এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন; আপনি কে মাদাম?"

কিন্তু মিঃ ব্লেক এই প্রশ্নের উত্তর পাইলেন না; রমণী রিসিভার নামাইয়া রাখিয়াছিল। মিঃ ব্লেক অগত্যা রিসিভার রাখিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

স্মিথ বলিল, "এ সকল কি ব্যাপার কর্ত্তা! আপনি কোন্ মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে ওসকল কথা বলিতেছিলেন? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকই হউক আর পুরুষই হউক—যাহারা এতই বেয়াদপ যে নিজের নাম পর্য্যন্ত বলিতে সম্মত হয় না, তাহাদের কোনও কথা গ্রাহ্য করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। আমার বিশ্বাস স্ত্রীলোকটি করোনারের আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার ভয়ে কিংবা পুলিশের জেরার ভয়ে আমার কাছে নিজের নাম প্রকাশ করিল না। এই রকম স্বার্থপরতা আমার অসহ্য মনে হয়। এ সকল লোকের কথা গ্রাহ্য করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

স্মিথ বলিল, "আপনি সকল কথা খুলিয়া না বলিলে আমি কি করিয়া বুঝিব? স্ত্রীলোকটা আপনাকে যে সকল কথা বলিল তাহা ত আমি শুনিতে পাই নাই।"

মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে বলিলেন, "তাহার কথাগুলি আমিও ঠিক বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় তাহার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে! মৃতদেহটি পরীক্ষা করিলে আমি অস্বাভাবিক কিছু দেখিতে পাইব—তাহার এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে

পারি নাই। সে আমাকে যে সকল কথা বলিয়া গেল—তাহা তোমাকে বলিতেছি শোন।"

মিঃ ব্লেক স্ত্রীলোকটির কথাগুলি সঙ্ক্ষেপে স্মিথের নিকট প্রকাশ করিলেন। তাহা শুনিয়া স্মিথ বলিল, "উইম্‌বল্‌ডন-প্রান্তরে একটি লোক বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছে। তাহার মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য আপনার কৌতূহল হইবে—অথচ লোকটি কে, স্ত্রীলোকটি তাহার মৃত্যু-সংবাদ কিরূপে জানিতে পারিল—তাহা সে আপনার নিকট প্রকাশ করিল না! এ যে বড়ই গোলের কথা কর্ত্তা! স্ত্রীলোকটার কথাবার্ত্তা সরল নহে; কি যে তাহার মতলব তাহাও বুঝিয়া উঠা কঠিন!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই কথাই ত ভাবিতেছি।"

বলিল, "আপনার ভাবনার শেষ হইবার আগেই ট্রেণ চলিয়া যাইবে সে কথাটা ভাবিয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, হাঁ ভাবিয়াছি—এবং আজ স্কট্‌ল্যাণ্ডে যাওয়া বন্ধ রাখাই স্থির করিয়াছি। চল, আমরা এখনই উইম্‌বল্‌ডনের মাঠে গিয়া বজ্রাহত হতভাগ্য লোকটির মৃতদেহ দেখিয়া আসি।"

স্মিথ সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি বলিতেছেন কি কর্ত্তা! কে একটা স্ত্রীলোক কি একটা সংবাদ দিল, তাহা সত্য কি মিথ্যা বুঝিবার উপায় নাই; তাহাই শুনিয়া আপনি সকল ব্যবস্থা উল্‌টাইয়া দিলেন!"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ, সেই রকমই স্থির করিয়াছি।"

স্মিথ বলিল, "অদ্ভুত বটে! স্ত্রীলোকটি যে আপনার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করে নাই, ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? আমি জানি—কেহ যদি আপনাকে কোন সংবাদ লিখিয়া তাহার সেই পত্রে নাম-স্বাক্ষর না করে তাহা হইলে আপনি সেই পত্রখানি অগ্রাহ্য করিয়া বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করেন; বেনামা পত্র আপনি বিশ্বাস করেন না;—অথচ আজ একটা স্ত্রীলোক টেলিফোনে আপনাকে একটা সংবাদ দিয়া গেল—যে নিজের নাম পর্য্যন্ত বলিতে

সম্মত হইল না, বজ্রাঘাতে কাহার মৃত্যু হইয়াছে—তাহাও বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করিল; আর তাহার কথা আপনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন! পত্রে যে নিজের নাম প্রকাশ করিতে সাহস করে না, আর টেলিফোনে কথা বলিয়া নিজের পরিচয় যে গোপন রাখে—এই উভয়ের প্রদত্ত সংবাদে কোন প্রভেদ আছে কি? আপনি যে নিয়মে কায করেন হঠাৎ তাহার ব্যতিক্রম করিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্ত্রীলোকটি আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করে নাই—এ কথা আমি অবশ্যই জোর করিয়া বলিতে পারি না; তাহার সংবাদ মিথ্যা হইতেও পারে। কিন্তু আমি তাহার কথা অমূলক বলিয়া অগ্রাহ্য করা সঙ্গত মনে করিতেছি না। আমরা যদি একদিন পরে এডিনবরায় যাত্রা করি তাহাতে কাযের কোন ক্ষতি হইবে না। আমি আজ নিশ্চিতই সেখানে পৌঁছিব—আমার মক্কেলের নিকট এরূপ অঙ্গীকার করি নাই; অথচ এ রকম একটা জটিল রহস্যের সংবাদ পাইয়াও যদি তাহার সন্ধান না লইয়া চলিয়া যাই, তাহা হইলে আমি শান্তি পাইব না।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, সে কথা সত্য। বিশেষতঃ মিথ্যা সংবাদে মনের শান্তি নষ্ট হওয়া আরও অধিক দুঃখের বিষয়।"

কিন্তু সংবাদটি মিথ্যা বলিয়া মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল না; একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহার সময় নষ্ট করিবে? সে বলিয়াছে—মৃতদেহটি দেখিলে সনাক্ত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইবে, এবং মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া তিনি অস্বাভাবিক-কিছু দেখিতে পাইবেন; এ সকল কথা মিথ্যা না হইতেও পারে, এবং ঘটনাটি নিতান্ত সাধারণও নহে। যদি এ সকল কথা মিথ্যা হয়—তাহা হইলেও উইম্বল্ডনের মাঠে গিয়া মৃতদেহটির সন্ধান লইয়া আসা তেমন কষ্টকর ব্যাপার নহে। এই জন্য তিনি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া রেল-ষ্টেশনে না গিয়া গ্রে-প্যান্থারে উইম্-বল্ডন-প্রান্তরে যাত্রা করিলেন।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ যখন সেই মাঠে প্রবেশ করিলেন, তখন প্রভাতের মুক্ত

সমীরণ-হিল্লোল তাঁহাদের বড় মধুর মনে হইল। প্রভাতের রৌদ্রে বৃষ্টিস্নাত আর্দ্র প্রকৃতি ঝল্-মল্ করিতেছিল।—তাঁহারা পথের ধারে গাড়ী হইতে নামিয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রবেশ করিলেন।

প্রান্তরমধ্যে সঙ্কীর্ণ মেঠো-পথ ছিল; সেই পথে আসিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—মৃতদেহটি আরও কিছু দূরে পড়িয়া থাকাই সম্ভবপর; কারণ স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে সেইরূপই সন্ধান দিয়াছিল। কিছু দূর চলিতে চলিতে তাঁহারা নিবিড় গুল্মের অন্তরালে একটি 'জলা' দেখিতে পাইলেন; তাহা সুদীর্ঘ তৃণরাশি দ্বারা সমাচ্ছাদিত।

সূর্য্যকিরণ উজ্জ্বল, সুনীল আকাশ মেঘসংস্পর্শবিহীন। পূর্ব্বরাত্রির বৃষ্টির পর আর্দ্র প্রকৃতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়া অনন্ত নীলাম্বরতলে মধুর হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "এই স্থান হইতে আমাদিগকে একটু দক্ষিণে যাইতে হইবে। ঐ যে চেষ্টনট্ গাছের সারি দেখা যাইতেছে, ঐ সকল গাছের কিছু দূরে লাল রঙ্গের একটা বাড়ী আছে; স্ত্রীলোকটি বলিয়াছে—সেই বাড়ীর কয়েক শত গজ উত্তরে জলার ধারে মৃতদেহটি দেখিতে পাইব। ঐ দেখ সেই বাড়ী দেখা যাইতেছে; সুতরাং আমরা বোধ হয় নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটেই আসিয়া পড়িয়াছি।"

স্মিথ অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি, আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া কিছুই দেখিতে পাইব না! এতক্ষণ আমরা রেল-পথে কতদূর যাইতে পারিতাম! কোথাকার একটা স্ত্রীলোকের দম্‌বাজিতে ভুলিয়া সকল কায নষ্ট করিতে হইল! আপনার উপর আমার এমন রাগ হইতেছে যে—ইচ্ছা হইতেছে আপনাকে গোটাকতক চোখা-চোখা বুলি শুনাইয়া দিই!" ( a few choice words to lend you. )

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া বলিলেন, "তাহার আর প্রয়োজন হইবে না স্মিথ! কারণ স্ত্রীলোকটির কথা সত্য—এ বিষয়ে আর আমার সন্দেহ নাই; সম্মুখে চাহিয়া দেখ।"

মিঃ ব্লেকের অঙ্গুলির নির্দ্দেশানুসারে স্মিথ সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। তাহার প্রফুল্ল মুখ মলিন হইল। সে জলার ধারে ঝোপের আড়ালে দুইখানি পা দেখিতে পাইল। একখানি পায়ে জুতা ছিল, আর একখানি পা খোলা; কিন্তু পা দুইখানি সম্পূর্ণ অসাড়, তাহা স্থির ভাবে পড়িয়া ছিল!

# দ্বিতীয় পর্ব

## [illegible]

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ বিচলিত চিত্তে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া যে মৃতদেহটা দেখিতে পাইলেন—তাহা এরূপ বিকৃত হইয়াছিল যে, সেই দিকে চাহিয়া তাঁহারা উভয়েই স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাদের বক্ষের স্পন্দনও যেন রহিত হইল।—কি লোমহর্ষণ দৃশ্য!

স্মিথ কিছুকাল নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে বড়ই ভয়ানক ব্যাপার কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি উহার খুব কাছে যাইও না স্মিথ!"

স্মিথ বলিল, "এই লোমাঞ্চকর দৃশ্য আপনার অসহ্য না হইলে আমারও সহ্য হইবে কর্ত্তা! স্ত্রীলোকটা আপনাকে সত্য কথাই বলিয়াছিল। আহা বেচারা! উহার চারি পাশের ঘাসগুলার অবস্থা দেখিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাব বিশ্বাস, বজ্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই উহার মৃত্যু হইয়াছে; বজ্রাঘাতে মৃত্যুর বিশেষত্বই এইরূপ! মেঘ-গর্জ্জনের শব্দ কানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বিজলি-ঝলকে প্রাণ বাহির হইয়া যায়। মৃত্যুর মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেও বেচারা জানিতে পারে নাই—উহার মৃত্যু হইবে।"

তাঁহারা উভয়েই স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মিঃ ব্লেক মৃতদেহের একটু দূরে ছিলেন; স্মিথকেও তিনি তাহার নিকটে যাইতে নিষেধ করিলেন। মৃতদেহটি তখন তাঁহাদের ছয় সাত ফিট দূরে ছিল। তাঁহারা সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই মৃতদেহের সকল অংশ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছিলেন।

মৃতদেহটি দেখিয়া তাঁহাদের ধারণা হইল—সেই স্থানেই বজ্রাঘাত হওয়ায় মুহূর্ত্তমধ্যে লোকটির মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার পরিহিত টুইডের পরিচ্ছদ

ঝল্‌সাইয়া গিয়াছিল; স্থানে স্থানে পুড়িয়া কাল হইয়া গিয়াছিল। এক পায়ের জুতা পা হইতে খুলিয়া কিছু দূরে পড়িয়া ছিল; আর এক পায়ের জুতা পায়েই ছিল, কিন্তু তাহা পুড়িয়া কাল হইয়া গিয়াছিল। (burnt and blackened.) সেই স্থানের ঘাসগুলিও পুড়িয়া গিয়াছিল। কিরূপ ভীষণ বেগে বজ্রাঘাত হইয়াছিল—তাহা সেই স্থানটির অবস্থা দেখিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। মৃতদেহটি কাত হইয়া পড়িয়া ছিল; সুতরাং মুখ অন্য দিকে থাকায়—তাঁহারা তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না।

স্মিথ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দূরে দৃষ্টিপাত করিল। সেই প্রান্তরের এক প্রান্তে দুই একজন লোক দেখা যাইতেছিল; কিন্তু আধ মাইলের মধ্যে জন-প্রাণীও দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন বেলা প্রায় আটটা, কেহ কেহ প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া সেই প্রান্তরের অন্য দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; কিন্তু মাঠের সেই অংশে কাহারও গতিবিধি ছিল না।

এ অবস্থায় সেই স্ত্রীলোকটি এই মৃতদেহের সংবাদ কিরূপে জানিতে পারিল মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যদি সে এই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে মৃতদেহটি হঠাৎ দেখিয়া থাকিত—তাহা হইলে সে কোন পাহারাওয়ালাকে সে সংবাদ জানাইল না কেন? অন্য কাহাকেও এ কথা না জানাইয়া সে কি উদ্দেশ্যে মিঃ ব্লেককে টেলিফোনে সংবাদ দিল? সে মিঃ ব্লেকের নিকট নিজের নাম প্রকাশ করিতেই বা অসম্মত হইল কেন? বিশেষতঃ, এই মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য মিঃ ব্লেকের আগ্রহ হইবে—তাহার এ কথা বলিবারই বা কারণ কি?

মিঃ ব্লেক ভাবিলেন—এই সকল প্রশ্নের উত্তর পরে জানা যাইতে পারে; কারণ ঐ সকল চিন্তায় তখন সময় নষ্ট করিবার জন্য মিঃ ব্লেকের আগ্রহ হইল না। তিনি প্রথমেই মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তিনি স্থির করিলেন—যদি মৃতব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহার আত্মীয়-স্বজনকে সংবাদ দিবেন, পুলিশকেও এই দুর্ঘটনার কথা জানাইবেন।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "তুমি এখানে

পাহারায় থাক স্মিথ! যদি কাহাকেও এদিকে আসিতে দেখ তাহা হইলে তাহাকে মৃতদেহের কাছে ঘেঁসিতে দিও না। এখানে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া দলে দলে লোক চারি দিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইবে; তাহাদিগকে তাড়াইবে। দুই একজন আসিতে আরম্ভ করিলেই দলে দলে লোক এখানে আসিয়া জুটিবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনি কি করিবেন করুন, আমি পাহারায় থাকিলাম।"

মিঃ ব্লেক অতঃপর মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে তাহা চিত করিয়া ফেলিলেন। মৃত ব্যক্তির মাথা ও মুখ বিজলি-ঝলকে এ ভাবে দগ্ধ হইয়াছিল যে, মিঃ ব্লেকের মনে হইল তাহা যেন মানুষের মুখ নহে! মুখের অবস্থা অতি ভীষণ, দেখিলেই মনে আশঙ্কার সঞ্চার হয়! মিঃ ব্লেক সেই দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "কি ভয়ঙ্কর!"

মৃতব্যক্তির শারীরিক গঠন দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, তাহার সুগঠিত পরিপুষ্ট দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল; লোকটি যৌবন-সীমা অতিক্রম করে নাই। তাহার মুখে দাড়ি গোঁফ ছিল না; তাহার মাথার চুলগুলি কাল ছিল কি কটা ছিল—তাহাও অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইল, কারণ কেশগুলি সমস্তই পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছিল।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল নহে। মিঃ ব্লেক সেইরূপ মৃতদেহ অনেক দেখিয়াছেন; কিন্তু বজ্রাঘাতে মৃতব্যক্তির দেহ বিকৃত হইয়া এরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করে—ইহা তাঁহার কল্পনারও অগোচর ছিল! পূর্ব্ব-রাত্রে ঝড় বৃষ্টির সময় নানা স্থানে বজ্রাঘাত হইয়াছিল—ইহা তিনিও জানিতেন; কিন্তু যে বিজলি-ঝলকে এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল—তাহার পরিমাণ এতই অধিক যে, সেই বৈদ্যুতিক শক্তি একটি সমগ্র রেজিমেণ্টকে বিধ্বস্ত করিতে পারিত—(but the particular flash which had killed this man had evidently possessed enough electrical force to wipe out a regiment.) ইহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। বৃক্ষাদি-বর্জ্জিত এই মুক্ত প্রান্তরে সে একাকী থাকায় বিদ্যুতের পূর্ণশক্তিই সেই হতভাগ্যের দেহটি আয়ত্ত করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া, লোকটি তাঁহার পরিচিত কি না তাহা বুঝিতে পারিলেন না; তখন তিনি স্মিথকে বলিলেন, "চোখে দেখিয়া ত ইহাকে সনাক্ত করিতে পারিলাম না; অগত্যা ইহার পকেট খুঁজিয়া দেখি। সেই স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ইহাকে চিনিত; নতুবা কিরূপে বুঝিল—ইহার পরিচয় জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইবে?"

মিঃ ব্লেক মৃতদেহের পাশে বসিয়া প্রথমে তাহার কোটের ভিতরের জ্যাকেটের পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন। সেই পকেট হইতে একটি বাটুয়া বাহির হইল; এতদ্ভিন্ন দুইখানি ভাঁজ-করা চিঠিও পাওয়া গেল। মিঃ ব্লেক সেই জিনিসগুলি ঘাসের উপর রাখিয়া তাহার ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে হাত পুরিয়া দিলেন।

ওয়েষ্ট-কোটের দুই পকেটে অনেকগুলি জিনিস পাওয়া গেল,—একটি ফাউণ্টেন পেন, রৌপ্যমণ্ডিত একটি পেন্সিল, একটি সোনার ঘড়ি ও চেন, নখ কাটিবার ছুরী, আর একখানি কলম কাটিবার চাকু-ছুরী—এতদ্ভিন্ন আরও দুই একটি দ্রব্য। মিঃ ব্লেক ঘড়িটি হাতে লইয়া বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। দুই তিন মিনিট পরে তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "তাজ্জবের বিষয় বটে!"

তাঁহার কথা শুনিয়া স্মিথ বলিল, "পকেট হাতড়াইয়া কিছু পাওয়া গেল কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পাওয়া ত গিয়াছে; কিন্তু এই ঘড়িটা যেন চেনা ঘড়ি! হাঁ পূর্ব্বে কোথাও ইহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছি। ঘড়ির 'ডায়েল'খানা খুব জমকালো; আজ কাল এই প্যাটার্ণের ঘড়ি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া স্মিথ তাঁহার সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া ঘড়িট দেখিতে লাগিল; তাহার পর হঠাৎ মাথা তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কর্ত্তা, ঘড়িটা যে ঠিক ওয়াল্‌ডোর ঘড়ির মত! আমাদের বাড়ী আসিয়া সে কত দিন পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া সময় দেখিয়াছে; সেটি ঠিক এই রকম ঘড়ি!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাই বটে! এই জন্যই ঘড়িটা পূর্ব্বে কোথায়

দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছিল।—ওয়াল্‌ডোর ঘড়ির মত ঘড়ি ইহার পকেটে? মস্ত একটা ধাঁধার পড়িলাম যে!"—তিনি হঠাৎ ঘড়িটা উল্টাইয়া ধরিয়াই অকস্মাৎ যেন বুকে ছুরীর খোঁচা লাগিয়াছে—এই ভাবে যন্ত্রণাসূচক অস্ফুট শব্দ করিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া স্মিথও তাড়াতাড়ি ঘড়ির উল্টা পিঠে দৃষ্টি-পাত করিল।—তাঁহারা উভয়েই ঘড়ির পিঠে R. W. এই দুইটি অক্ষর খোদিত দেখিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন—তাহা রিউপার্ট ওয়াল্‌-ডোর নামের আদ্যাক্ষর।—তবে ত ইহা ওয়াল্‌ডোরই ঘড়ি!

মিঃ ব্লেক পূর্ব্বোক্ত পত্র তিনখানি ঘাসের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া রুদ্ধ-নিশ্বাসে পাঠ করিলেন। পত্রের উপর নাম ছিল—"কর্ণেল হ্যাম্‌সন"—ঠিকানা ছিল, "হোটেল সিসিল—লণ্ডন।"

স্মিথ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! কর্ণেল হ্যাম্‌সন! কর্ত্তা, ওয়াল্‌ডো মিস্ হ্যামিল্‌টনের কাছে এই ছদ্মনামেই ত নিজের পরিচয় দিয়া-ছিল। হাঁ সে ইদানী এই ছদ্মনামই ব্যবহার করিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ স্মিথ! আরও শুনিয়াছি কিছুদিন হইতে সে হোটেল সিসিলেই বাস করিতেছিল।—তবে কি ওয়াল্‌ডোই—ওঃ, ইহা কি সম্ভব?"

মৃতদেহের দিকে পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মুখ হইতে এই শেষোক্ত প্রশ্ন নির্গত হইল। তিনি বা স্মিথ কেহই কয়েক মিনিট কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহারা উভয়েই বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এ কি সত্যই রিউপার্ট ওয়াল্‌ডোর মৃতদেহ?

এ—সেই ওয়াল্‌ডো, যে মিঃ ব্লেকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন দিন হীন উপায়ে জয়লাভের চেষ্টা করে নাই; যে কোন দিন তাঁহার সহিত কপটতা করে নাই; যে অঙ্গীকার করিয়া কখন তাহা প্রত্যাহার করে নাই; যে-সকল কৃপণ ধনী এবং দুর্দ্দান্ত জমীদার মহাজন ও বণিক অসৎ উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিত, দরিদ্র শ্রমজীবিগণের কঠোর পরিশ্রমের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া বিলাস-লালসা পরিতৃপ্ত করিত—তাহাদের পাপের ধন নানা কৌশলে অপহরণ

করিয়া যে দীন-দরিদ্র অনাথ আতুরের অভাব মোচন করিত; যাহার ব্যবহারে কুটিলতার লেশমাত্র ছিল না—সেই ওয়াল্‌ডোর পরিণাম এইরূপ শোচনীয়!

ইহা কি সত্য, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?

কিন্তু অবিশ্বাস করিবার উপায় কি?—যে হতভাগ্য মৃতব্যক্তির বিকৃত দেহ মিঃ ব্লেকের সম্মুখে প্রসারিত ছিল—সেই দেহ, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ওয়াল্‌ডো দেহেরই অনুরূপ—ইহা তিনি কিরূপে অস্বীকার করিবেন?—মৃত ব্যক্তির ওয়েষ্ট-কোটে যে ঘড়ি পাওয়া গেল—তাহা ওয়াল্‌ডোর ঘড়ি; তাহার জ্যাকেটের পকেটে যে পত্র পাওয়া গেল—তাহাতে ওয়াল্‌ডোর ছদ্মনাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক মৃত ব্যক্তির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর মাথা নাড়িয়া হতাশ ভাবে বলিলেন, "না, এ রকম পোড়া মুখ দেখিয়া মানুষটিকে চিনিবার উপায় নাই। স্মিথ, এ অবস্থায় আমাদের চাঞ্চল্য প্রকাশ করা কিংবা অধীর হওয়া নিস্ফল!"

স্মিথ ভগ্নস্বরে বলিল, "কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না কর্ত্তা! অথচ অবিশ্বাস করিবারও উপায় দেখিতেছি না। কি করিয়া মন স্থির করিব?"

মিঃ ব্লেক পূর্ব্ব-সংগৃহীত বাটুয়াটি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে কয়েকখানি ব্যাঙ্ক-নোট এবং দশ বার পাউণ্ডের 'করেন্সি নোট' বাহির করিলেন; তদ্ভিন্ন কয়েকখানি কাগজও তাহার ভিতর পাওয়া গেল; তাহাতে কি লেখা ছিল। মিঃ ব্লেক কৌতূহল ভরে একখানি কাগজ খুলিলেন, এবং তাহার দুই এক ছত্র পাঠ করিয়াই চমকিয়া উঠিলেন।

স্মিথ তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আপনি পড়িতেছেন—ও-খানা কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মৃতব্যক্তির উইল। হাঁ, ইহা ওয়াল্‌ডোরই উইল; তাহার পকেটে পাওয়া গিয়াছে।"

স্মিথ এ কথা শুনিয়া কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া মিঃ ব্লেকের কাঁধের উপর ঝুঁকিয়া উইলখানি পাঠ করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেকও তাহা মনে মনে পাঠ করিলেন। উইলের ভাষায় মিঃ ব্লেক লেখকের খামখেয়ালী স্বভাব ও পরিহাস-

রসিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাইলেন; তাহা ওয়াল্‌ডোর স্বাভাবিক বিশিষ্টতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

উইলখানি এইরূপ,—

"ইহা রিউপার্ট ওয়াল্‌ডোর শেষ উইল ও 'টেষ্টামেণ্ট।'—উইল-কর্ত্তা আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই; আমার পেশা—ভাগ্যান্বেষণ, লক্ষ্যহীনভাবে দেশভ্রমণ, এবং পরধনে জীবনযাপন।—আমি এতদ্বারা আমার পার্থিব জীবনের পরিত্যক্ত অংশ (my earthly remains) স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে সমর্পণ করিয়া জানাইতেছি যে, তাঁহারা ইহা স্থানান্তরিত করিয়া ইহার যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবেন। আমার এই মাত্র অনুরোধ যে, আমার মৃতদেহ যেন সযত্নে সমাহিত করা হয়।

"আমি এতদ্বারা এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি যে, বেকার ষ্ট্রীটের ডিটেক্টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক আমার অনুষ্ঠিত সে সকল সৎ ও সম্মানজনক কার্য্যের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাহা তিনি সাধ্যানুসারে জনসমাজে প্রচারিত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

"আমার বিশ্বাস, আমার মৃত্যুতে কোন কোন সংবাদ-পত্রের আফিসে বিপুল আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইবে; কারণ এই উপলক্ষে তাহারা আমার অতীত জীবনের অপকার্য্যসমূহের আলোচনা করিয়া প্রচুর কাগজ বিক্রয়ের সুযোগ পাইবে। তবে আমি যে উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডলে মহাপ্রস্থান করিতেছি, সেই স্থান হইতে যদি জানিতে পারি যে, আমি যে কিঞ্চিৎ সৎকার্য্য করিয়াছি—তাহারও বিবরণ জনসাধারণের কর্ণগোচর হইয়াছে তাহা হইলে তাহা আমার পরলোকগত আত্মাকে কথঞ্চিৎ শান্তি দান করিবে।

"মহাকবি সেক্সপীয়র যথার্থই বলিয়াছেন—মানুষ যে অপকর্ম্ম করে তাহা তাহাদের মৃত্যুর পর স্থায়িত্ব লাভ করে, কিন্তু তাহাদের সদনুষ্ঠান তাহাদের অস্থির সহিত সমাহিত হয়।

রিউপার্ট ওয়াল্‌ডো।"

স্মিথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, এই রকম খেয়াল ওয়াল্‌ডোর পক্ষেই স্বাভাবিক! সে উইল করিয়া গেল, কিন্তু উইলে তাহার স্থাবর বা অস্থাবর কোন

সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ করিল না। এ রকম গভীর ব্যাপারেও তাহার রসিকতার উচ্ছ্বাস!—কিন্তু ওয়াল্‌ডো মরিয়াছে—একথা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। সে যে আমার মনের মত মানুষ ছিল!"

মিঃ ব্লেক ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "তাহার উপর আমারও খানিক শ্রদ্ধা ছিল—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ব্বে তাহার স্বভাব চরিত্র যেমনই থাক সংপ্রতি কিছু দিন হইতে তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলাম; সেই পরিবর্ত্তন উপেক্ষার যোগ্য নয়। সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, প্রাণপণে সৎকার্য্যের সমর্থন করিতেছিল। সে অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ড, হিউবার্ট রোরকি ও সাইমন কার্ণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল—তাহাতে তাহার সাহস, মহত্ত্ব এবং ইতরতার প্রতি বদ্ধমূল ঘৃণাই পরিস্ফুট হইয়াছে।

স্মিথ বলিল, "সার রড্‌নে ড্রমণ্ড শত্রুদমনের জন্য ওয়াল্‌ডোকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এজন্য আমি তাঁহার নিন্দা করিতে পারি না। তাঁহার এই তিনজন শত্রু ভয়ঙ্কর অত্যাচারী, প্রবঞ্চক এবং সমাজের কলঙ্কস্বরূপ। তাহারা বহু নিরীহ ভদ্রলোকের রক্ত শোষণ করিয়া ধনবান হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তাহাদের দুই জনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে; তাহাদের মৃত্যুতে অনেকে নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক হইয়াছে। আমার বিশ্বাস—কার্ণই মেট্‌ল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছিল। রোরকি অতি-লোভে পচা পুকুরের পাঁকে ডুবিয়া মরিয়াছে; কিন্তু কার্ণ এখনও জীবিত আছে। ওয়াল্‌ডো আমাকে বলিয়াছিল—এবার কার্ণের পালা। ওয়াল্‌ডো কার্ণকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছিল; তাহারই ফলে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া রৌদ্রালোকিত সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

কয়েক মিনিট পরে স্মিথ পুনর্ব্বার কথা কহিল। সে অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না কর্ত্তা, এই কাযটা বাস্তবিকই অত্যন্ত বিড়ম্বনাজনক! শেষে কি না ওয়াল্‌ডো বজ্রাঘাতে মারা পড়িল? ঐরূপ অসাধারণ যাহার দেহের বল,

যাহার শক্তি সামর্থ্য ও পরাক্রম অতুলনীয়—সে ঝড় বৃষ্টির সময় মাঠের ভিতর বজ্রাঘাতে মরিল? অদ্ভুত ব্যাপার!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সংসারে এরূপ ঘটনা অস্বাভাবিক নহে। যে বীর পুরুষ মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অক্ষত দেহে গৃহে ফিরিতেছেন, যাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া দেশের সকল লোক লক্ষ কণ্ঠে প্রশংসা করিতেছে—তিনি হয় ত বাড়ীর কাছে আসিয়া মোটর-ব'সের চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন! ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ আছে কি? অদৃষ্টের পরিহাস এইরূপ বিচিত্র। কেহই পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে তাহা বুঝিতে পারে না!"

স্মিথ বলিল, "অল্প দিনের মধ্যে সে কতই না অদ্ভুত কায করিল! অবশেষে বিজলি-ঝলকে এই যৌবন-মধ্যাহ্নে তাহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান!—কি গভীর ক্ষোভের বিষয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সত্যই কি বিজলি-ঝলকে তাহার মৃত্যু হইয়াছে!"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "কি বলিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি বলিলাম—বজ্রাঘাতই কি তাহার মৃত্যুর কারণ?"

স্মিথ সেই বিকৃত মৃতদেহ এবং অর্দ্ধদগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ ঘাসগুলির দিকে চাহিয়া বলিল, "বজ্রাঘাতে উহার মৃত্যুর প্রমাণ কি সুস্পষ্ট নহে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ সুস্পষ্ট, কিন্তু যে স্ত্রীলোকটি টেলিফোনে আমার সহিত কথা কহিয়াছিল—তাহার কথা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? সেই স্ত্রীলোকটি কে? সে কিরূপে এই দুর্ঘটনার সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল? কোথা হইতেই বা সে আমাকে সংবাদ দিয়াছিল? মৃতব্যক্তি যে ওয়াল্‌ডো ইহাই বা সে কিরূপে জানিতে পারিল?—এই সকল রহস্য ভেদের উপায় কি?"

স্মিথ বলিল, "মৃতব্যক্তি যে ওয়াল্‌ডো, ইহা সে জানিত—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। সে আমাকে বলিয়াছিল মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইবে।—ইহা ওয়াল্‌ডোর মৃতদেহ ইহা না জানিলে কি সে একথা বলিত? কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি স্মিথ, আমার মনের ধাঁধা দূর হয় নাই।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক মৃতব্যক্তির মস্তকটি সতর্কভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইল।

স্মিথ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি দেখিলেন কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দেখ স্মিথ, যাহারা বজ্রাঘাতে মারা যায় তাহাদের শরীর বিজলি-ঝলকে ঝল্‌সাইয়া যায়, পুড়িয়া গিয়া কাল হয়; চোখ মুখ বিকৃত হয়; কিন্তু ইহার মাথায় নীচে এরূপ একটি আঘাত-চিহ্ন দেখিতেছি—যাহা বজ্রাঘাতে হইতেই পারে না।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "আঘাত-চিহ্ন! কিরূপ আঘাত চিহ্ন কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মাথার পিছনে কোন ভারী জিনিস দিয়া আঘাত করা হইয়াছিল!—চিহ্ন সুস্পষ্ট।"

স্মিথ বলিল, কি সর্ব্বনাশ! তবে কি কেহ উহাকে হত্যা করিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে বলিলেন, "খুন করিয়াছে কি না কি করিয়া বলি? কিন্তু অবস্থাটা ঘোর সন্দেহজনক। একথা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে, সম্মুখযুদ্ধে ওয়াল্‌ডো হঠিবার পাত্র নহে; যদি কেহ তাহার সম্মুখে থাকিয়া তাহাকে আক্রমণ করিত তাহা হইলে সে তাহার আততায়ীকে ধরিয়া এক আছাড়েই গুঁড়া করিতে পারিত; কিন্তু যদি কেহ পশ্চাৎ হইতে তাহার মাথায় লাঠি মারিয়া থাকে—তাহা হইলে তাহার বিপুল শক্তি কোন কাযেই লাগে নাই।"
( his enormous strength would not avail him. )

স্মিথ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে বলিয়া মনে হইতেছে কর্ত্তা!—আপনার কথা শুনিয়া অনুমান করিতেছি—লণ্ডনের কোন অংশে কেহ ওয়াল্‌ডোকে হত্যা করিয়াছিল; এবং ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই তাহার মৃতদেহ—সম্ভবতঃ কোন গাড়ীতে পুরিয়া এই মাঠে আনিয়া ফেলিয়া গিয়াছিল।

তাহার পর দৈবক্রমে তাহার মৃতদেহের উপর বজ্রাঘাত হইয়াছিল।—আমার এই অনুমান কি অসঙ্গত, কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক সেই প্রান্তরের এক প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ঘটনা-স্থল এই স্থান হইতে অধিক দূর বলিয়া ত আমার মনে হয় না স্মিথ! তুমি বোধ হয় জান না—সাইমন কার্ণের বাস-ভবন এই স্থান হইতে আধ মাইলের মধ্যেই অবস্থিত।"

স্মিথ লাফাইয়া উঠিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "কি বলিলেন?"

মিঃ ব্লেক প্রান্তরের সীমাপ্রান্তস্থ একটি বিশাল অট্টালিকার দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, সাইমন কার্ণের বৃহৎ অট্টালিকা এখান হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; আর ঐ অট্টালিকার আধ মাইলের মধ্যেই এই মাঠে মৃতদেহটি পড়িয়া আছে। কার্ণ ওয়াল্‌ডোর কিরূপ বন্ধু তাহাও আমাদের অজ্ঞাত নহে; এ অবস্থায় আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইলে তাহাতে কি বিস্ময়ের কোন কারণ আছে স্মিথ?"

# তৃতীয় পর্ব্ব

## হীরার পিন্

মিঃ ব্লেকের দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ ছিল। সার রড্‌নে ডাগণ্ডের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং শত্রুদলের আক্রমণ হইতে তাঁহার রক্ষার ভারও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রিউপার্ট ওয়াল্‌ডো কি ভাবে সার রডনের শত্রুদলকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। ওয়াল্‌ডোর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু কোন দিন তিনি ওয়াল্‌ডোর কার্য্যে বাধা দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই।

'রহস্য-লহরী'র নূতন পাঠকেরা সার রড্‌নের শত্রুগণের পরিচয় অবগত নহেন। তাঁহার তিনজন শত্রু কলঙ্ক-প্রচারের ভয় দেখাইয়া বহুদিন হইতে তাঁহার অর্থ শোষণ করিতেছিল; একটা কাল্পনিক অপবাদের ভয়ে তিনি তাহাদের দাবী পূর্ণ করিতেছিলেন। অবশেষে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সার রড্‌নে পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করেন। তাঁহার সেই তিন শত্রুর অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ায় তাহারা কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। তাহারা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া একযোগে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—যে উপায়ে হউক—সার রড্‌নেকে হত্যা করিবে।

তাহারা তিনজনেই নানা কৌশলে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সমাজে গণ্য মান্য ও প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল; এজন্য সার রড্‌নে প্রাণভয়ে লোকালয় ত্যাগ করিয়া একটি সুবিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে অত্যুচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে তাঁহার আরণ্য ভবনে বাস করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সেই নির্জ্জন বন-ভবনের বাহিরে আসিতে কোন দিন সাহস করেন নাই। সরে জেলার এক প্রান্তে একটি বিশাল অরণ্যে তাঁহার সেই বন-ভবন অবস্থিত।

এই ভাবে সেই অরণ্য-ভবনে কিছু দিন বাস করিবার পর তিনি দৈবক্রমে

রিউপার্ট ওয়াল্‌ডোর সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি ওয়াল্‌ডোর অসাধারণ শক্তি ও সাহসের পরিচয় পাইয়া তাঁহার তিন শত্রুকে দমন করিবার জন্ত তাহার সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। সার রড্‌নে অঙ্গীকার করিলেন—ওয়াল্‌ডো তাঁহার সেই তিনজন মহাশত্রুকে বিধ্বস্ত করিতে পারিলে তিনি তাহাকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দিবেন; কিন্তু ওয়াল্‌ডোকে এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হইল যে, সে তাহাদিগকে হত্যা করিতে পারিবে না; এমন কি, তাহাদের শোণিত-পাতেও তিনি সম্মতি দিলেন না।—সার রড্‌নে আইনের সাহায্যে শত্রু-শাসনের উপায় না দেখিয়া অবশেষে ওয়াল্‌ডোর স্থায় দস্যুর সাহায্য গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই!

ওয়াল্‌ডো অদ্ভুত কৌশলে সার রড্‌নের শত্রু-ধ্বংশের ব্যবস্থা করিয়াছিল। সার রড্‌নের শত্রুত্রয়ের মধ্যে অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ডকে সে সর্ব্বপ্রথমে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ড ওয়াল্‌ডোর কৌশলে ও চাতুর্য্যে চোর বলিয়া ধরা পড়িয়াছিল এবং পুলিশ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল, তাহার বন্ধুদ্বয়ই তাহার মুখ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্য বিষপান করাইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। অতঃপর সার রড্‌নের দ্বিতীয় শত্রু হিউবার্ট রোরকি ওয়াল্‌ডোর চালাকি বুঝিতে না পারিয়া অতি-লোভে পচা পুকুরে নামিয়া পাঁকের ভিতর ডুবিয়া মরিয়াছিল। (মহাজনীর মজায় প্রকাশিত) ওয়াল্‌ডোর অব্যর্থ কৌশলে সার রড্‌নের এই উভয় শত্রু বিধ্বস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া নররক্তে হস্ত কলুষিত করে নাই; অথচ লণ্ডনের কলঙ্কস্বরূপ দুইটি ভীষণস্বভাব নরপিশাচ ইহলোক হইতে অপসৃত হওয়ায় অনেকের আতঙ্ক ও উদ্বেগ দূর হইয়াছিল। অনেকে তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

সার রড্‌নের তৃতীয় শত্রু সাইমন কার্ণ এখনও জীবিত। মিঃ ব্লেক অনুমান করিলেন, সার রড্‌নের প্রথম দুই শত্রুর ধ্বংশের পর ওয়াল্‌ডো তাঁহার তৃতীয় শত্রু কার্ণকে বিধ্বস্ত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। এবার যে কার্ণের পালা,—এ কথা ওয়াল্‌ডো মিঃ ব্লেকের নিকট স্বীকার করিয়াছিল। ওয়াল্‌ডো

পূর্ব্বরাত্রে তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং তাহার যে ফল হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছিলেন।—এই মৃতদেহই কার্ণের বৈরনির্য্যাতনের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে স্মিথকে বলিলেন, "দুর্ঘটনাটা কি ভাবে ঘটিয়াছে—তাহার আমূল-বিবরণ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। স্বীকার করি—অনুমানে নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করিলে অনেক সময় ঠকিতে হয়, কিন্তু সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে।—ওয়াল্‌ডো গতরাত্রে ঐরূপ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে এই প্রান্তরে কেন আসিয়াছিল? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারি কার্ণের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যেই সে এই দিকে আসিয়াছিল। এই প্রান্তরের অদূরে কার্ণের বাড়ী; সুতরাং এই অনুমান অসঙ্গত নহে।"

স্মিথ বলিল, "ঝড় জল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই গিয়াছিল কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ঝড় জল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সে সেখানে গিয়াছিল—ইহাই ধরিয়া লওয়া যাউক। সম্ভবতঃ সে কার্ণের সিন্দুক ভাঙ্গিয়া এরূপ কোন প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিল—যাহার সাহায্যে সে কার্ণকে ফৌজদারীর আসামী করিবার সুযোগ পাইত। যখন সে নত মস্তকে ঐরূপ কোন সামগ্রী,—জাল দলিল বা অপরাধমূলক কোন কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিতেছিল—সেই সময় কার্ণ নিঃশব্দে তাহার পশ্চাতে আসিয়া মাথায় এরূপ প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিয়াছিল যে, সেই আঘাতেই তাহার প্রাণ বাহির হইয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আপনার এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে। ওয়াল্‌ডো সুযোগ পাইলে নিশ্চিতই আত্মরক্ষা করিতে পারিত। কেবল আত্মরক্ষা করা কি? যদি দশ-বারটা কার্ণ তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিত—তাহা হইলেও ওয়াল্‌ডো তাহাদের সকলগুলাকে ঠ্যাঙ্গাইয়া ফেঁশো করিয়া ফেলিতে পারিত। (could beat them into jelly.) সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে সেই পাজী বদ্‌মায়েসটা পশ্চাৎ হইতেই আচম্বিতে আক্রমণ করিয়া ওয়াল্‌ডোর মাথা ফাটাইয়াছিল। আহা, ওয়াল্‌ডো বেচারা বেঘোরে মারা গিয়াছে! কি দারুণ ক্ষোভের বিষয়।"

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আস্তে, হে, আস্তে! সিদ্ধান্তটা অত তাড়াতাড়ি করিয়া ফেলিও না। এই সিদ্ধান্তই যে নির্ভুল—এরূপ মনে করিবার কি কোন কারণ আছে? মনে হয় কার্ণ মৃতদেহটা এই মাঠে টানিয়া আনিয়াছিল। যদি এই অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেও পারে; সেরূপ কোন প্রমাণ আছে কি না লক্ষ্য করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।"

স্মিথ বলিল, "টাইগার তাহা ঠিক ধরিতে পারিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তা' পারিত বটে; কিন্তু আমরা ত তাহাকে এখানে লইয়া আসি নাই। তাহার অভাবে আমরা কি করিতে পারি দেখা যাউক। কাল রাত্রি একটার পর বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল; তাহার পর কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন। কার্ণ ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্বেই ওয়াল্‌ডোকে এখানে আনিয়াছিল—না, ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইলে আনিয়াছিল? তবে এ কথা সত্য যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বজ্রাঘাত করা কার্ণ বা অন্য কোন লোকের সাধ্য নহে।"

স্মিথ বলিল, "তবে কি আপনি বলিতে চাহেন দৈবক্রমেই ওয়াল্‌ডোর মাথায় বাজ পড়িয়াছিল? চারি দিকে এত যায়গা থাকিতে বজ্রাঘাত হইল ঠিক ওয়াল্‌ডোর মাথায়!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, দৈবক্রমে ঐরূপ হইতে পারে; অন্য কিছুও হইতে পারে।"

স্মিথ বলিল, "এই 'অন্য কিছু'টা কি কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই প্রমাণটি কৃত্রিমও হইতে পারে। ইহার মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছিল, বিজলি-ঝলকেই ইহার প্রাণ গিয়াছে—এ বিষয়ের কোন অকাট্য প্রমাণ আমরা পাইয়াছি কি? ইহার মাথার চুলগুলি সমস্তই পুড়িয়া গিয়াছে; মুখ পুড়িয়া বিবর্ণ ও বিকৃত হইয়াছে; পরিচ্ছদেরও স্থানে স্থানে পুড়িয়া ঝলসাইয়া গিয়াছে। চারি দিকে যে সকল ঘাস ছিল—তাহাও পুড়িয়াছে দেখিতেছি! কিন্তু কেবল কি বজ্রাঘাতেই ঐরূপ হয়? আমার বিশ্বাস কৃত্রিম উপায়েও এই সকল কাণ্ড করা যাইতে পারে। কার্ণ সম্ভবতঃ ঝড় বৃষ্টির সময় বজ্রাঘাতকেই ইহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া বুঝাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "এ যে বড়ই অদ্ভুত কথা কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু মেঘগর্জ্জন ও বজ্রাঘাত হইয়া গেল। তাহার কিছুকাল পরেই যদি কাহারও দগ্ধপ্রায় বিকৃত মৃত দেহ এই রকম প্রান্তরে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়—তাহা হইলে স্বভাবতঃ কি মনে হয়?—সকলেরই মনে হয় লোকটা ঝড় জলের সময় মাঠের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছে, সুতরাং তাহার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে তদন্তের প্রয়োজন হয় না। পুলিশও বজ্রাহত ব্যক্তির মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিবে। কিন্তু যদি আমরা ধরিয়া লই—বজ্রাঘাতে ওয়াল্ডোর মৃত্যু না হইয়া সে অন্য উপায়ে নিহত হইয়াছে, তাহা হইলে এই স্থান হইতে কার্ণের বাড়ী পর্য্যন্ত মাটীর উপর কোন একটা দাগ—মৃতদেহ মাটীর উপর দিয়া টানিয়া আনিবার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেও পারে। সেইরূপ কোন চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় কি না তাহাই এখন পরীক্ষা করা প্রয়োজন।"

স্মিথ বলিল, "তবে আসুন, সেইরূপ চিহ্ন আবিষ্কারের চেষ্টা করি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই স্মিথ! কিছু বিলম্ব হইলেও ক্ষতি হইবে না। এই প্রান্তরে এখনও জনসমাগম হয় নাই; সুতরাং যদি কোন চিহ্ন থাকে—এখনও তাহা অবিকৃত আছে। আমরা যেরূপ অনুমান করিলাম, যদি তাহা সত্য হয় এবং কার্ণ সেইরূপ কাযই করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই তাহার মনে হইবে, লোকটা বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছে—এই বিশ্বাসে পুলিস মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিবে, হত্যাকাণ্ড বলিয়া পুলিসের সন্দেহ হইবে না; সুতরাং এই ব্যাপার সহজেই চাপা পড়িবে। পুলিস ইহার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করিবে না বুঝিয়া সে নিশ্চিন্ত আছে। তাহার বাড়ী হইতে মৃতদেহ মাঠের ভিতর টানিয়া আনায় মাটীতে যে দাগ পড়িয়াছে তাহা সে এই সকল কারণেই গ্রাহ্য করা প্রয়োজন মনে করিবে না। আমরা সেই দাগ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিব বটে, কিন্তু আর একটা বিষয়ও আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছি না। যে স্ত্রীলোকটি টেলফোনে আমাকে সংবাদ দিযাছিল—সে কে, তাহারও সন্ধান লইতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, সে কোথা হইতে টেলিফোন করিয়াছে তাহাও জানা চাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি এই হত্যাকাণ্ড কার্ণের বাড়ীতেই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে কার্ণের বাড়ীর কোন পরিচারিকা বা তাহার গৃহস্থালীর পরিদর্শিকা এই নিষ্ঠুর কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া পরে আমাকে সংবাদ দিয়াছিল—এরূপ অনুমান করা কি অসঙ্গত ?

স্মিথ বলিল, "কোন স্থানে সে লুকাইয়া থাকিয়া কার্ণের অজ্ঞাতসারে তাহা দেখিয়াছিল বলিতেছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, লুকাইয়া দেখিয়াছিল। সে পুলিশে সংবাদ দিতে সাহস করে নাই ; হয় ত মনে করিয়াছিল পুলিস সন্দেহক্রমে তাহাকেও এই ব্যাপারে জড়াইতে পারে।—কেহ কোন হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিলেও সহজে তাহার সাক্ষী হইতে চাহে না ; কিন্তু সে আমাকে টেলিফোনে সংবাদ না দিয়া স্থির থাকিতে পারে নাই।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু আপনার নিকট সে নিজের নাম প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই, পাছে তাহাকে বিপন্ন হইতে হয় ;—বিশেষতঃ তাহার মনিব যখন এই হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত ছিল। আপনার যুক্তি শুনিয়া সকল বিষয়ই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম কর্ত্তা ! তবে একটা অসুবিধার কথা এই যে, আপনি যাহা বলিলেন তাহা সমস্তই অনুমান মাত্র ; এই অনুমানের সমর্থন-সূচক কোন প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমিও ত তাহাই ভাবিতেছি। অনুমান যতই সঙ্গত হউক, বিনা-প্রমাণে তাহার কোন মূল্য নাই। সুসঙ্গত অনুমানে নির্ভর করিয়া কল্পনায় যে প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়, বিরুদ্ধ-প্রমাণের একটিমাত্র ফুৎকারে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার আগাগোড়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়। ( whole edifice crumble down at a second's notice. ) তবে এই কাঠামোর উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে তদন্তে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। (a framework to start with.) তাহার পর আমরা কোথায় গিয়া পড়ি তাহা দেখিতেই পাইব।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে ঠিক জিনিসে হাত পড়িতেও পারে। মৃতদেহটি আমাদের বন্ধু ওয়াল্‌ডোর না হইয়া অন্য কাহারও হইলে এই তদন্তে আমি বেশ আমোদ পাইতাম কর্ত্তা! কিন্তু এই কাযটা আমার তেমন প্রীতিকর হইবে না; তবে কার্ণের গলায় ফাঁসের দড়ি না তুলিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। আহা, বেচারা ওয়াল্‌ডো নিজের প্রাণ দিয়া সার রড্‌নেকে তাঁহার মহাশত্রুর কবল হইতে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করিয়া গেল! কারণ এবার কার্ণেরও পরিত্রাণ নাই।"

ওয়াল্‌ডোর শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে স্মিথ আন্তরিক ব্যথিত হইয়াছিল। অন্য কোনও ব্যক্তি এভাবে নিহত হইলে স্মিথ ঐরূপ মর্ম্মাহত হইত না; কিন্তু ওয়াল্‌ডোকে সে নানা কারণে ভালবাসিত। ওয়াল্‌ডোর নানা দোষ থাকিলেও সে তাহার গুণের পক্ষপাতী ছিল। বিশেষতঃ ইদানী ওয়াল্‌ডোর চরিত্র ক্রমশঃ সংশোধিত হইতেছিল। ওয়াল্‌ডো মিঃ ব্লেককে ভক্তি ও বিশ্বাস করিত এবং স্মিথকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিত। তাহার আন্তরিকতায় তাঁহারা উভয়েই তাহার সমাদর করিতেন। ওয়াল্‌ডোর সহিত অনেকবার তাঁহাদের সংঘর্ষণ হইয়াছিল; কিন্তু সে কখন তাঁহাদের প্রতি ইতর ব্যবহার করে নাই। অসাধু উপায়ে তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করে নাই। মিঃ ব্লেকের নিকট পরাজিত হইলে সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিত, অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার প্রশংসা করিত। মিঃ ব্লেক ও স্মিথের প্রতি দ্বেষ হিংসা বা অসূয়া কোন দিন তাহার মনে স্থান পায় নাই। এরূপ সদাশয় প্রতিদ্বন্দ্বীর এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দর্শনে তাঁহারা হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইয়াছিলেন।

স্মিথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, ওয়াল্‌ডোকে মাঠের ভিতর টানিয়া আনিবার চিহ্নটি আবিষ্কার করিতে পারিলে আমাদের অনুমানের সমর্থনসূচক একটা সূত্রও পাওয়া যাইবে। আমরা উভয়ে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাদের দুইজনকে বিভিন্ন ভার লইতে হইবে স্মিথ! মৃতদেহ টানিয়া আনিবার চিহ্নটি আমিই খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিব,

তুমি এই মাঠের অদূরে যে কনষ্টেবলটাকে দেখিতে পাইবে—তাহাকেই এখানে ডাকিয়া আনিবে।”

স্মিথ বলিল, “এই ব্যাপারে আমরা পুলিশকে তফাৎ হইতে ডাকিয়া আনিয়া সর্দ্দারী করিতে না দিলে ক্ষতি কি কর্ত্তা?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ক্ষতি আছে বৈ কি! তাহারাই শান্তিরক্ষার ভার পাইয়াছে; দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন জখম প্রভৃতি ব্যাপারে আমরা পুলিশকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া নিজেরা সর্দ্দারী করিলে আমাদের বিষম ফ্যাসাদে পড়িবার আশঙ্কা আছে। পুলিশের দায়িত্ব-ভার আমরা লইতে পারি কি? স্বীকার করি কর্ত্তৃপক্ষ নানা কারণে আমার যথেষ্ট খাতির করেন; সেই সম্মানের অপব্যবহার না করিয়া পুলিশকে অবিলম্বে এই শোচনীয় কাণ্ডের সংবাদ জ্ঞাপন করা আমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হইয়াছে, আমরা যাহা অনুমান করিয়াছি—তাহা পুলিশকে জানাইতে আমরা বাধ্য নহি। পুলিশ যেরূপ ইচ্ছা সিদ্ধান্ত করিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে সংবাদ দিতে ত্রুটি করিলে চলিবে না। যাও, একটা কনষ্টেবলকে ডাকিয়া আন।”

স্মিথ মুখ ভার করিয়া বলিল, “আপনার আদেশ পালন করিতেই হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমাকে আরও একটা কায করিতে হইবে। নিকটে যে পাহারাওয়ালার দেখা পাইবে তাহাকে এখানে পাঠাইয়া, যত শীঘ্র সম্ভব একটা টেলিফোন-কলের নিকট উপস্থিত হইবে। সেখান হইতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া ইন্স্পেক্টর লেনার্ডকে ডাকিবে। এ সাধারণ হত্যাকাণ্ড নহে; ইন্স্পেক্টর লেনার্ড এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইলে উৎসাহের সঙ্গেই এখানে আসিবে। তাহাকে এখানে তাড়াতাড়ি আসিতে অনুরোধ করিবে।”

স্মিথ বলিল, “আপনার এই আদেশও আমার স্মরণ থাকিবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ইন্স্পেক্টর লেনার্ড ওয়াল্‌ডোর অপমৃত্যুর সংবাদে ভয়ঙ্কর দুঃখিত হইবেন; কারণ তিনিও ওয়াল্‌ডোর বল বীর্য্য ও সাহসের পক্ষপাতী ছিলেন। হাঁ, ওয়াল্‌ডোর মৃতদেহ দেখিয়া তিনি বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ওয়াল্‌ডোর প্রতি লেনার্ডের প্রচণ্ড অনুরাগের কথা আমার সুবিদিত। ওয়াল্‌ডো মরিয়াছে জানিতে পারিলে লেনার্ড অশ্রু সংবরণ করিয়া সবেগে হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিবে ইহাও আমার বেশ জানা আছে. স্মিথ! ওয়াল্‌ডো দীর্ঘকাল হইতে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অদম্য দাপট যেন সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। ওয়াল্‌ডোর অকুণ্ঠিত পরাক্রম যেন তাহাদের গলায় কাঁটার মত খচ্‌-খচ্‌ করিয়া বিঁধিত। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বন্ধুরা কাহারও দ্বারা অপদস্থ হইলে অত্যন্ত অপমান বোধ করেন; ওয়াল্‌ডোর অদ্ভুত চাতুরীতে তাঁহারা বহুবার অপদস্থ হইয়াছেন। এ অবস্থায় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ওয়াল্‌ডোর মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইলে সেখানে তাহার বন্ধুগণের চক্ষুতে শোকাশ্রুর ধারা বহিবে, এবং তাহারা হাহাকার করিয়া বুক চাপড়াইতে আরম্ভ করিবে—একথা কি আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি না?"

স্মিথ অস্ফুট স্বরে বলিল, "তাহারা কি এই রূপই হৃদয়হীন বর্ব্বর?"

মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিতে না পাইয়া বলিলেন, "কি বলিলে?"

স্মিথ বলিল, "আপনাকে কোন কথা বলি নাই কর্ত্তা!"

স্মিথ প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার মৃতদেহের পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন; এবার তিনি অধিকতর সতর্কতার সহিত মৃতব্যক্তির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তিনি ওয়াল্‌ডোর মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা অনুমান করিয়াছিলেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি আরও যে সকল বিষয় সম্বন্ধে মনে মনে আন্দোলন আলোচনা করিতেছিলেন তাহা স্মিথের নিকট প্রকাশ করেন নাই। বিশেষতঃ একটি সন্দেহ তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু মৃতদেহের বিভিন্ন অংশ পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়াও তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন, "এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছি যে, ইহা ওয়াল্‌ডোরই মৃতদেহ—লাসটি পরীক্ষা করিয়া তাহা নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই! এমন কি, ইহার অঙ্গুলি-চিহ্ন দেখিয়া মৃতদেহ সনাক্ত করিবার উপায়ও বিলুপ্ত হইয়াছে! আঙ্গুলগুলির ডগা এভাবে পুড়িয়া গিয়াছে

যে, অঙ্গুলি-চিহ্ন লইবার সুবিধা হইবে না। হত্যাকারী কি এই দুরভিসন্ধিতেই এ কায করে নাই?—এ যে দারুণ সমস্যা!"

বস্তুতঃ ওয়াল্‌ডো সত্যই নিহত হইয়াছে ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তিনি তাহার মৃতদেহ সনাক্ত করিবার উপযোগী যে সকল উপকরণ পাইয়াছিলেন তাহাদের সাহায্যে মৃতব্যক্তিই যে ওয়াল্‌ডো—এরূপ ধারণা হইলেও উহা যে ওয়াল্‌ডোরই মৃতদেহ ইহার অকাট্য প্রমাণ তিনি তখন পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ ওয়াল্‌ডো কিরূপ বিদ্রূপপ্রিয়, এবং তাহার চাতুর্য্য কিরূপ দুর্ভেদ্য তাহা তিনি জানিতেন বলিয়া এই ভীষণ কাণ্ডও তাহার অদ্ভুত চাতুর্য্যের ফল বলিয়াই তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। সেই সন্দেহ তিনি দূর করিতে পারিলেন না।

অতঃপর মৃতদেহটি ঘুরাইয়া উপুড় করিতেই মৃতব্যক্তির পরিচ্ছদের ভাঁজের ভিতর হইতে কি একটা জিনিস মাটীতে পড়িয়া গেল! মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাহা কৌতূহল ভরে কুড়াইয়া লইলেন।

তিনি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহা হীরকখচিত-'টাই-পিন।' তিনি সেই পিনটি দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। তিনি অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ডের মৃত্যুর পর কার্য্যোপলক্ষে দুই তিনবার সাইমন কার্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং তিনি প্রতিবারই সাইমন কার্ণকে সেই পিনটি ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন। স্বর্ণনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র দেব-শিশুর ললাটে একখণ্ড অত্যুজ্জ্বল বহুমূল্য হীরক সন্নিবিষ্ট ছিল। সেইরূপ গঠনের 'টাই-পিন' আর কোথাও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; সুতরাং ইহা কার্ণেরই সেই 'টাই-পিন'—এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, এ যে কার্ণের ব্যবহৃত টাই-পিন। —ইহা ত আমারই অনুমানের সমর্থন করিতেছে। যদি কার্ণ ওয়াল্‌ডোকে হত্যা করিয়া এই মাঠের ভিতর ফেলিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া মৃতদেহ ঠেলিয়া আনিতেছিল। সেই সময় টাই-পিনটা খসিয়া মৃতব্যক্তির পরিচ্ছদের উপর পতিত হইয়াছিল; কার্ণ অন্ধকারে তাহা লক্ষ্য

করিতে পারে নাই। অবশেষে সে যখন ইহা জানিতে পারিয়াছিল তখন তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ ছিল না। পিনটি মৃতব্যক্তির পরিচ্ছদে আটকাইয়া ছিল, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।"

সাইমন কার্ণের টাই-পিন মৃতব্যক্তির পরিচ্ছদের সহিত সংলগ্ন থাকায় কার্ণই যে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী এ বিষয়ে মিঃ ব্লেক নিঃসন্দেহ হইলেন। তাঁহার অনুমান যে মিথ্যা নহে ইহা একটি সত্য ঘটনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল। কার্ণের অপরাধের একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তিনি আয়ত্ত করিলেন।

এতদ্ভিন্ন মিঃ ব্লেক আরও একটি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন; তিনি সেই প্রান্তরের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিয়া মাঠের উপর দিয়া মৃতদেহ টানিয়া আনিবার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। কাহারও পদচিহ্ন লক্ষিত না হইলেও, তিনি কোন স্থানে মাটীর উপর দিয়া ভারী জিনিস টানিয়া লইবার দাগ, কোন স্থানে মৃত্তিকার সহিত তৃণগুলির পেষণের চিহ্ন, কোন স্থানে ঘর্ষণ-চিহ্ন প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন, সুতরাং তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়াই ধারণা হইল।
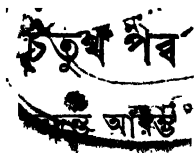
স্মিথ মিঃ ব্লেকের আদেশ পালনে ত্রুটি করিল না বটে, কিন্তু শেষের কাযটা সে আগে করিয়া বসিল। সে পাহারাওয়ালার সন্ধানে ঘুরিয়া কোন দিকে একটিও কন্‌ষ্টেবল দেখিতে পাইল না; অগত্যা সেই চেষ্টা ত্যাগ করিয়া সে একটা টেলিফোনের কলে গিয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে আহ্বান করিল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড টেলিফোনে তাহার সাড়া পাইয়া বলিলেন, "স্মিথ, তুমি?—তুমি তোমার শয়ন-কক্ষ হইতে কথা বলিতেছ কি? আমার ত সেইরূপই মনে হইতেছে।"

স্মিথ বলিল, "আমার—কোথা হইতে?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "তোমার শয়ন-কক্ষ হইতে।"

স্মিথ বিস্মিত ভাবে বলিল, "আমার শয়ন-কক্ষ হইতে আপনাকে ডাকাডাকি করিতেছি? আপনার এ রকম অদ্ভুত ধারণার কারণ কি শুনিতে চাই। আপনি প্রকৃতস্থ আছেন ত?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "অপ্রকৃতিস্থের মত কোন্ কথা বলা হইয়াছে? এখন বেলা ত সবে আটটা। সুতরাং এত সকালে তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে এরূপ আশা করাই অসঙ্গত; কিন্তু তুমি যখন টেলিফোনে সাড়া দিয়াছ তখন তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, তবে এত সকালে ঘরের বাহিরে গিয়াছ ইহা কল্পনা করা আমার অসাধ্য। যাহা হউক, তুমি কি চাও বল। মিসেস্ বার্ডেলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে না কি? সে কি এখনও তোমার জন্ত চা প্রস্তুত করে নাই? না, তোমার চায়ের পেয়ালা অদৃশ্য হওয়ায় আমাকে তাহা খুঁজিতে যাইতে হইবে?"

স্মিথ বলিল, "আপনি ত বেশ মজার কথা বলিলেন ; আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা ভাবিতেছেন, আপনার সম্বন্ধেও আমি সেই কথাই মনে করিতেছিলাম ! আপনার কথা শুনিয়াও—আপনিই যে কথা বলিতেছিলেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমি আপনার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্ম আপনার বাড়ীর টেলিফোনের নম্বরটা আপনার আফিসে কাহাকেও এখনই জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড হাসিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেকের সাকরেদী করিয়া খাসা উপর-চাল দিতে শিখিয়াছ ত !"

স্মিথ বলিল, "তাহা হইলে বলুন সারা রাত্রি আফিসেই ছিলেন ; নতুবা এত সকালে ত আপনাকে আফিসে পাইবার কথা নয়। যাহা হউক, আপনাকে যে একবার চাই।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "দরকারটা তোমার না কি ?"

স্মিথ বলিল, "কেবল আমার নয়, কর্ত্তারও। উইম্‌বলডনের মাঠে একটা মৃতদেহ পড়িয়া আছে ; মিঃ ব্লেক ও আমি—আমরা দুইজনেই এই ব্যক্তির মৃত্যু সম্বন্ধে একটা জটিল রহস্যের সন্ধান পাইয়াছি ; এইজন্ম কর্ত্তা আপনাকে অবিলম্বে এখানে আসিতে অনুরোধ করিতেছেন ; আপনাকে তাঁহারই অনুরোধ জানাইলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব কি না সন্দেহ। একটা জরুরী কাযে এই মুহূর্ত্তেই আমাকে পপ্‌লারে—"

স্মিথ বলিল, "আপনার পপ্‌লালের কায এখন মুলতুবি রাখুন মিঃ লেনার্ড ! কাযটা খুব জরুরী হইলে আপনি তাহা অন্য কোন ইন্‌স্পেক্টরের ঘাড়ে চাপাইতে পারেন। বজ্রাঘাতে এই লোকটির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই নয়। হয় বটে, কিন্তু কর্ত্তার ধারণা লোকটিকে কেহ খুন করিয়াছে। হত্যা-রহস্য ভেদ করিতে পারিলে আপনার খ্যাতি লাভের আশা আছে, আপনি অন্য কোন লোককে এই ভার দিলে প্রশংসাটা তাহারই ভাগ্যে জুটিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "তোমার কথার আঠার আনা ছুট বাদ দিতে হয়, এজন্য ও কথা বিশ্বাস করা কঠিন; যাহা বলিলে তাহা কি সত্য?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, সম্পূর্ণ সত্য। কর্ত্তাই আমাকে আপনার নিকট ফোন করিতে বলিলেন।—কাযটা জরুরী কি না।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "আমার পক্ষে সুসংবাদ বটে; অসাধারণ কিছু না ঘটিলে মিঃ ব্লেক আমাকে তাড়াতাড়ি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে অনুরোধ করিতেন না। আমি যত শীঘ্র পারি ওখানে যাইতেছি। যায়গাটা কোথায়?"

স্মিথ বলিল, "উইম্‌বল্‌ডনের প্রান্তর।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছ; কিন্তু সে ত ছোট-খাট মাঠ নয়, তুমি কি বলিতে চাও আমি তোমাদের সন্ধানে সারাদিনই সেই মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইব? সেই মাঠ পিকাডেলি-সার্কাস অপেক্ষাও বড় যায়গা, তাহা কি তোমার জানা নাই?"

সেই প্রান্তরের কোন্ অংশে মৃতদেহটি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল তাহা স্মিথ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড অবিলম্বে সেখানে গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মৃতদেহটি কাহার—সে কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না; স্মিথও ইচ্ছা করিয়াই তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল না। ওয়াল্‌ডোর মৃতদেহ দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টরের চোখ মুখের কিরূপ ভঙ্গি হয় তাহা দেখিবার জন্য স্মিথের আগ্রহ হইয়াছিল।

অতঃপর স্মিথ বীটের কন্‌ষ্টেবলের সন্ধানে বাহির হইয়া কিছু দূরেই তাহাকে দেখিতে পাইল; সেই কন্‌ষ্টেবলও সেই টেলিফোনে থানায় কি একটা সংবাদ পাঠাইয়া তাহার ঘাটীতে ফিরিয়া যাইতেছিল। স্মিথ দেখিল সে তখন পথের মোড়ে দাঁড়াইয়া ভাসা দৃষ্টিতে মাঠের দিকে চাহিতেছিল—যেন সে দিবা-স্বপ্নে অভিভূত! (in dreamy pre-occupation.)

স্মিথ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "চল হে পাহারাওয়ালা সাহেব! তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

কন্‌ষ্টেবল সবিস্ময়ে বলিল, "কাহাকে যাইতে হইবে? আমাকে!—কাহার হুকুমে আমাকে যাইতে হইবে? কোথায়, কেন?"

স্মিথ বলিল, "কাহার হুকুমে তাহা পরে জানিতে পারিবে। মাঠের ঐ ধারে একটা মৃতদেহ পড়িয়া আছে, তুমি তাহার কোন সন্ধান লইবে না?"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "মৃতদেহ! সে কি?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, বজ্রাঘাতে একটা লোক মারা গিয়াছে।"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "বজ্রাঘাতে? তবু ভাল! এ আর নূতন কথা কি? কাল যে রকম জল ঝড় বজ্রাঘাত হইয়াছিল, পথে ঘাটে কত লোক মারা গিয়াছে, কেবল ঐ একটি না কি? বাপ্‌রে বাপ্‌! এ রকম ঝড় জল বহুকাল দেখি নাই। মেঘের কি ডাক! আমিও যে বজ্রাঘাতে মরি নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "তুমি মরিলে যে সাম্রাজ্যের একটা খুঁটি ভাঙ্গিয়া যাইত। তোমরা যে বৃটীশ সাম্রাজ্যের খুঁটি!"

স্মিথের কথায় পাহারাওয়ালা আত্মপ্রসাদ পূর্ণ হইয়া গোঁফে তা দিয়া বলিল, "হাঁ, এ খুব খাঁটি কথা, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে মজা মারিতেছ না ত?"

স্মিথ বলিল, "কে মজা মারিতেছে? আমি! বৃটীশ সাম্রাজ্যের খুঁটির সঙ্গে? বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে যাইলেই দেখিতে পাইবে। মিঃ রবার্ট ব্লেক আমাদের কর্ত্তা। তিনি এখন সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডও এই সংবাদ শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিতেছেন!"

কন্‌ষ্টেবলের সংশয় মুহূর্ত্ত মধ্যে অপসারিত হইল; সে সোৎসাহে বলিল, "তবে কি আপনি মিঃ স্মিথ?"

স্মিথ বলিল, "তুমি ঠিক বলিয়াছ কন্‌ষ্টেবল সাহেব!"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "আপনি আমাকে ডাকিতে আসিয়াছেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্য! আমি আপনার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত; পাশের ঘাটে যে কন্‌ষ্টেবল পাহারায় আছে, সে আমার কাজের ভার লইতে পারিবে। মিঃ ব্লেক ও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে একযোগে কায করিবার সুযোগ আমি জীবনে কখন লাভ করি নাই।"

কনষ্টেবল স্মিথের সহিত দ্রুতপদে মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক কনষ্টেবলকে সেই স্থানের পাহারায় রাখিয়া বলিলেন, "তোমার উপরওয়ালা ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড শীঘ্রই এখানে আসিবেন; তিনি আসিলে তাঁহার আদেশ পালন করিও। তিনি যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ তুমি এখানে পাহারায় থাক। পথিকেরা এখনও এই দুর্ঘটনার সংবাদ জানিতে পারে নাই, এজন্য শীঘ্র এখানে লোকের ভীড় হইবার সম্ভাবনা নাই।"

কনষ্টেবল বলিল, "আমি এখানে ভীড় জমিতে দিব না হুজুর! লোকজন এ দিকে আসিলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিব।"

কনষ্টেবল মৃতদেহের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া অন্য দিকে চলিলেন।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া আর কিছু জানিতে পারিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক টাই-পিনের কথা বলিলেন, তাহার পর মাটীর উপর একটি দাগের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "মৃতদেহটি কি ভাবে টানিয়া আনা হইয়াছিল তাহার চিহ্ন ঐ দেখিতে পাইতেছ। এই ব্যাপার এরূপ জটিলতাবিহীন যে, সহজে ইহার উপর নির্ভর করিতে প্রবৃত্তি হয় না; মনে হয় যেন ইহার মধ্যে কোন রকম চালাকি আছে। কার্ণ কি এতই নির্ব্বোধ যে, নরহত্যা করিয়া ধরা পড়িবার চিহ্নগুলি বিলুপ্ত করিবার জন্য কোন চেষ্টা করিল না? নদীর বালুকাপূর্ণ তীর দিয়া বস্তা টানিয়া লইয়া যাওয়ার পর তাহার চিহ্ন যেরূপ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এই চিহ্নও সেইরূপ সুস্পষ্ট।"

স্মিথ সেই চিহ্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সত্যই ত! কিন্তু আমার বিশ্বাস, কার্ণ এই হত্যাকাণ্ডের পর আতঙ্কে বিহ্বল হইয়াছিল; কি করা উচিত ছিল সেদিকে তাহার খেয়াল ছিল না। সে তখন কেবল এই এক কথাই ভাবিতেছিল—মৃতদেহটা কি উপায়ে দূরে ফেলিয়া আসিবে। আপনি এখন কি করিবেন কর্ত্তা? খানাতল্লাসী করিতে প্রথমেই কি তাহার বাড়ীতে যাইবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আমরা ত তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করিতে পারি না স্মিথ! আমাদের কাছে সেরূপ ওয়ারেণ্ট নাই, তবে কোন্ অধিকারে তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করিতে যাইব? এজন্য আমাদিগকে লেনার্ডের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, কার্ণের টাই-পিনটাই তাহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ; এই হত্যাকাণ্ডের সহিত তাহার সংস্রব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ওয়াল্‌ডো যদি বজ্রাঘাতেই প্রাণত্যাগ করিত তাহা হইলে কার্ণের টাই-পিন কি তাহার পোষাকের ভাঁজের ভিতর পাওয়া যাইত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এই প্রমাণ অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু আমরা যে প্রকৃত অপরাধীকেই সন্দেহ করিয়াছি—একথাও জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না। লেনার্ড শীঘ্র আসিয়া পড়িলে কতকটা নিশ্চিত হইতে পারি। কার্ণের ঘরের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে।"

চীফ্ ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড প্রায় কুড়ি মিনিট পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; তাঁহাকে বলিলেন, "লেনার্ড, তুমি আসিতে পারিয়াছ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। লোকটা রহস্যজনক ভাবে নিহত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এজন্য শীঘ্র তদন্ত আরম্ভ করিতে পারিলে সুফল লাভের আশা আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "স্মিথ বলিতেছিল—আপনারা এখানে একটি মৃতদেহ আবিষ্কার করিয়াছেন; বজ্রাঘাতে লোকটার মৃত্যু হইলেও আপনি না কি হত্যাকাণ্ড বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন! লোকটার মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ না থাকিলে আপনি আমাকে অনর্থক এখানে টানিয়া আনিতেন —ইহা আমি—"

স্মিথ বলিল, "লোকটা কে জানেন?—ওয়াল্‌ডো বেচারা এই ভাবে মারা গিয়াছে!"

ইন্‌স্পেক্টর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "স্মিথ বলিতেছে কি? ওয়াল্‌ডো মারা গিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিলেন না। স্মিথ বলিল, হাঁ ওয়ালডোরই মৃতদেহ; সম্ভবতঃ কেহ তাহাকে হত্যা করিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিলেন, "ওয়াল্‌ডো খুন হইয়াছে? অদ্ভুত বটে!"—তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন। মিঃ ব্লেকের মুখ দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন—স্মিথ তাহার সঙ্গে চালাকী করে নাই। মিঃ ব্লেকের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মৌনভাব স্মিথের উক্তির সমর্থন করিতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বিচলিত স্বরে বলিলেন, "এই সংবাদে আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম! ওয়াল্‌ডো এ ভাবে মারা যাইবে—ইহা যে স্বপ্নেরও অগোচর। কি ক্ষোভের বিষয়! আমরা তাহাকে অজেয় মনে করিতাম।"

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "মৃতদেহটি আগে তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড মৃত ব্যক্তির আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, ব্যাপার কি? আপনি কি মৃতদেহ সনাক্ত করিতে পারেন নাই? আপনি মন খুলিয়া কোন কথাই বলিলেন না, সঙ্ক্ষেপে যে দুই একটি কথা বলিলেন তাহা শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে—ইহা যে ওয়াল্‌ডোরই মৃতদেহ এ সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—তাহারই উপর নির্ভর করিয়া যতদূর সনাক্ত করা যাইতে পারে তাহাই করা হইয়াছে; বিশেষতঃ উহার পকেটে যে সকল সামগ্রী পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায়—এ লোক ওয়ালডো ভিন্ন অন্য কেহ নহে।"

মৃত ব্যক্তির পকেটে যাহা যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহা সমস্তই মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের হাতে দিলেন, তিনি টাই-পিনটি কোথায় কি ভাবে পাইয়াছিলেন তাহাও তাঁহাকে বলিলেন। টাই-পিনটি সাইমন কার্ণের সম্পত্তি

এবং তাহাকে তিনি তাহা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন, এ কথাও অসঙ্কোচে প্রকাশ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড টাই-পিনটি পরীক্ষা করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "বজ্রাঘাতে মৃত্যুর যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—তাহা আপনি বিশ্বাস করেন নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সকল কথাই আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। বিজলি-ঝলকে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এই অনুমান সত্য হইতে পারে, মিথ্যা হওয়াও অসম্ভব নহে। একটু ভাল করিয়া তদন্ত না করিয়া আমি এ সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করি না; তবে যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে —তাহার উপর নির্ভর করিয়া অসঙ্কোচে বলিতে পারি ইহা ওয়াল্‌ডোর মৃতদেহ।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড আরও দশ মিনিটকাল পরীক্ষার পর বলিলেন, "হাঁ, মৃত ব্যক্তি ওয়াল্‌ডো ভিন্ন অন্য কেহ নহে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। কার্ণের অপরাধ সম্বন্ধে আপনার যে ধারণা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সর্ব্ব প্রথমে তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করাই কর্ত্তব্য মনে করিতেছি; তবে সে পূর্ব্বেই চম্পট দান করিয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না। আমার বিশ্বাস বজ্রাঘাতে ওয়াল্‌ডোর মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া, তাহার মৃত্যুর কথা লইয়া কোন রকম সোরগোল হইবে না—কার্ণের এইরূপ ধারণা থাকায় তাড়াতাড়ি তাহার পলায়ন করিতে আগ্রহ হইবে না।"

বস্তুতঃ ওয়াল্‌ডোর এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড আন্তরিক কষ্ট অনুভব করিলেন। ওয়াল্‌ডোর অনেক দোষ থাকিলেও তিনি তাহার বিবিধ সদ্‌গুণের পক্ষপাতী ছিলেন, এজন্য তাহার এইরূপ শোচনীয় অপমৃত্যুতে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। তাহার কোন অবৈধ কার্য্যের প্রমাণ পাইলে তিনি তাহাকে জেলে পুরিতে পারিলে আনন্দিত হইতেন, কিন্তু তাহার এইরূপ মৃত্যু অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বলিয়াই তাঁহার মনে হইল।

তাঁহারা কনষ্টেবলটিকে মৃতদেহের পাহারায় রাখিয়া সেই প্রান্তর ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা প্রান্তরের প্রান্তে উপস্থিত হইলে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "আমি ওয়াল্‌ডোর এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে সত্যই মর্ম্মাহত হইয়াছি মিঃ ব্লেক! এই ব্যাপারে বিচলিত হইবারই কথা। ওয়াল্‌ডো এই ভাবে মৃত্যুকে বরণ করিবে ইহা যেন তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবে কথা এই যে, অত্যন্ত বিবেচক ও দূরদর্শী ব্যক্তিরও সময়ে সময়ে সংঘাতিক ভ্রম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ওয়াল্‌ডোর মত লোক যখন কোন ভুল করিয়া বসে তখন তাহার ফল এইরূপ সাংঘাতিক হওয়া বিচিত্র নহে।"

তখন বেলা নয়টার অধিক হয় নাই। সাইমন কার্ণের প্রাসাদোপম বিশাল বাস-ভবন সেই প্রান্তরের অদূরে অবস্থিত। তাঁহারা যখন সেই অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইলেন তখন সেই অট্টালিকার অধিবাসীরা সবে মাত্র জাগিয়াছিল। বড়লোকের খেয়াল! বেলা নয়টার সময় গৃহবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছিল দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বিস্মিত হইলেন না।

সাইমন কার্ণ সেই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের প্রান্তে বিশাল সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিল; তাহা দেখিলে রাজবাড়ী বলিয়া ভ্রম হইত। সেই অট্টালিকা আধুনিক রুচি অনুসারে নির্ম্মিত, তাহাতে শিল্পচাতুর্য্যেরও অভাব ছিল না; সুপ্রশস্ত ভূমিখণ্ডের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত। অট্টালিকার সম্মুখে শ্যামলতৃণরাজি-শোভিত ক্রীড়া-ক্ষেত্র, নানা জাতীয় দুর্লভ কুসুমপূর্ণ পুষ্পোদ্যান; বেড়াগুলি সুদৃশ্য। সমগ্র দৃশ্যটি চিত্রবৎ মনোহর; অট্টালিকার অধিস্বামীর বিপুল অর্থ-গৌরবের নিদর্শন।

মৃতদেহ মাটীর উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়ায় মাটীতে যে দাগ পড়িয়াছিল তাহা সেই প্রান্তর হইতে কার্ণের বাড়ী পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড এরূপ নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কার্ণের গৃহদ্বার পর্য্যন্ত সেই চিহ্নের অনুসরণ করা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন তিনি কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতে

কুণ্ঠিত হইলেন না। গ্রেপ্তারীর পরোয়ানা না লইয়া, কার্ণের মত মহাধনাঢ্য প্রতিষ্ঠাপন্ন ও সম্মানিত নাগরিককে গ্রেপ্তার করিতে যাওয়া অত্যন্ত সাহসের কার্য্য, ইহার দায়িত্বও অল্প নহে; কিন্তু চীফ্-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের সাহস অসাধারণ, নিজের শক্তিতেও তাঁহার গভীর বিশ্বাস। অন্য কোন ইন্‌স্পেক্টর নিজের দায়িত্বে এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন না।

তিনি বলিলেন, "একটা কায করাই প্রয়োজন মনে হইতেছে। আমরা কার্ণের বাড়ীর সম্মুখস্থ বাগানে ঐ চিহ্নের অনুসরণ করিয়া কোন ফল লাভ করিতে পারিব না; কারণ সদর দরজা দিয়া সে মৃতদেহ মাঠে টানিয়া লইয়া যায় নাই। আমরা সেখানে উপস্থিত হইলে ব্যাপার কি জানিবার জন্য অনেকেই সেখানে দলবদ্ধ হইবে, কৌতূহলের বশে আমাদিগকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবে; কার্ণও আমাদের সন্ধান পাইয়া সতর্ক হইবে। এ অবস্থায় আমরা তাহার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাগানে প্রবেশ না করিয়া গাড়ীর পথ ধরিয়া তাহার সদর দরজায় উপস্থিত হইব, তাহার পর ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া আসিব। বেটা জেল-খালাসী বদমায়েস, নানা রকম ফন্দী ফিকির করিয়া কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়াছে বলিয়া আমি তাহার খাতির করিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড সদর দরজায় ঘণ্টাধ্বনি করিলে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক দ্বার খুলিয়া দিল। দুইজন অপরিচিত লোককে সম্মুখে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি চমকিয়া উঠিল; তাঁহাদের দীর্ঘ দেহ ও গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মন আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। তাহার মুখ মলিন হইল।

স্ত্রীলোকটা ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার আগলাইয়া করিয়া দাঁড়াইল, তীব্রস্বরে বলিল, "আপনারা এখানে কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "আমরা মিঃ কার্ণের সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "মিঃ কার্ণ এখন ঘুমাইতেছেন; তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের বিলম্ব

আছে। তাঁহার সঙ্গে আপনারা কেন দেখা করিবেন? আপনারা কে? কেনই বা এখানে আসিয়াছেন?"—তাহার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগের আভাস ছিল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড স্ত্রীলোকটির বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "স্থির হও মাদাম! চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই। এখনও যদি মিঃ কার্ণের নিদ্রাভঙ্গ না হইয়া থাকে—তাহা হইলে আমার তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত করিব না। আমি তোমার নিকট একটি সংবাদ জানিতে চাই। কাল রাত্রে এই বাড়ীতে কি কোন অসাধারণ কাণ্ড ঘটিয়াছিল?"

স্ত্রীলোকটী বিহ্বল স্বরে বলিল, "আ—আমি সে কথা,—মিঃ কার্ণই, আপনাদিগকে সে কথা বলিবেন। আমি কিছুই জা-জানি না। আমি আপনাদিগকে কোন কথা ব-বলিতে পারিব না।"

ইন্‌স্পেক্টর শ্লেষ ভরে বলিলেন, "কেন ব-বলিতে পারিবে না? তুমি তা-তাহা জান বলিয়াই আমার মনে হইতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টরের কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; সে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্ব রাত্রে কার্ণের বাড়ীতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং স্ত্রীলোকটির তাহা সুবিদিত।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "তুমি আমার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিলে; তোমার নিকট আমার নাম প্রকাশ করিতে আপত্তি নাই; আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান ইন্‌স্পেক্টর, আমার নাম লেনার্ড।—ও কি? আমার নাম শুনিয়াই যে তোমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল! কি জ্বালা!—আমি বাঘ না ভালুক? আমাকে দেখিয়া তোমার ভয়ের ত কোন কারণ নাই। যদি তুমি সরলভাবে সকল কথা প্রকাশ কর—তাহা হইলে কাহারও কোন অনিষ্টের—"

স্ত্রীলোকটি ভগ্নস্বরে বলিল, "না, না, আমি কিছুই জানি না। মিঃ কার্ণের সংসারের পরিদর্শিকা। আমাকেই তাঁহার সংসারের—কি বলে—সকল কাযের ভার লইতে হইয়াছে। আপনারা জোর করিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলে কাযটা অত্যন্ত অসঙ্গত—"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "জোর জুলুমের কথা কেন বলিতেছ ? আমাদের সেরূপ দুরভিসন্ধি নাই। কাল রাত্রে এই বাড়ীতে দুই-একটি অসাধারণ কাণ্ড ঘটিয়াছিল, আমরা তাহারই তদন্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি। সে জন্য মিঃ কার্ণকে বিরক্ত করা অনাবশ্যক। তোমার কাছেই সেই সকল কথা শুনিবার আশা করিতেছি; তাহা বলিতে তোমার আপত্তি করা অনুচিত। এই দুইজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, উঁহারা আমারই দলের লোক। উঁহাদের সাক্ষাতে তুমি সকল কথা অনায়াসেই বলিতে পার।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বহুদর্শী কর্ম্মচারী, মানব-চরিত্রে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, এবং কাহার সহিত কখন কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। যদি সহজে কার্য্যোদ্ধার হয়—তাহা হইলে তিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রয়োজন হইলে তিনি কঠোর ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু হঠাৎ কখন গরম হইতেন না; তবে সহজে বা মিষ্ট কথায় কার্য্যোদ্ধার না হইলে তিনি নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন কোমল ব্যবহারে তিনি সেই স্ত্রীলোকটির নিকট দুই একটি গুপ্ত কথা জানিতে পারিবেন, এবং তাহাতেই তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধি হইবে।

মিঃ ব্লেকও সকল কথা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহার কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল; তাঁহার মনে হইল সেই স্বর তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে। স্ত্রীলোকটিকে তিনি পূর্ব্বে না দেখিলেও তাহার কণ্ঠস্বর পূর্ব্বে শুনিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; তিনি তাহা পূর্ব্বে কিভাবে কোথায় শুনিয়াছেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল—সেই দিন প্রভাতে টেলিফোনে তিনি যে কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন, তাহার সহিত এই স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বরের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল; তবে টেলিফোনে স্বাভাবিক কণ্ঠধ্বনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় না; এই জন্য তিনি নিঃসন্দেহ হইতে না পারিলেও তাঁহার ধারণা হইল এই স্ত্রীলোকটিই তাঁহাকে প্রান্তরস্থিত মৃতদেহের সংবাদ দিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড স্ত্রীলোকটিকে কৌশলে সরাইয়া দিয়া কার্ণের সুপ্রশস্ত

হলঘরে প্রবেশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সেই কক্ষ হইতে তিনি আর একটি কক্ষ দেখিতে পাইলেন। উভয় কক্ষের ভিতর যে দ্বার ছিল তাহা উন্মুক্ত থাকায় ইনস্পেক্টর সেই কক্ষের সাজসজ্জা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহা আগন্তুক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের 'অভ্যর্থনা-কক্ষ।' সেই কক্ষের আসবাব-পত্রগুলি ধূলা নিবারণের জন্য আবরণ-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত।

স্ত্রীলোকটি যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া সংযত স্বরে বলিল, "বাড়ীর অধিকাংশ দাস দাসী কর্ত্তার পল্লীগ্রামের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। হেনলীর অদূরে কর্ত্তার সেই পল্লীভবন। এ বাড়ীতে লোকজন প্রায় কেহই নাই; কর্ত্তাও শীঘ্র সেখানে যাইবেন শুনিয়াছি। তিনি পূর্ব্বেই যাইতেন, তবে লণ্ডনে না কি তাঁহার কি জরুরী কায আছে—তাহা শেষ করিতে না পারায় তাঁহার সেখানে যাওয়া হয় নাই। তিনি সেখানে—"

ইন্স্পেক্টর মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমরা ও-সকল কথা শুনিতে আসি নাই; তুমি ও-সকল গল্প না বলিলেও ক্ষতি নাই। মিসেস্—মিসেস্—"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমার নাম বলিলেও বোধ হয় বিশেষ ক্ষতি নাই। আমার নাম মিসেস্ ফিঞ্চ।"

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "উত্তম! দেখ মিসেস্ ফিঞ্চ! তুমি ঐ সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া দুটো কাযের কথা বলিবে কি? গত রাত্রে এই বাড়ীতে কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল—তাহাই শুনিতে চাই। সে কথা প্রকাশ করিলে তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, তুমি নির্ভয়ে—"

মিসেস্ ফিঞ্চ ব্যগ্রভাবে বলিল, "কাল রাত্রে এখানে কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা ত আমি জানি না। সে এমন ভীষণ রহস্য যে, তাহার পর মিঃ কার্ণের সঙ্গে দেখা করিতেই আমার ভয় হইয়াছিল। সকালে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিলে তিনি ভয়ানক রাগ করেন, যেন তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়! এই জন্য আমি স্থির করিয়াছি—তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিবার পর যখন আমাকে তিনি ডাকিবেন—তখনই তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইব। তাহার পূর্ব্বে সেই ঘরের দিকেও যাইব না।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "বেশ তাহাই করিও; কিন্তু কাল রাত্রির ষেই ভীষণ রহস্যজনক ব্যাপার কি বল দেখি।"

মিসেস্ ফিঞ্চ অধীর স্বরে বলিল, "বার বার আমাকে ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; কিন্তু আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি তাহা জানি না। কিরূপেই বা জানব? আমি লাইব্রেরী-ঘরে গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু—কিন্তু আপনি যে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে আসিয়াছেন—ইহা আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব? আপনি সত্য পরিচয় দিয়াছেন—ইহাও জানিবার উপায় কি? এই রকম জবরদস্তী করিয়া আমার মনিবের ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আপনার কি পরোয়ানা দেখান উচিত ছিল না? আমার ইচ্ছা হইতেছে—পুলিশ ডাকিয়া আপনাদিগকে বাহির করিয়া দিই। আপনি এরকম জুলুম করিলে—"

ইন্‌স্পেক্টর ধীরস্বরে বলিলেন, "তুমি পুলিশ ডাকিয়া আনিলে দেখিতে পাইবে—তাহারা আমাকে সেলাম করিয়া আমারই আদেশের প্রতীক্ষা করিবে; তোমার হুকুমে তাহারা তাহাদের উপরওয়ালাকে চলিয়া যাইতে বলিবে না। আমি কাযের কথাটি জানিতে পারিলেই চলিয়া যাইব। তুমি জুলুমের কথা কেন বলিতেছ? আমরা ত তোমার উপর কোন জুলুম করি নাই; তোমাকে ভয়ও দেখাই নাই।—তুমি পরোয়ানার কথা বলিতেছিলে না? এ সকল ব্যাপারে আমাদের পরোয়ানা ( warrant ) আনিবার প্রয়োজন হয় না; অতএব বৃথা আক্ষেপ না করিয়া মন স্থির কর। তুমি যে লাইব্রেরী-ঘরের কথা বলিতেছিলে সেই কামরাটি কোথায়? আমি একবার সেই কামরার ভিতর ঘুরিয়া আসিব, পরোয়ানার দোহাই দিয়া তুমি তাহাতে আপত্তি না করিলেই বুদ্ধিমতীর মত কায করিবে।"

হল-ঘরের একপ্রান্তে একটি কক্ষ ছিল; মিসেস্ ফিঞ্চ ইন্‌স্পেক্টরের কথা শুনিয়া সেই কক্ষের দ্বারের দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর ব্যাকুল স্বরে বলিল, "না, না, আপনারা সেই কামরায় যাইবেন না; আমি আপনাদিগকে সেখানে লইয়া যাইতে পারিব না। মিঃ কার্ণ শয়ন-কক্ষ হইতে নীচে আসুন। তাঁহার অনুমতি লইয়া আপনারা—"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "তোমাদের সেই কর্ত্তাটির সঙ্গে পরে কিঞ্চিৎ আলাপ করা যাইবে; তুমি এখন আমাদিগকে লাইব্রেরীর কামরায় লইয়া চল মিসেস্ ফিঞ্চ! সেই কামরাটি দেখিবার জন্য আমাদের বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। ঐ ও-মুড়ার কামরাটিই লাইব্রেরী নয়?—উত্তম, এখন একটু কষ্ট করিয়া আমাদিগকে ঐ কামরায় লইয়া চল।"

মিসেস্ ফিঞ্চের কথা শুনিয়া ও তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ও মিঃ ব্লেক উভয়েরই ধারণা হইয়াছিল সে তাঁহাদের জেরায় অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিতে দিবে না—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছে। তাঁহারা বুঝিলেন—লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলে গুপ্তরহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কৃত হইতেও পারে;—এই জন্য তাঁহাদের জিদ্ বাড়িল। মিসেস্ ফিঞ্চ সেই কক্ষে তাঁহাদের যাইতে নিষেধ না করিলে তাঁহাদের মনে হয় ত কিছুমাত্র সন্দেহ হইত না।

যাহা হউক, মিসেস্ ফিঞ্চকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া তাঁহারা তাহার প্রতীক্ষা না করিয়া সেই কক্ষের প্রান্তস্থিত লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেন। মিসেস্ ফিঞ্চ তাঁহাদের কার্য্যে বাধা দিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিচলিত ভাবে তাঁহাদের অনুসরণ করিল। তাঁহাদের আশঙ্কা হইল সে চিৎকার করিয়া কার্ণকে সতর্ক করিতে পারে, কিংবা তাড়াতাড়ি কার্ণের শয়ন-কক্ষে গমন করিয়া তাহার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিতে পারে! এইজন্য ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখাই (she should be kept under their observation) কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

মিসেস্ ফিঞ্চ লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তাহাকে বলিলেন, "ওহো! তুমি কেন যে আমাদিগকে এই ঘরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছিলে তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি! তুমি ঐ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাক। স্মিথ, তুমি দরজায় পাহারায় থাক; এখন মিসেস্ ফিঞ্চের এখানে উপস্থিত থাকা উচিত।"

স্মিথ তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া লাইব্রেরীর দরজা বন্ধ করিয়া তাহাতে

পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিসেস্ ফিঞ্চ সেই কক্ষে আবদ্ধ হইয়া হতাশভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার অস্ফুট রোদন-ধ্বনিতে সেই স্তব্ধ কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় সেই কক্ষের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সেই কক্ষের সমস্ত আসবাব-পত্র বিশৃঙ্খল; চেয়ারগুলি উল্টাইয়া পড়িয়াছিল। প্রকাণ্ড মেহগ্নি-টেবিলখানা কাত হইয়া পড়িয়া ছিল। সেই কক্ষের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের ধারণা হইল সেখানে দুইজন লোকের বাহুযুদ্ধ চলিয়াছিল। একটি জানালার শার্শি চূর্ণ হইয়াছিল। দুইখানি পর্দ্দা টানিয়া ছেঁড়া; তাহা মেঝের উপর পড়িয়া ছিল। খড়খড়ি বন্ধ থাকায় কক্ষটির অন্ধকার দূর হয় নাই।

মিঃ ব্লেক যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থানে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি সেই স্থানের গালিচায় রক্তের দাগ দেখিতে পাইলেন, তাহা কাল হইয়া গিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে একবার পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের মুখ হঠাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল; কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল নেত্রে বিজয়-গর্ব্ব পরিস্ফুট হইল। তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ইহার অর্থ কি মিঃ ব্লেক? আপনি কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড অতঃপর মিসেস্ ফিঞ্চের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিসেস্ ফিঞ্চ তুমি কি এই কক্ষে অস্বাভাবিক কিছুই দেখিতে পাইতেছ না? মিঃ কার্পের লাইব্রেরী কি সাধারণতঃ এই রকম ওলট্-পালট্ অবস্থাতেই থাকে; না কাল রাত্রেই ইহার এই রকম দুরবস্থা হইয়াছিল?"

মিসেস্ ফিঞ্চ ব্যাকুল স্বরে বলিল, "আপনারা এই কুঠুরীতে আসিবেন শুনিয়া আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল। এখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল—ইহা আমি বুঝিয়াছিলাম। হাঁ, কোন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু আমার মনিবের জন্যই ভয় হইয়াছিল। তিনি এখনও দোতালায় ঘুমাইতেছেন; তিনি জানিতেও পারেন নাই যে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ঠিক জান এখনও তিনি দোতালায় আছেন?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "হাঁ জানি। এখন তিনি শয়ন-কক্ষে আছেন; এখনও বোধ হয় ঘুমাইতেছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ সকালে তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলে কি!"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "গত রাত্রে শয়ন করিবার সময় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন আজ সকালে আটটার সময় যেন তাঁহাকে জাগাইয়া দিই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ সকালে আটটার সময় তাঁহাকে জাগাইয়াছিলে কি?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "হাঁ মহাশয়।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "লাইব্রেরী-ঘরের আসবাব-পত্র ওলট্‌-পালট্‌ হইয়া গিয়াছে—এ কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলে কি!"

উত্তর হইল, "না, মহাশয়!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "এ রকম বিভ্রাটের কথা তাঁহাকে জানাইলে না কেন!"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "আমি কর্ত্তার শয়ন-কক্ষের দরজায় ধাক্কা দিয়া ঐ সকল কথা বলিতে উদ্যত হইলে তিনি আমাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম তখনও তাঁহার ঘুমের ঘোর কাটে নাই; মেজাজটাও ভারী কড়া মনে হইল। প্রত্যহ সকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত গরম হইয়া উঠে। আমি দুই-এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া ঐ কথা পুনর্ব্বার বলিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে এক তাড়ায় থামাইয়া দিলেন। এইজন্য আমাকে মুখ বন্ধ করিতে হইল। কি করিব বলুন? তিনি মনিব, আমি পরিচারিকা।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "হাঁ, তোমার এই কৈফিয়ৎ অসঙ্গত নহে, আমার বিশ্বাস কার্ণ গত রাত্রে খুব বেশী মাত্রায় মাল টানিয়াছিলেন, (drank heavily) এই জন্যই সকালেও তাঁহার নেশা কাটে নাই, কাযেই তাঁহার মেজাজও গরম ছিল। আর এক কথা—তাঁহার শয়ন-কক্ষ কোথায়?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "দোতালার শেষ মুড়ায় যে কামরা আছে—সেই কামরায় তিনি শয়ন করেন।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "তুমি অত চেঁচাইয়া কথা বলিতেছ কেন? আস্তে কথা বলিতে পার না? আমরা ত কালা নই। আর তুমি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছই বা কেন? তোমার মনিব তোমার আর্ত্তনাদ শুনিতে পান—ইহা আমাদের ইচ্ছা নহে। তুমি এখন ঐ চেয়ারে বসিয়া থাক, হইতে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিও না; খানিক পরে তোমাকে আরও গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিলেন। স্মিথ তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া পুনর্ব্বার সেই দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। মিসেস্ ম্যাঞ্চর আর কক্ষ ত্যাগ করিবার সুযোগ হইল না।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড সেই কক্ষ পরীক্ষা করিয়া একটি অনতিদীর্ঘ স্থূল লোহার গরাদে দেখিতে পাইলেন। তাহার এক প্রান্ত রক্ত-মাখা! ইন্‌স্পেক্টর সেই গরাদে হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, "লোকটাকে খুন করিবার উপকরণটি অতি সহজেই পাওয়া গেল দেখিতেছি!—বেচারীর মাথায় গরাদে ঠুকিবার সময় এই গরাদের ভিতর হইতে বুঝি বিজলি-ঝলক (the lightning flash) বাহির হইয়াছিল? এই জন্য কেবল তাহার মাথাই ফাটিল না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চুল পুড়িল, এবং সর্ব্বাঙ্গ ঝলসাইয়া গেল! মিঃ ব্লেক, বজ্রাঘাতে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও আপনি হত্যারহস্য ভেদ করিতে পারিয়াছেন, ইহা কেবল আপনার নিকটেই প্রত্যাশা করিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "না, আমি রহস্যভেদ করিতে পারিয়াছি—একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি না। মনে হইতেছে আমি বুদ্ধিমত্তার কোন পরিচয় দিতে পারি নাই। আমি আনাড়ির মত একটা অসঙ্গত সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছি!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "আনাড়ির মত অসঙ্গত সিদ্ধান্ত? —আপনার এ কথার অর্থ কি মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "অর্থ এখন থাক, আমি ভয়ানক একটা ধাঁধায় পড়িয়াছি! এখানে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা দেখিয়া ব্যাপারটা অত্যন্ত গোলমেলে বলিয়াই মনে হইতেছে।—এই কক্ষটি আরও সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই কক্ষের সকল অংশ পরীক্ষা করিতে করিতে ডেস্কের নীচে ভাঁজ করা একখানি চিঠির কাগজ দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই কাগজখানি ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে দেখাইয়া বলিলেন, "ও-খানা কি কাগজ পরীক্ষা করিয়া দেখ লেনার্ড!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তাহা তুলিয়া লইয়া কাগজখানির ভাঁজ খুলিয়া দেখিতে পাইলেন—তাহা একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র। পত্রখানি পাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন পূর্ব্বদিন রাত্রি একটার সময় সেখানে আসিবার সংবাদ জানাইবার জন্ত সেই পত্রখানি লেখা হইয়াছিল। সেই পত্রের নীচে কর্ণেল হ্যাম্‌সন অর্থাৎ ওয়াল্‌ডোর স্বাক্ষর ছিল! সুতরাং পত্রখানি পাঠ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের ধারণা হইল পূর্ব্বদিন রাত্রি একটার সময় ওয়াল্‌ডো কার্ণের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল এবং সেখানে আসিবার পূর্ব্বে এই পত্রদ্বারা কার্ণকে সেই সংবাদ জানাইয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড পত্রখানি পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেককে আগ্রহভরে বলিলেন, "ব্যাপার কি তাহা আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন মিঃ ব্লেক! ওয়াল্‌ডো কার্ণের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছিল; কার্ণকে কোন রকমে ফাঁদে ফেলিবার উদ্দেশ্রেই ( with the idea of trapping him somehow) সে এখানে আসিতে চাহিয়াছিল; হয় ত মনে করিয়াছিল এখানে আসিয়া সে কার্ণের জাল জুয়াচুরির কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবে। ওয়াল্‌ডোই যে কর্ণেল হ্যাম্‌সন ইহা কার্ণ প্রথমে বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু ওয়াল্‌ডোকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া সে তাহার চালাকি বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার পরই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহাদের উভয়ের ধস্তাধস্তিতে লাইব্রেরীর কি অবস্থা হইয়াছিল—তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান! কিন্তু ওয়াল্‌ডোকে বাহুবলে পরাস্ত করা কার্ণের অসাধ্য; সে ওয়াল্‌ডোকে কায়দা করিতে না পারিয়া, ঐ লোহার গরাদেটা ওয়াল্‌ডোর পশ্চাৎ হইতে দুই হাতে মাথার উপর তুলিয়া—বুঝিতে আর কিছু বাকি থাকিল কি?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক ভ্রূভঙ্গি করিলেন মাত্র, কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তৎক্ষণাৎ মিসেস্ ফিঞ্চের সম্মুখে গিয়া তাহাকে বলিলেন, "মিসেস্ ফিঞ্চ, তোমাকে আরও দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আশা করি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে তোমার আপত্তি হইবে না। মিঃ কার্ণের সঙ্গেও আমার কথা হইবে বটে, কিন্তু তাহার

আগে তোমারই কাছে দুই একটি কথা শুনিতে চাই।—এই লাইব্রেরী-ঘরে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে কি জান বল।"

মিসেস্ ফিঞ্চ ব্যাকুল স্বরে বলিল, "ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি আমি কিছুই জানি না! এই কামরায় যে একটা গণ্ডগোল বা হাঙ্গামা হইয়াছিল ইহা আমি আজ সকালে জানিতে পারিয়াছি, তাহার পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না। আমি অন্যান্য দিনের মতই আজ সকালে এই কামরার জানালার কাছে আসিয়া জানালা খুলিতে গিয়া এই সকল ব্যাপার দেখিতে পাইলাম।"

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "যাহা দেখিতে পাইলে সে সব কথা অন্য কাহাকেও বলিয়াছিলে কি?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "না মহাশয়, সে সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, আমাদের দাসী এলেনকেও কিছু বলি নাই; আর তাহাকে এদিকে আসিতেও দিই নাই। আমি আমার মনিবকে এ সকল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি কোনও কথা আমাকে বলিতে দিলেন না। আপনারা যখন হল-ঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ঘণ্টা নাড়িলেন, সেই সময় আমি দুর্ভাবনায় অস্থির হইয়া সেই ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম।"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি টেলিফোনে কাহাকেও কোন কথা বলিয়াছিলে?"

মিসেস্ ফিঞ্চ সভয়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি টেলিফোনে কাহাকে—"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ, টেলিফোনে কাহাকে ডাকিয়াছিলে?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বিহ্বল স্বরে বলিল, "আমি? না মহাশয়, টেলিফোনে আমি কাহাকেও ডাকি নাই। আমি পুলিশকে টেলিফোনে কোন কথা জানাইতে সাহস করি নাই; আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল। আমার ইচ্ছা ছিল সকল কথা কর্ত্তাকে বলিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিব। আমি মনে করিয়াছিলাম—হাঁ, আমার সন্দেহ হইয়াছিল—"

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "তোমার কি সন্দেহ হইয়াছিল?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "আমার মনিব মহাশয় রাত্রিকালে একটু বেশী মাত্রায় সরাপ টানেন কি না! এক এক দিন তিনি যে অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া আসেন সেই অবস্থাটাকে কেহই স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া ভুল করিবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "বে-এক্তার হইলে তাঁহার মেজাজ বুঝি ভয়ঙ্কর গরম হইয়া উঠে?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "আমার মনিবের নিন্দা করা আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না; বিশেষতঃ পুরুষ মানুষ একটু বেশী মাত্রায় সরাব টানিয়া বুদ্ধিভ্রংশ হইলে সেজন্য আক্ষেপ নিষ্ফল। আমার ধারণা হইয়াছিল তিনি মদে চুর হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন; পাগলের মত বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া এই কামরার এই রকম দুর্দ্দশা করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, তিনি নিজেও আহত হইয়াছিলেন। মেঝের গালিচার উপর ঐ রকম রক্তপাতের অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "বেঁটে খেটের মত ঐ গরাদেটা দেখিয়াছ কি?—লোহার ঐ ধুব?"

মিসেস্ ফিঞ্চ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কোন্ গরাদের কথা বলিতেছেন?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "চুলোয় যাক সে গরাদে! তুমি যাহা জানিতে তাহা সমস্তই আমাদিগকে বলিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট; কিন্তু মিসেস্ ফিঞ্চ, এ সকল কাণ্ড তুমি যত সহজ মনে করিতেছ তত সহজ নয়।—এখন আমাদিগকে তোমার মনিবের শয়ন-কক্ষে লইয়া চল। তাঁহাকে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে দিলে আমাদের কাযের অসুবিধা হইবে।"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। তিনি নীচে আসিলে আপনারা তাঁহার সম্মতি লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবেন,—ইহাই তাঁহার দস্তুর।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড মাথা নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমরা তাঁহার দস্তুরের খাতির করিতে পারিব না। তাঁহার সুযোগেরও প্রতীক্ষা করিব না। ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি আমাদের চোখে ধূলা দিবেন না ইহা কি তুমি নিঃসন্দেহে বলিতে পার? না, আমরা তাঁহার খোঁয়ারি ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই ( before he recovers

from that intoxicated stupor ) তাঁহার শয়ন-কক্ষে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব।"

ইন্‌স্পেক্টর সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে উপস্থিত হইলে স্মিথ মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, আমরা যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম এখানে আসিয়া কি ঠিক তাহাই দেখিতে পাই নাই ? প্রত্যক্ষ প্রমাণ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"না স্মিথ, আমি যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম এখানে তাহা দেখিতে পাই নাই। কার্ণের লাইব্রেরী এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখিবার আশা করি নাই ; এখানে ধস্তাধস্তির যে প্রমাণ দেখিতেছি—তাহাতে আমাকে অত্যন্ত ধাঁধায় পড়িতে হইয়াছে !"

স্মিথ বিস্মিত ভাবে বলিল, "আপনাকে ধাঁধায় পড়িতে হইয়াছে ?—কিন্তু আমরা ত এজন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলাম !"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ইহা দেখিবার জন্য আমি একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা মাঠে যে সকল প্রমাণ পাইয়াছিলাম তাহা দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ মস্তকে আঘাত পাওয়াই ওয়াল্‌ডোর মৃত্যুর কারণ।"

স্মিথ বলিল, এই অনুমান সত্য হইলে আপনার ধাঁধায় পড়িবার কি কারণ থাকিতে পারে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কারণ আছে বৈ কি ? যদি তাহার পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ মাথায় আঘাত করা হইত তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় লাইব্রেরীতে এই ধস্তাধস্তির চিহ্নগুলি কৃত্রিম ; অর্থাৎ এখানে কোন রকম ধস্তাধস্তি হয় নাই এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।" ( I'm certain of it. )

স্মিথ বলিল,"কিন্তু এখানে প্রথমে তাহাদের বিরোধ আরম্ভ হয় নাই—এ কথা কিরূপে নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"তোমার কি বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে স্মিথ ! যদি এই কামরায় ওয়াল্‌ডোর সহিত কার্ণের যুদ্ধ হইত, তাহা হইলে ওয়াল্‌ডো কি কার্ণকে চূর্ণ না করিয়াই ছাড়িত ? কার্ণ ওয়াল্‌ডোকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইত কি ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, একথা সত্য ; কার্ণ ওয়াল্‌ডোকে এখানে আক্রমণ করিলে ওয়াল্‌ডোর দুই ঘুসিতেই তাহাকে 'কুপোকাৎ' হইতে হইত, না হয় ওয়াল্‌ডো তাঁহাকে মাথার উপর তুলিয়া জানালা দিয়া দশ হাত দূরে বাগানের মধ্যে নিক্ষেপ করিত ; ওয়াল্‌ডো তাহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইত না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, ওয়াল্‌ডো পরাস্ত হইত না। তাহার সহিত যুদ্ধে কার্ণকেই বিপন্ন হইতে হইত। এখনই একবার দোতালায় কার্ণের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহার অবস্থাটা দেখিবার জন্য আমার কৌতূহল সত্যই অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এখন কি করিবে লেনার্ড!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "এখন আমাদের ত একটি মাত্র কায করিতে বাকি আছে ; মিঃ ব্লেক! সেই কাযটি কি, তাহাও কি আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে?—ওয়াল্‌ডোর মৃতদেহ মাঠে পড়িয়া আছে। তাহার স্বাক্ষরিত পত্রও আমরা এখানে দেখিতে পাইলাম ; তাহার উপর এই ঘরের ভিতর তাহার সহিত ধস্তাধস্তির অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান! এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে কার্ণের অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে কি? তাহার অপরাধ সুস্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং দোতালায় গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করাই এখন আমার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "আপনাদিগকে সঙ্গে লইতে আপত্তি? আমার! —এ কি একটা কথা? আপনি কি মনে করেন আমি একাকী তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ওয়াল্‌ডোর অবস্থা লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি? আমাকে একাকী দেখিলে সে মুক্তিলাভের জন্য অধীর হইয়া যদি আমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে আমি আত্মরক্ষা করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব—একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। তবে এতক্ষণ নেশা

কাটিয়া থাকিলে তাহাকে হয় ত কতকটা সংযত অবস্থায় দেখিতে পাইব। আপনি স্মিথকে লইয়া আমার সঙ্গে চলুন ; সে আমাদের তিন জনকে জখম করিয়া পলাইতে পারিবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ধীরে ধীরে মিসেস্ ফিঞ্চের সম্মুখে গিয়া দেখিলেন—সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। ইন্‌স্পেক্টর তাহার ঘাড় ধরিয়া একটা ঝাঁকুনী দিলেন ; সে তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া ইন্‌স্পেক্টরের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই মিসেস্ ফিঞ্চ। ও রকম কাঁপিতেছ কেন? আমরা কি বাঘ ভালুক যে—তোমাকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিব? তোমার ঐ বুড়ো হাড় চিবাইবার শক্তিই বা আমাদের কোথায়? তোমার মত ঝানু মেয়েমানুষকে খাইয়া হজম করিতে পারি এ রকম পরিপাক শক্তিও আমাদের নাই।—ও সকল কায না করিয়া এখন তোমার মনিবের সঙ্গে একবার দেখা করিব। তুমি কোন রকম গোলমাল না করিয়া আমাদের সঙ্গে চল; দোতালায় গিয়া মিঃ কার্ণের শয়ন-কক্ষটি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবে।"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "আপনাদের সাহস ত কম নয়! তিনি পোষাক করিয়া বাহিরে আসিবেন ; সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যদি আপনারা জোর করিয়া এখনই তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তিনি আপনাদিগকে শায়েস্তা না করিয়া ছাড়িবেন না। কেন তাঁহার রাগ বাড়াইবেন?—কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিলে তাঁহার ভয়ঙ্কর রাগ হয়।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "ভয়ের কথা বটে! তাঁহাকে রাগাইতে আমাদেরও আগ্রহ নাই ; কিন্তু তিনি রাগ করিবেন বলিয়া আমরা ত হাত পা গুটাইয়া নিষ্কর্ম্মার মত বসিয়া থাকিয়া, হুজুরকে পলাইবার সুবিধা করিয়া দিতে পারিব না। মিসেস্ ফিঞ্চ, তুমি এখনও সকল কথা স্পষ্ট বুঝিতে পার নাই! কাল রাত্রে কি কাণ্ড হইয়াছিল—তাহা তাঁহার নিকট জানিতে চাই ; আর তাহা জানিতে হইলে তাঁহার ঘরে গিয়া এখনই তাঁহাকে জেরা করাই সঙ্গত।

—ও কি! তুমি যে চমকিয়া উঠিলে? এখন ঘাব্‌ড়াইয়া কোন ফল নাই। আমাদিগকে তোমার মনিবের শয়ন-কক্ষটি দেখাইয়া দেও, তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না।”

মিসেস্ ফিঞ্চ অস্থির হইয়া উঠিল; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরের আদেশ অগ্রাহ্য করিতে তাহার সাহস হইল না। সে উঠিয়া লাইব্রেরীর বাহিরে চলিল। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড, মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

অতঃপর হল-ঘরের ভিতর দিয়া তাঁহারা দোতালার সুপ্রশস্ত সিঁড়িতে উঠিলেন।—দোতালার বারান্দার পাশে কক্ষ-শ্রেণী। মিসেস্ ফিঞ্চ শেষ-প্রান্তের কক্ষটির সম্মুখস্থ দ্বারের অদূরে দাঁড়াইয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে বলিল “ঐ কামরাই মিঃ কার্ণের শয়ন কক্ষ।”

মিসেস্ ফিঞ্চ আর সেখানে না দাঁড়াইয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল; তাহা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তাহার পথ আটক করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দৃঢ় স্বরে বলিলেন, “না না, এখন তোমার সরিয়া পড়িলে চলিবে না। তোমার আর একটু কায বাকি আছে। দরজায় ধাক্কা দাও; তোমার মনিব কি বলেন—তাহা আমরা শুনিতে চাই। তিনি সাড়া দিলে তুমি যেখানে খুসী যাইও; তাহার পর যাহা করিতে হয় আমরাই করিব।”

মিসেস্ ফিঞ্চ অগত্যা সেই দ্বারের কড়া ধরিয়া ঝাঁকাইতে লাগিল; কিন্তু ভিতর হইতে কার্ণের সাড়া পাইল না। তখন সে বিস্মিত ভাবে কপাটের উপর করাঘাত করিতে লাগিল, তথাপি কোন সাড়া-শব্দ নাই!

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “গতিক বড় ভাল বলিয়া মনে হইতেছে না! মিসেস্ ফিঞ্চ, তুমি সরিয়া দাঁড়াও, তোমার মনিবের ঘুমের বহরটা আমিই একবার দেখিয়া লই।”

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড দরজার সম্মুখে গিয়া দ্বারের হাতল ধরিয়া ঘুরাইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল—দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল; কিন্তু তিনি দরজায় সবেগে ধাক্কা দিতেই তাহা খুলিয়া গেল। তখন তাঁহারা সকলেই সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল। শূন্য পিঞ্জর; খাঁচার পাখী উড়িয়া গিয়াছে।'

সেই কক্ষের খাট খালি পড়িয়াছিল, শয্যাটি ওল্‌ট্-পাল্‌ট্। সেই কক্ষে কয়েকখানি টেবিল ছিল, সকলগুলিরই দেরাজ খোলা! কক্ষটির অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন গৃহস্বামী তাড়াতাড়ি পলায়ন করিবার সময় কতকগুলি জিনিস-পত্র বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে।

সেই কক্ষের এক পাশে পোষাক-কামরা, অন্য পাশে স্নানাগার। তাঁহারা সেই দুই কক্ষ পরীক্ষা করিয়াও কার্ণকে দেখিতে পাইলেন না।

সাইমন কার্ণ কখন কোন্ পথে চম্পট দান করিয়াছিল—তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না।

# ষষ্ঠ পর্ব্ব

## বিস্ময়ের উপর বিস্ময়

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিলেন।—মুহূর্ত্তপরে তিনি আত্ম সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "হুম্! লোকটা বেশ চালাকি খাটাইয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছে!—'খাঁচার পাখী ছিল—সোনার খাঁচাটিতে উড়িয়া গেল কোন্ বনে'?"—কিন্তু সেজন্য আমার দুশ্চিন্তার বিশেষ কারণ নাই। ( but it does not worry me much. ) আমরা নীচে গিয়া নীচের ঘরগুলা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি; সেখানে কার্ণের সন্ধান না পাইলে সদরে ফিরিয়া যাইব। তাহার পর তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ-ফৌজ মোটর লইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। চতুর্দ্দিকে চর্কি ঘুরিতে থাকিবে। যদি কার্ণ মনে করিয়া থাকে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইলেই পুলিশের চোখে ধূলা দিতে পারিবে—তাহা হইলে সে শীঘ্রই তাহার ভুল বুঝিতে পারিবে। আমরা তাহাকে ধরিয়া অবিলম্বে খাঁচায় পুরিতে পারিব—কিন্তু তাহা এই সোনার খাঁচা নয়, সে খাঁচা লোহার!"

মিসেস্ ফিঞ্চ দ্বারের অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল; সে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের কথা শুনিয়া বলিল, "মনিব মহাশয় ঘরে নাই? এ যে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! সকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠান; আমাকে যাহা কিছু বলিবার থাকে—তাহা বলিবার পর তিনি বাহিরে যান। ইহাই তাঁহার প্রতিদিনের দস্তুর; আজ তিনি নিয়ম লঙ্ঘন করিলেন—ইহার কারণ কি?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "আমার মনে হয় আজ সকালে তোমার মনিব দস্তুরমত কায করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, সে বাড়ীতেই আছে কি সরিয়া পড়িয়াছে—তাহার সন্ধান লইয়া একজন পাহারাওয়ালাকে এই বাড়ীর পাহারার ভার দিয়া যাইব। তাহাকে বাড়ীর পাহারায় থাকিতে

দেখিয়া তুমি ভয় পাইও না মিসেস্ ফিঞ্চ সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিবে না।"

মিসেস্ ফিঞ্চ আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিল, "পুলিশ এই বাড়ীর পাহারায় থাকিবে! আমার মনিব মিঃ কার্ণের বাড়ীতে পুলিশের পাহারা? এ যে বড়ই সৃষ্টি-ছাড়া কথা মহাশয়!"

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, "আমি একজন পাহারাওয়ালার কথা বলিয়াছি? —না, একজন নয়, দু'জন থাকিবে। একজন লাইব্রেরীতে, আর একজন হলে থাকিবে। মিসেস্ ফিঞ্চ, দুঃখের সঙ্গে তোমাকে জানাইতে হইতেছে—তোমার মনিব কার্ণ নরহত্যা করিয়াছে এরূপ সন্দেহের কারণ আছে। এইজন্য তোমাকে সতর্ক করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছি—তুমি যে সকল কথা বলিবে—তাহা ভাবিয়া-চিন্তিয়া বেশ সাবধান হইয়া—"

ইন্স্পেক্টরের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্মিথ ব্যগ্রভাবে বলিল, "দেখুন দেখুন—মিসেস্ ফিঞ্চের বুঝি --"

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড দেখিলেন—মিসেস্ ফিঞ্চের দুই চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, মুখ বিবর্ণ; মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে আর কি! স্মিথ তাহাকে ধরিতে চলিল, কিন্তু তাহাকে ধরিতে হইল না; মিসেস্ ফিঞ্চ সাম্লাইয়া বলিল, "নরহত্যা! কে নরহত্যা করিয়াছে? আমার মনিব?—আপনারা ক্ষেপিয়াছেন না কি?"

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "আমরা ক্ষেপি নাই, এখন তুমি না ক্ষেপিলেই আমরা বাঁচি! কিন্তু ভয় নাই, আদালতে তোমার মনিবের অপরাধ সপ্রমাণ না হইলে তাহার ফাঁসি হইবে না। সে টাকার মানুষ; কৌঁসিলীরা তাহার জন্য লড়িবে, তুমি ব্যস্ত হইও না।"

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড স্মিথকে মিসেস্ ফিঞ্চের পাহারায় রাখিয়া মিঃ ব্লেকের সঙ্গে সেই দোতালার বিভিন্ন কক্ষ পরীক্ষা করিয়া একতালায় আসিলেন। নীচের তালার অধিকাংশ কক্ষ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল, কেবল একটি ক্ষুদ্র কক্ষে সাইমন কার্ণের প্রাতর্ভোজনের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি রক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই কক্ষেও তাহাকে পাওয়া গেল না। সে খাদ্য দ্রব্য স্পর্শও করে নাই।

ইন্‌স্পেক্টর একটি কক্ষে একটি পরিচারিকাকে দেখিতে পাইলেন, তাহার নাম এলেন। সে সেই কক্ষে ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।—সে ইন্‌স্পেক্টরকে বলিল, তাহার মনিব দোতালা হইতে নীচে নামিয়া আসেন নাই। সে সকাল হইতে হল-ঘরে ছিল, তাহার মনিব নীচে আসিলে সে তাঁহাকে দেখিতে পাইত।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দোতালা হইতে নীচে আসিবার অন্য কোন সিঁড়ি আছে?"

এলেন বলিল, "হাঁ আছে; দোতালার পিছনে যে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি আছে—তাহা চাকর-বাকরেরাই ব্যবহার করে। আমাদের মনিব সেই সিঁড়ি দিয়া কোন দিন নামা-উঠা করেন না।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "তোমাদের মনিব কোন কারণে আজ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া থাকিবেন। মিঃ ব্লেক, আসুন আমরা একবার ও'দকটা ঘুরিয়া আসি।"

নীচে যে দিকে চাকরেরা বাস করিত—তাঁহারা সেই দিকে চলিলেন। সেই দিকে একটি সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দোতালা পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। সেই সিঁড়ি দিয়া নামিয়া একটি দরজা দিয়া খিড়কীর বাগানে যাইবার পথ ছিল। সেই পথের দুই পাশে নানা জাতীয় লতা মাচানের উপর উঠিয়া পথটিকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

এই পথের কিছু দূরে শ্যামল তৃণদলশোভিত পরিচ্ছন্ন প্রান্তর; তাহার এক প্রান্তে টেনিস্ খেলিবার মাঠ। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ও মিঃ ব্লেক সেই বাগানে প্রবেশ করিয়া একজন মালীকে কিছুদূরে দেখিতে পাইলেন। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ওহে বাপু মালী! তুমি আজ সকালে মিঃ কার্ণকে এদিকে আসিতে দেখিয়াছিলে কি?"

মালী তাহার হাতের ঝাড় ঊর্দ্ধে তুলিয়া সবিস্ময়ে তাঁহাদের উভয়ের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর বলিল, "দেখিব না কেন? এই ত খানিক আগেই তাঁহাকে দেখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খানিক আগে দেখিয়াছ ? কতক্ষণ আগে ?"

মালী বলিল, "তা মিনিট-দশেক আগে। কর্ত্তা ঐ পথ দিয়া আসিয়া বাহিরে গিয়াছেন। তাঁহার হাতে একটা ব্যাগ ছিল। তাঁহাকে এই বাগানের খিড়কীর দরজার দিকে যাইতে দেখিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড মিঃ ব্লেকের মুখে দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমরা ঠিক এই রকমই সন্দেহ করিয়াছিলাম! সে বোধ হয় শয়ন-কক্ষ হইতে আমাদের কথা-বার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছিল। মিসেস্ ফিঞ্চ যে রকম চেঁচাইতেছিল, তাহা কি তাহার কানে যায় নাই মনে করেন ? কার্ণ চাকরদের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া এই বাগানের ভিতর দিয়া চম্পট দিয়াছে। বেটা খুনে বদমায়েস, আমাদের চোখে ধুলা দিয়া কোথায় পলাইবে ?—কিন্তু ও কি ? আপনি মাথা নাড়িতেছেন যে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কার্ণকে আজ সকালে এই দিক দিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। আমি কথাটা বিশ্বাস করিতে পারি নাই।"

তিনি মালীকে বলিলেন, "তোমার মনিব আজ সকালে এই পথে বাহিরে গিয়াছেন—তুমি তাঁহাকে ঠিক দেখিতে পাইয়াছিলে ?"

মালী বলিল, "বেঠিক দেখাটা কি রকম ? আমার কপালে কি চোখ নাই ? এই দেখুন আমার চোখে ছানি পড়ে নাই।"

সে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তিনিই তোমার মনিব—একথা কি জোর করিয়া বলিতে পার ?"

মালী বলিল, "তা আর পারি না ? আমি কি আমাদের মনিবকে চিনি না ? অন্য লোককে আমাদের মনিব বলিয়া ভুল করিব—এ কি একটা কথা ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাদের মনিব এই পথে যাইবার সময় তোমাকে দেখিয়া কিছু বলিলেন ?"

মালী বলিল, "তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার দিকে তিনি মুখ ফিরাইয়াছিলেন ?"

মালী বলিল, "না মহাশয়, তিনি আমার দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই ; কিন্তু

তাঁহাকে এরূপ ব্যবহার আর কখন দেখি নাই! দেখা হইলে তিনি দুই একটা কথা না বলিয়া চলিয়া যান না। আজ বোধ হয় তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন।"

মিঃ ব্লেক আর কোন কথা না বলিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তাঁহার সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার মতলব আমি বুঝিতে পারি নাই। মনে হইতেছে আপনি কার্ণকে এখানে দেখিবার প্রত্যাশা করেন নাই, ইহার কারণ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর পরে জানিতে পারিবে লেনার্ড! এখন এইমাত্র জানিয়া রাখ—তুমি যে আশায় এখানে তদন্ত করিতে আসিয়াছ—সেই আশা পূর্ণ করিবার সম্ভাবনা নাই; তোমার মামলা চলিবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "এই সকল অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও মামলা চলিবে না? আপনি এ কি বলিতেছেন? আমি স্বীকার করি, আপনার সিদ্ধান্ত অনেক সময় নির্ভুল হইয়া থাকে; কিন্তু এখানে আমি যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি তাহার কোন মূল্য নাই, ইহা সমস্তই নিরর্থক—ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? আপনার ধারণা যাহাই হউক, আমি অবিলম্বে থানায় ফিরিয়া যাইব, এবং কার্ণকে ধরিবার জন্য চারি দিকে জাল ফেলিবার ব্যবস্থা করিব। আমি কার্ণের ঘরের টেলিফোনের সাহায্যেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিব। তাহাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।"

*　　*　　*　　*　　*

কুড়ি মিনিট পরে মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া গ্রে-প্যান্থারের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্মিথ নিরুৎসাহ চিত্তে বিমর্ষভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। সে মিঃ ব্লেককে বলিল, "আমাদের কি আর কিছুই করিবার নাই কর্ত্তা! আমার বিশ্বাস ছিল—কার্ণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপনার আগ্রহ হইবে। আপনি কষ্ট করিয়া এতদূর আসিলেন, ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকেও লইয়া আসিলেন; অথচ কিছুই না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া চলিলেন!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, লেনার্ডের উপর সকল ভার দিয়া ফিরিয়া যাইতেছি। লেনার্ড তদন্ত শেষ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে মৃতদেহ

মর্গঘরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবে, এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে লোক আনাইয়া কার্ণের বাড়ীতে পাহারা বসাইবার বন্দোবস্ত করিবে। ... অনেক কাণ্ড করিবে। সেই সকল ব্যাপার লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। চল আমরা বাড়ী ফিরিয়া উদর দেবতাকে ঠাণ্ডা করি।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত সম্বন্ধে আপনার ঠিক যেরূপ ধারণা হইয়াছে—তাহা কি আপনি সরলভাবে আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন?—আমার বিশ্বাস আপনি কোন কোন বিষয় গোপন করিয়াছেন। আমি আপনার মনের ভাব ঠিক বুঝিতে না পারিলেও আপনার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় আপনি কার্ণকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করেন নাই এবং ওয়াল্‌ডোর হত্যার জন্য কার্ণকে দায়ী করেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমার বিশ্বাস এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কার্ণ দায়ী নহে।"

স্মিথ বলিল, "তবে কি আপনার বিশ্বাস বজ্রাঘাতেই ওয়াল্‌ডোর মৃত্যু হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তাহাও আমি বিশ্বাস করি না।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "তবে আপনি কি বিশ্বাস করেন কর্ত্তা! যদি কার্ণ ওয়াল্‌ডোকে হত্যা না করিয়া থাকে, এবং ওয়াল্‌ডো যদি বজ্রাঘাতেও না মরিয়া থাকে—তাহা হইলে সে কিরূপে মরিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিরূপে মরিল?—তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন বটে; কিন্তু এ সকল সমস্যা লইয়া এখন মাথা না ঘামাইলেও কোন ক্ষতি নাই স্মিথ! আমার বিশ্বাস এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমরা কোন কোন বিস্ময়াবহ রহস্যের সন্ধান পাইব।"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আমাকে ধাঁধায় ফেলিয়া আপনি বেশ আমোদ পান!—এ বড় অন্যায়। যাহা হউক, আমার বিশ্বাস, সার রড্‌নে এখন নিরাপদ হইলেন। তাঁহার তিন শত্রুর মধ্যে কার্ণই জীবিত আছে; তিন জনের মধ্যে সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দান্ত এবং প্রবল। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের তাল সাম্‌লাইতেই

তাঁহাকে চারি দিক অন্ধকার দেখিতে হইবে। এখন সে সার রড্‌নের কোন অনিষ্টচেষ্টা করিবার অবসর পাইবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অবসর পাইলেও সে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না; কারণ সার রড্‌নে এখন সুইট্‌জর্লণ্ডে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তিনি আমারই পরামর্শে গোপনে দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্য আর কোন চিন্তা নাই; পুলিশ কার্ণকে সহজে ছাড়িবে না। এ অবস্থায় আমরা অনায়াসে তফাতে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে পারি।”

মিঃ ব্লেক আর কোন কথা না বলিয়া বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার বাড়ী ফিরিতে বেলা এগারটা বাজিল। তিনি নিঃশব্দে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেই কক্ষের ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল, “আমি আশা করিয়াছিলাম—আপনাদের বাড়ী ফিরিতে এগারটার অধিক বিলম্ব হইবে না।”—কণ্ঠস্বর মিঃ ব্লেকের ও স্মিথের সুপরিচিত।

সেই কথা শুনিয়া স্মিথ চমকিয়া উঠিয়া এক লাফে ঘরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। সে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিল। স্মিথ দেখিল, ওয়াল্‌ডো মিঃ ব্লেকের টেবিলের অদূরে একখানি চেয়ারে বসিয়া মিঃ ব্লেকেরই একটি চুরুট মুখে গুঁজিয়া প্রশান্ত ভাবে ধূম উদ্গিরণ করিতেছে!

স্মিথ উত্তেজিত স্বরে বলিল, “আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি কর্ত্তা! না ওয়াল্‌ডো মরিয়া ভূত হইয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে? ভূত কি জ্যান্ত মানুষের মত চুরুট খায়?”

মিঃ ব্লেক স্মিথের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন, “ওয়াল্‌ডো, আমি বাড়ী ফিরিয়া তোমাকে এখানে বসিয়া থাকিতে দেখিব—এরূপ আশা না করিলেও তোমাকে দেখিয়া আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই। ( I am not in the least surprised ) কিন্তু এত কাণ্ডের পর তুমি যে এ সময় আমার ঘরে আসিতে সাহস করিয়াছ—এ সাহস তোমারই উপযুক্ত ইহা আমি অস্বীকার করিব না।”

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, “হাঁ, আপনি ত জানেন কোন অসাধারণ কার্য্যে

আমার সাহসের অভাব নাই; তবে আপনার এখানে আসিতে আমাকে যে খুব বেশী সাহস প্রকাশ করিতে হইয়াছে এ কথা আমি স্বীকার করি না। আমার ধারণা ছিল—আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে এখানে আমার অভ্যর্থনার ত্রুটি হইবে না।"

স্মিথ বলিল, "তুমি ত মরিয়া গিয়াছ! মরিবার পর তুমি আশা করিয়াছিলে কর্ত্তা ভূতের আদর যত্ন করিবেন?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "না স্মিথ, আমি এখনও মরিতে পারি নাই। আমি মরিয়াছি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলে; এখন অকস্মাৎ আমাকে সশরীরে এখানে উপস্থিত দেখিয়া তুমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছ। তোমাকে নিরাশ হইতে দেখিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত, কিন্তু—"

স্মিথ ওয়াল্‌ডোর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "কাহাকে নিরাশ হইতে দেখিলে? আমাকে! তুমি বাঁচিয়া আছ দেখিয়া আমি নিরাশ হইয়াছি?—এ কথা ভূতের মুখেই শোভা পাইত! ওয়াল্‌ডো, তোমাকে জীবিত দেখিয়া আমার কি আনন্দ হইয়াছে—তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। তবে তোমাকে জীবিত দেখিয়া আমি ধাঁধায় পড়িয়াছি, এ কথা অস্বীকার করিব না। আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! উইম্‌বল্‌ডনের মাঠে যে মৃতদেহ দেখিয়া আসিলাম—তাহা যদি তোমার মৃতদেহ না হয়—তাহা হইলে সেই লোকটি কে? আমার বিশ্বাস—ও তোমারই কীর্ত্তি; তুমি কর্ত্তাকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে কি একটা বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড করিয়া বসিয়াছ।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কাহাকে? মিঃ ব্লেককে আমি প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি! উঁহার চোখে ধূলা দেওয়া সহজ নয়—তাহা কি তুমি জান না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি প্রথমে কিছুকালের জন্য প্রতারিত হইয়াছিলাম। কার্ণের মৃত্যু দৈবের বিধান হইলেও এই শোচনীয় কাণ্ডে তোমার দায়িত্ব—"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কার্ণের মৃত্যু! আপনি বলিতেছেন কি?"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "কার্ণ মরিয়াছে না কি? কখন মরিল? এ যে বড়ই [illegible] কথা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই মৃতদেহ দেখিয়া আমি প্রতারিত হই নাই স্মিথ! প্রথমে আমার ধারণা হইয়াছিল—উহা ওয়াল্‌ডোরই মৃতদেহ; তুমিও ত তাহা জান। ওয়াল্‌ডোর এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া আমি কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিলাম—"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমি মরিয়াছি ভাবিয়া আপনি ব্যথিত হইয়াছিলেন? ইহা আমার সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করিতেছি। আমার মৃত্যু-সংবাদে কেহ ব্যথিত হইতে পারে ইহা আমি বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু আপনার কথা আমি বিশ্বাস করিলাম, কারণ আপনার সহৃদয়তা এবং পতিতের প্রতি করুণা আমার অজ্ঞাত নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু পরে আমি বুঝিতে পারিলাম—এই ব্যাপারের মধ্যে অনেক চালাকী ছিল। ( there had been a lot of trickery. ) যাহা হউক, এই সকল বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি তোমার কাছে একটি সত্য কথা শুনিতে চাই। তোমার যতই দোষ থাক—আমার বিশ্বাস আমার নিকট তোমার সত্য কথা বলিবার সাহস আছে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আপনার এই বিশ্বাসের জন্য আপনি আমার ধন্যবাদের পাত্র।—এখন আপনার প্রশ্নটি কি বলুন।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি সাইমন কার্ণকে হত্যা করিয়াছ?"

ওয়াল্‌ডো ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি আমার রুচি প্রবৃত্তি জানিয়াও এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন? যাহারা নরহত্যার পক্ষপাতী, যাহাদের হাত নররক্তে কলুষিত, তাহাদিগকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি—ইহা ত আপনি জানেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে কি দৈব-দুর্ঘটনাতেই কার্ণের মৃত্যু হইয়াছে?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "সে কি সত্যই মরিয়াছে? তাহার মৃত্যু-সংবাদ আমার জানা নাই; কিরূপেই বা জানিব?" ( how should I know? )

স্মিথ বিস্ময়ভরে বলিল, "এ যে নূতন কথা শুনিতেছি! আমরা যে মৃতদেহ

দেখিয়া আসিলাম তাহা কি কার্ণের মৃতদেহ ? তাহা ওয়াল্‌ডোর মৃতদেহ ভাবিয়া আমরা কত আক্ষেপ করিলাম, চোখে জল পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সবই কি বৃথা হইল ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা কার্ণের মৃতদেহ বলিয়াই পরে আমার ধারণা হইয়াছিল। দেখ ওয়াল্‌ডো, আমার অনুমান বোধ হয় মিথ্যা নহে। তুমি কাল রাত্রে কার্ণের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলে, সেখানে কার্ণের সঙ্গে তোমার যে যুদ্ধ হইয়াছিল—সেই যুদ্ধে তুমি জয়লাভ করিয়াছিলে ; কিন্তু তুমি প্রমাণগুলি এভাবে সাজাইয়াছিলে যে, তাহা দেখিলে ধারণা হয়—তুমিই সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলে ; কার্ণ তোমাকে হত্যা করিয়াছিল। যাহা হউক, তোমার যোগাড়-যন্ত্র শেষ হইলে তুমি কার্ণের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই কক্ষেই কাল রাত্রি-বাস করিয়াছিলে।”

স্মিথ বলিল, “কর্ত্তা, আপনার এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ; এ সকল কথা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, এ জন্য নিজের উপর আমার রাগ হইতেছে।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “তোমার বুদ্ধি একটু মোটা বলিয়া এ সকল তত্ত্ব তোমার মস্তকে প্রবেশ করে নাই। কল্পনাশক্তি প্রখর না হইলে ঐ রকম দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ব্যাপারটা নিতান্ত তুচ্ছ ভাবিয়া তুমি উহা উড়াইয়া দিতে চাহিতেছ, কিন্তু সত্যই উহা তুচ্ছ নহে। তুমি এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দেও নাই ; আমার প্রশ্নে তুমি মনে আঘাত পাইয়া থাকিলে আমি দুঃখিত হইব বটে, কিন্তু—”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “আপনার প্রশ্নের কি উত্তর দিব ? আমি কার্ণকে খুন করিয়াছি কি না—ইহাই আপনার জিজ্ঞাস্য হইলে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—ও কায আমি করি নাই ; আমি কার্ণকে হত্যা করি নাই—আমার এ কথা আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা হইলে বজ্রাঘাতেই হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে ?”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “ও সকল অনুমান-সিদ্ধান্ত এখন বন্ধ করুন মিঃ ব্লেক!

এই ব্যাপারে মাথা খাটাইতে গিয়া আপনি আগাগোড়া ভুল করিয়া বসিয়া আছেন, আপনি এখনও সতর্ক না হইলে আমাকে পর্য্যন্ত ইহার সঙ্গে জড়াইবেন। ( you'ill get me mixed ) মিঃ ব্লেক, কার্ণ মারা গিয়াছে—এ কথা কি আপনি সত্যই বিশ্বাস করেন?—আমিই তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী—এই মিথ্যা ধারণা কি আপনার মত লোকের মনে স্থান পাইতে পারে? অদ্ভুত!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, কাল রাত্রে তুমি কার্ণের বাড়ীতে গিয়াছিলে, তাহার পর যেরূপেই হউক তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তুমি তাহার মৃত-দেহ অদূরবর্ত্তী মাঠে লইয়া গিয়াছিলে, এবং এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলে যে, দেখিলেই মনে হইত বজ্রাঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃতদেহটি দেখিয়া তোমার দেহ বলিয়া ভ্রম হয়—তাহারও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উহা তোমার মৃতদেহ বলিয়া সনাক্ত করিবার জন্য অধিক কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন ছিল না।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "ঐরূপ বিনাড়ম্বরে আকস্মিক মৃত্যুই আমার প্রার্থনীয়—এ কথা আমি অস্বীকার করিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার কথাগুলি আগে শেষ করিতে দাও। তুমি তোমার সঙ্কল্পানুযায়ী এই সকল কায শেষ করিয়া সেই মাঠ হইতে কার্ণের বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছিলে, এবং অবশিষ্ট রাত্রিটুকু তাহার শয়ন-কক্ষেই কাটাইয়া-ছিলে। আজ সকালে তুমি তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া খিড়কীর বাগানের পথে সরিয়া পড়িয়াছিলে; সেই সময় বাগানের মালী তোমাকে দেখিতে পাইলেও তুমি তাহাকে প্রতারিত করিয়াছিলে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিরূপে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া কার্ণ বলিয়া তাহার ভ্রম হইয়াছিল। সে তোমাকে ঠিক চিনিবার সুযোগ পায় নাই।"

ওয়াল্‌ডো অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটি ফেলিয়া দিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনাকে প্রতারিত করিব—এ ইচ্ছা আমার নাই। আপনি অনুমানে নির্ভর করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্ত করেন—তাহা অনেক সময় সত্য হয়; কিন্তু এই ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি যে ভুল করিয়াছেন—জীবনে আর কখন সেরূপ ভুল করিয়াছেন কি

না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আপনি অকূল সমুদ্রে পড়িয়া দিক্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনি যাহা অনুমান করিয়াছিলেন—তাহার সমস্তই ভুয়ো! আপনার যুক্তি অতি সুন্দর, তাহা সঙ্গত বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু আপনি গোড়াতেই গলদ করিয়া বসিয়া আছেন। হাঁ, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর গলদ!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার যুক্তির গোড়ায় গলদ!—অর্থাৎ?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "অর্থাৎ আপনার এই উপন্যাসের নায়ক—সাইমন কার্ণ এখনও মরে নাই, সে জীবিত আছে।'

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে মরে নাই? তুমি যে অতি অসম্ভব কথা বলিতেছ!"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিন্তু আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য। কার্ণ সত্যই মরে নাই। আজ সকালে তাহার বাড়ীতে কি হইয়াছিল—তাহা আমার অজ্ঞাত; আপনি যে মালীর কথা বলিলেন—সেই মালীকে আমি প্রতারিত করিয়াছি—এ কথাও সত্য নহে। কিন্তু যদি সে বলিয়া থাকে—সে তাহার মনিব কার্ণকে সেই পথে যাইতে দেখিয়াছিল—তাহা হইলে সে সত্য কথাই বলিয়াছিল। মালী আমাকে দেখে নাই, কারণ কাল রাত্রি শেষ হইবার পর আমি কার্ণের বাড়ীতে ছিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই মৃতদেহটি কাহার?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, 'কাহার—তাহাও আমার জানা নাই; মৃতব্যক্তি আমার পরিচিত নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি শপথ করিয়া বলিতে পার—তাহা কার্ণের মৃত দেহ নহে?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি তাহা কার্ণের মৃতদেহ নহে। আপনার যদি শুনিতে আগ্রহ হয় তাহা হইলে সকল কথাই আপনাকে বলিতে পারি। আর সত্য কথা বলিতে কি, সেই সকল কথা বলিবার জন্যই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। আমি কিছুকাল

পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলাম। আপনি রাগ করিবেন না, আপনার নাম করিয়াই লেনার্ডকে ডাকিয়াছিলাম; আপনিই যেন কথা বলিতেছিলেন—এই ভাবে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলাম। এমন কি, আপনার কণ্ঠস্বর জাল করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই! তাঁহার নিকট জানিতে পারিয়াছি—কার্ণ বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু সে পলায়ন করিবে—ইহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি যে ফিকির করিয়াছিলাম—তাহা বিফল হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়াই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।”

স্মিথ ওয়াল্‌ডোর ঐ সকল কথা শুনিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল; ওয়াল্‌ডোর কোন কথা সে বুঝিতে পারিল না। সে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া হতাশ ভাবে বলিল, “কর্ত্তা এ সকল কি ব্যাপার—তাহা ধারণা করা আমার অসাধ্য; আমার মাথা ঘুরিতেছে!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি বুদ্ধি খাটাইয়া কি রকম ফিকির করিয়াছিলে,—তাহা শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে ওয়াল্‌ডো! আমি তোমাকে কার্ণের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম, এজন্য আমি দুঃখিত। যে লোকটির মৃতদেহ মাঠে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি সে যে বজ্রাঘাতে মরিয়াছে—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই; তবে বজ্রাঘাতই তাহার মৃত্যুর কারণ নহে—এ কথাও আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেছি না। আমি কল্পনাবলে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম—তোমার একটি ফুৎকারে তাহা চূর্ণ হইল; কিন্তু সেজন্য আমি দুঃখিত নহি। আমি প্রকৃত ব্যাপার জানিতে চাই।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “আমরা সকলেই ভ্রমের অধীন; সুতরাং আপনার ভ্রম হইবে না—একথা আপনি জোর করিয়া বলিতে পারেন না, এবং ভ্রম বুঝিতে পারিলেও দুঃখিত হইবার কারণ নাই। আপনি সাংঘাতিক ভ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিলেন—ইহাতেই আমি খুসী হইয়াছি।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “হঁা, তোমার কথায় নির্ভর করিয়া আমি

ভ্রম স্বীকার করিলাম বটে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “আমার সকল কথা শুনিলেই আপনি তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু সাইমন কার্ণকে খুঁজিয়া বাহির করাই এখন আমার প্রধান কায—এ কথা আপনাকে প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি।

“আমার বিশ্বাস ছিল—আমি তাহাকে কায়দায় পাইয়াছি; কিন্তু সেই ধূর্ত্ত আমার চোখে ধূলা দিয়াছে! আমার বিশ্বাস পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিবে না। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের নিকট জানিতে পারিয়াছি—পুলিশ তাহার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছে; কিন্তু পরোয়ানার সাধ্য কি তাহাকে গ্রেপ্তার করে? আমাকে হত্যা করিয়াছে—এই অভিযোগেই তাহার বিরুদ্ধে পরোয়ানা বাহির হইয়াছে—এ কথা কি সত্য নহে? না, পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারিবে না; তবে আপনার সাহায্য পাইলে আমি তাহাকে ধরিতে পারি। হাঁ, আমাদের উভয়ের সমবেত চেষ্টায় তাহার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা আছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার একটা কথাও বুঝিতে পারিলাম না! তাহাকে ধরিবার জন্ত তুমি আমার সাহায্য চাহিতেছ; কিন্তু সে তোমাকে হত্যা করে নাই, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই।—এ অবস্থায় আমরা কেন তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিব? তোমাকে আমি সাহায্য করিলে কিরূপে তোমার চেষ্টা সফল হইবে? ইহা জানিবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইতে পারিব না। তোমার কি বলিবার আছে—তাহাই আগে বল শুনি।”

স্মিথ ক্ষীণস্বরে বলিল, “কর্ত্তা, আমার যে দম্ বন্ধ হইবার উপক্রম! আমি যে এই বিরাট রহস্যের অকূল সমুদ্রে পড়িয়া তলাইয়া যাইতেছি! শীঘ্র এক গাছা দড়ি-টড়ি নামাইয়া দিয়া আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা আমি এই রহস্য-সমুদ্রে এখনই ডুবিয়া মরিব!”

# সপ্তম পর্ব্ব

## প্রকৃত ঘটনার বিবরণ

স্মিথের কথা শুনিয়া রিউপার্ট ওয়াল্‌ডো হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিল, মিঃ ব্লেকের দোতালার আলিসার উপর একটা কাক বসিয়া এক চক্ষু মুদিত করিয়া—বোধ হয় মিঃ ব্লেকের পাচিকা মিসেস্ বার্ডেলের সংগৃহীত মাংসখণ্ডের ধ্যান করিতেছিল; কাকটা সেই হাসি শুনিয়া ভয়ে উড়িয়া পলাইল। সেই হাসি শুনিয়া মিসেস্ বার্ডেলও কোন বিভ্রাটের আশঙ্কায় পাকশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

ওয়াল্‌ডো হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, "আহা স্মিথ, তোমার অবস্থা দেখিয়া সত্যই আমার দুঃখ হইতেছে; মনের দুঃখ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া আমি একটু হাসিয়া ফেলিয়াছি ভাই! তুমি কিছু মনে করিও না। আমি জানি তোমার মাথায় কোন সার পদার্থ নাই, কাজেই কোন কঠিন বিষয় ধারণা করা তোমার অসাধ্য।—এজন্য—"

মিঃ ব্লেক ওয়াল্‌ডোর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "কেবল স্মিথের নয়, আমার মাথাতেও সার পদার্থের বড় অভাব, এই জন্য আমিও তোমার মনের কথা বুঝিতে পারি নাই; তোমার ফন্দি-ফিকির আমারও দুর্ব্বোধ্য। তুমি সকল কথা খুলিয়া বল, তাহা হইলে আমরা উভয়েই—অকূল সমুদ্রের কূল পাইব।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "ট্রেণ চালাইতে হইলে ইঞ্জিনে যথেষ্ট পরিমাণ বাষ্প সঞ্চয় করিতে হয়। আমাকে অনেক কথা বলিতে হইবে, গলা শুকাইয়া কাঠ হইবে, হঠাৎ বাক্‌রোধ হইতে পারে; এজন্য আগে আমার গলা ভিজাইবার ব্যবস্থা করুন। হুইস্কি-টুইস্কি কিছু আছে কি? গলা ভিজাইবার মত অল্প হইলেও চলিবে, দুই চারি বোতলের প্রয়োজন নাই।"

ওয়াল্‌ডোর ভাবভঙ্গি দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করিতে পারিলেন না যে, সে নরহত্যা করিয়া তাহার অপকার্য্যের কথা তাঁহাকে শুনাইতে আসিয়াছে। তাহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া তিনি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; স্মিথ তাঁহার আদেশের অপেক্ষা না করিয়া হুইস্কির একটা বোতল ও গ্লাস আনিয়া ওয়াল্‌ডোর সম্মুখে রাখিল। ওয়াল্‌ডো অল্প পরিমাণ হুইস্কি গলায় ঢালিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "আমি যে সকল কথা বলিব—ঔপন্যাসিকদের ভাষায় তাহার নাম সরল অনতিরঞ্জিত সত্য। ( the plain unvarnished truth. ) অর্থাৎ যাহা যাহা ঘটিয়াছে—ঠিক তাহাই আপনাদিগকে বলিব; তাহা শুনিয়া আপনি আমার ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার যাহা বলিবার আছে—বল; আমরা তাহা শুনিবার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "গত রাত্রে আমি উইম্‌বল্‌ডনের মাঠে গিয়াছিলাম; তখন রাত্রি গভীর হয় নাই। হঠাৎ মাথায় কি খেয়াল চাপিল—বেড়াইতে বেড়াইতে সেই মাঠে উপস্থিত হইলাম। আপনি বোধ হয় জানেন আমি কর্ণেল হ্যাম্‌সন এই সম্মানিত ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া হোটেল সিসিলেই বাস করিতেছি; তবে আমি নিহত হইয়াছি এই সংবাদ শীঘ্রই প্রচারিত হইবে বুঝিয়া আমি সেখানে ফিরিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করি নাই। আমি যখন মরিয়াছি তখন কি করিয়া হোটেলে ফিরিয়া যাইব?"

স্মিথ বলিল, "তুমি চেহারার কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া প্রকাশ্য ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ—ইহা সুবিবেচনার কায হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "না, ইহাতে আমার বিপদের আশঙ্কা নাই—বরং এই উপায়েই আমি এখন নিরাপদ। সকলেই যদি জানিতে পারে আমি মরিয়া গিয়াছি তাহা হইলে আমাকে দেখিয়া কেহ ওয়াল্‌ডো বলিয়া বিশ্বাস করিবে কি? কেহ আমাকে চিনিলেও সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করিবে না।

"ও কথা যাক।—এখন কাযের কথা বলি, সেই সুদখোর বদমায়েস মহাজন

ব্রেরকির মৃত্যুর পর হইতেই কার্ণের উপর নজর রাখিয়াছি। সার রড্‌নে তাঁহার যে তিন শত্রুকে বিনা-রক্তপাতে ধ্বংস করিবার জন্য আমার সহায়তাপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কার্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দমনীয়, জেদী এবং প্রবল; তাহার অর্থবলও অত্যন্ত অধিক। সার রড্‌নে তাঁহার দুই শত্রুর মৃত্যুতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, কার্ণের ভয়ে তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ও সকল পুরাতন কথা, উহা শুনিবার জন্য আমাদের আগ্রহ নাই; গতরাত্রে কি ঘটিয়াছিল তাহাই তোমার কাছে শুনিতে চাই।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কাল রাত্রে উইম্‌বল্‌ডনের মাঠে গিয়াছিলাম তাহা বলিয়াছি। ঐ মাঠের ধারেই কার্ণের বাড়ী; তাহার বাড়ীর উপর একটু নজর রাখিবার জন্যই সেই মাঠের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে যাইবার লোভ হইয়াছিল। আমার আশা ছিল ঐ ভাবে তাহার বাড়ীর কাছে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন সুযোগে তাহার বিখ্যাত লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিতে পারিব; সেখানে তাহার সিন্দুক হাতড়াইলে তাহাকে জেলে পুরিবার মত কোন গোপনীয় কাগজ-পত্র আবিষ্কার করিতে পারিব—এরূপ আশায় আমার মন উৎসাহিত হয় নাই—এ কথা কি করিয়া বলি?

"আমার ইচ্ছা ছিল তাহার জাল জুয়াচুরির প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে সেসন আদালতে আসামীর কাঠরায় তুলব—তাহার পর দশ পনের বৎসরের জন্য তাহাকে শ্রীঘরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। আমি এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে মাঠে ঘুরিতেছিলাম; সেই সময় মাথার উপর কড়-কড় শব্দে মেঘের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। ভাবিলাম, ঝড় বৃষ্টি থামিবার পর আমার কায আরম্ভ করিব।"

স্মিথ বলিল, "ঝড় বৃষ্টি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার সাধু চেষ্টা বন্ধ রাখিবার ইচ্ছা হইল কেন?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "রাত্রিকালে ঐ রকম দুর্যোগ আরম্ভ হইলে ঘুমন্ত মানুষ জাগিয়া উঠে, ইহা আমার জানা ছিল। আমি কার্ণের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া তাহার সিন্দুক হাতড়াইতাম—সেই সময় সে মেঘ-গর্জ্জনে জাগিয়া উঠিয়া

সন্দেহক্রমে লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলে আমাকে দেখিতে পাইত, এবং সেই-খানেই একটা হাতাহাতির ব্যাপার আরম্ভ হইত; ইহা আমি সঙ্গত মনে করি নাই। আমার ধারণা হইয়াছিল—ঝড় বৃষ্টি শীঘ্রই থামিয়া যাইবে; এই জন্যই আমি সেই মাঠে একটা ঝোপের ভিতর বসিয়া রহিলাম। কিন্তু ঝড় বৃষ্টি বন্ধ না হইয়া ক্রমশঃ তাহা অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল। মনে হইল প্রলয় কাল উপস্থিত! প্রতি মুহূর্ত্তে মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন, বিজলির লক্‌লকে ঝলক! আমি স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত ব্যাপিয়া ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের সহস্র জিহ্বার বিকাশ মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।"

স্মিথ বলিল, "তখন বোধ হয় ঝম্-ঝম্ শব্দে বৃষ্টি হইতেছিল; সেই বৃষ্টির মধ্যেই তুমি সেখানে বসিয়া রহিলে?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমাকে ততদূর পাগল মনে করিও না। বৃষ্টি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমি সেই স্থানে বসিয়া আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলাম; তাহার পর যখন বৃষ্টি আরম্ভ হইল—ওঃ, সে কি ভয়ানক বৃষ্টি! এক একটা ফোঁটা দুয়ানীর মত মোটা! ( as large as half crowns. ) সেই বৃষ্টিধারা হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য আমার তখন আগ্রহ হইল, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা গাছের নীচে আশ্রয় লইলাম।"

স্মিথ বলিল, "গাছের নীচে! ঝড় বৃষ্টির সময় গাছের নীচে আশ্রয় লওয়া কি বিপজ্জনক নহে?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, 'তাহা আমার জানা আছে; বিশেষতঃ, সে সময় যে রকম মেঘ গর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছিল—তাহা শুনিয়া মাথা বাঁচাইতে গাছতলায় যাইলে বজ্রাঘাতে মরিতে হইবে তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু তখন সেই মাঠের ভিতর মাথা রাখিবার স্থান দেখিলাম না। আমার প্রাণের ভয় অনেকের অপেক্ষা অল্প, তাহার উপর আমি অদৃষ্টবাদী। আমার মনে হইল যদি বজ্রাঘাতে মৃত্যুই আমার অদৃষ্টে থাকে—তাহা হইলে পাতাল-ঘরে লোহার সিন্দুকের ভিতর লুকাইয়া থাকিলেও আমার প্রাণরক্ষা হইবে না। এই জন্য সেই গাছের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমার ভয় হইল না; আগে ত বৃষ্টি হইতে মাথা বাঁচাই—তাহার

পর, বজ্রাঘাতে মরিতে হয় মরিব। ঝম্‌-ঝম্‌ শব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, মুহুর্মুহু মেঘ-গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইল; আর আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুতের কি ঝলক! মনে হইল লক্ষ নাগিনী অগ্নিময় দেহে কালো মেঘের কোলে খেলিয়া বেড়াইতেছিল!—আমার এই উপমা শুনিয়া হাসিও না; কিন্তু সেই গভীর রাত্রে নির্জ্জন মাঠে দাঁড়াইয়া, আকাশব্যাপী কালো মেঘে বিজলির ঝলক দেখিয়া—ঐ রকমই আমার মনে হইয়াছিল। যেমন মুষলধারে বর্ষণ, তেমনই অবিশ্রান্ত বিদ্যুদ্বিকাশ! প্রকৃতির সেই ভীষণ সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হইলাম। সেই সুগম্ভীর মেঘগর্জ্জনে এবং অবিশ্রান্ত জলি-বিকাশে আমার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল—তাহা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। ঠিক সেই সময়ে আমি সেই মরনোন্মুখ হতভাগাটাকে অদূরে দেখিতে পাইলাম।"

স্মিথ বলিল, "কাহাকে দেখিতে পাইলে?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "সেই অল্পায়ু অপরিচিত পথিককে; আমি ত তাহাকে চিনি না—আর কি বলিয়া তাহার পরিচয় দিব? বিদ্যুতের ঝলকে দেখিলাম সে মাঠের ভিতর দিয়া আমার দিকে আসিতেছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল আতঙ্কে তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। সে সেই দিকে আসিবার সময় তাহার আশে পাশে হয় ত বজ্রাঘাত হইয়াছিল। তাহাতে তাহার শরীরে ঝাঁকুনী লাগিয়াছিল—কি না জানি না; কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মোহাচ্ছন্ন বলিয়াই মনে হইতেছিল। সে মাতালের মত টলিতে টলিতে জলার ধারে একটা ঝোপের দিকে আসিতে লাগিল।"

"তাহাকে অদূরে দেখিয়া, আমি যে গাছতলায় ছিলাম—সেই গাছতলায় তাহাকে আসিতে বলিব ভাবিলাম, কিন্তু আমার মুখ হইতে সেই কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই এ রকম একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল যাহা স্বচক্ষে না দেখিলে তাহার ভীষণতা কেহই বুঝিতে পারে না! আমি সেই এক মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলাম—বজ্রাঘাতে আমার মৃত্যু হয় ইহা বিধাতার ইচ্ছা নয়। বিজলি-ঝলকে প্রাণ বাহির হইবার আয়োজনের কোন ত্রুটি ছিল না, তথাপি মরিলাম না!

"আমার সম্মুখেই দেখিলাম—আকাশ হইতে একটা অত্যুজ্জ্বল আলোক-

প্রবাহ চক্ষুর নিমেষে নামিয়া আসিল ; তাহার তীব্রতায় আমার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল, আমার সকল ইন্দ্রিয় যেন অবসন্ন হইল ! মনে হইল একটা প্রচণ্ড ঝটিকার সোঁ-সোঁ শব্দ আমার কানে প্রবেশ করিল। তাহার পর কি ঘটিল স্মরণ নাই ; আমার সর্ব্বাঙ্গে এমন ঝাঁকুনী লাগিল—যেন আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। আমার চতুর্দ্দিকে মাটীর উপর সেই বিদ্যুতের তরঙ্গ যেন চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু দেখা যাইতেছে—বিজলি-ঝলকে তোমার সর্ব্বাঙ্গে ঝাঁকুনী লাগিলেও তুমি সে ধাক্কা সাম্‌লাইতে পারিয়াছিলে। তুমি যে কোন্ হতভাগ্য অল্পায়ু লোকটির কথা বলিতেছিলে, সেই বেচারাই মারা গেল বুঝি ?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "সেই কথাই ত বলিতেছি, অত ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন ? আগে নিজের অবস্থার কথাটা বলিয়া লই।—আমি সেই বিদ্যুতের ঝাঁকুনীতে সেই গাছের তলায় চিৎ হইয়া পড়িলাম ; মনে হইল কোন দানবের এক ফুৎকারে সেখানে ভূতলশায়ী হইলাম ! দশ মিনিট পর্য্যন্ত আমি অবসন্নভাবে পড়িয়া রহিলাম ; সেই সময়ের মধ্যে আমার হাত-পা দূরের কথা—একটি অঙ্গুলিও নড়াইবার শক্তি রহিল না ; আমার সর্ব্বাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর দেহের মত আড়ষ্ট হইল।

"কিন্তু আমার চেতনা বিলুপ্ত হইল না ; আমার মনে হইল আর আমি উঠিতে পারিব না, আমাকে এইরূপ জীবন্মৃত ভাবেই পড়িয়া থাকিতে হইবে ! আমার দেহের অসাড়তা দূর হইবে না। আমি যতবারই হাত-পা নাড়িবার চেষ্টা করিলাম ততবারই আমার আশঙ্কা হইল—আমার দেহের ভিতর হইতে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইবে ! যাহা হউক, প্রায় কুড়ি মিনিট পরে আমার দেহের সেই আড়ষ্টভাব দূর হওয়ায় আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আমার আশা হইল—এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছি। তাহার পরে আমি সাম্‌লাইয়া লইয়া ভাবিলাম—যে কাযে আসিয়াছিলাম—তাহা শেষ না করিয়াই 'হোটেল সিসিলে' ফিরিয়া যাই। প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল কি না !

"হঠাৎ মনে পড়িল—বজ্রাঘাতের পূর্ব্বে কিছু দূরে একটা আর্ত্তনাদ শুনিয়া-

পড়িলাম। পূর্ব্বে যে পথিককে আমার দিকে আসিতে দেখিয়াছিলাম—তাহাকে আর দেখিতে না পাওয়ায়, বেচারার কি হইয়াছে জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইল; বিশেষতঃ বজ্রাঘাতের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আমি তাহাকে যেস্থানে দেখিয়াছিলাম—সেই স্থানেই বজ্রাঘাত হইয়াছিল বুঝিয়া আমি ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম, তাহার পর শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই দিকে চলিলাম।

"তখন বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছিল, ঝড়ের বেগও কমিয়া গিয়াছিল; আমি কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া সম্মুখে যে লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিলাম—তাহা ভাষায় প্রকাশ করা আমার অসাধ্য; বোধ হয় তাহার প্রয়োজনও নাই, কারণ আপনারা দুইজনেই তাহা আজ দেখিয়া আসিয়াছেন। সেই হতভাগ্য পথিক বজ্রাঘাতে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, এক মুহূর্ত্তের অধিক তাহাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। আমি সেই মৃতদেহের নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহার শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলাম;—সেই সময় হঠাৎ আমার মাথায় একটি ফন্দির উদয় হইল। সে ভারী চমৎকার ফন্দি! আমার ইচ্ছা হইল লোকটার এই আকস্মিক মৃত্যু উপলক্ষে শত্রু-দমনের ব্যবস্থা করিব। আমি তাহার মৃতদেহের দিকে চাহিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাহার দেহের গঠন দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম আমার দেহের সহিত তাহার দেহের সাদৃশ্য অল্প নয়!"

স্মিথ বলিল "এতক্ষণ পরে অন্ধকারের মধ্যে আমি আলো দেখিতে পাইতেছি; তোমার মতলব বুঝিতে পারিয়াছি।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমি স্বীকার করিতেছি আমার সেই সঙ্কল্প প্রশংসনীয় নহে; বিশেষতঃ যখন আমার মনে হইল সেই হতভাগ্য পথিকের হয় ত স্ত্রী পুত্র আছে, পিতা মাতাও থাকিতে পারে—তখন ঐ লোভ সংবরণ করাই আমি সঙ্গত মনে করিলাম। লোকটার পরিচয় জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হওয়ায় আমি মৃতদেহের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার পকেট হাতড়াইতে লাগিলাম; কিন্তু পকেটে তাহার নামের কার্ড কিংবা চিঠি পত্রাদি কিছুই পাইলাম না। তাহার পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিয়া মনে হইল সে সচ্ছল অবস্থার লোক; কিন্তু কয়েকটি 'সিলিং' ভিন্ন তাহার পকেটে আর

কিছুই পাওয়া গেল না। তাহার পরিচয় জানিতে না পারায় আমার পূর্ব্ব সঙ্কল্প দৃঢ় হইল। সেই মৃতদেহের সাহায্যে কার্য্যোদ্ধারের জন্ত আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

"কাযটি যে অত্যন্ত সহজ তাহাও বুঝিতে পারিলাম। আমার পকেটে যে সকল জিনিস ছিল—তাহা তাহার পকেটে রাখিয়া দিলাম। এমন কি, আমার ঘড়ি চেন পর্য্যন্ত তাহার পকেটে রাখিলাম। বুঝিলাম সেগুলি পরীক্ষা করিলেই সেই মৃতদেহটি আমার মৃতদেহ বলিয়া সকলেরই ধারণা হইবে। মনে একটু আনন্দ হইল।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু তুমি না মরিয়াও মরিয়াছ—ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্ত কেন ব্যস্ত হইয়াছিলে? এ রকম প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্য কি?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিঞ্চিৎ আমোদ লাভ। যে সকল কাযে আমি আমোদ পাই ইহাও সেই রকম একটা কায; সুতরাং এ সুযোগ কি করিয়া ত্যাগ করি বল? কিন্তু কেবল আমোদ নয়, আমোদের সঙ্গে একটু স্বার্থ-সিদ্ধিরও আশা ছিল। আমার এই কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, লোকে জানুক আমি মরিয়াছি; কিন্তু বজ্রাঘাতে আমার মৃত্যু হইয়াছে, পুলিশের এরূপ ধারণা হইলে আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। কার্ণ আমাকে হত্যা করিয়াছে—ইহাই সপ্রমাণ করিবার ব্যবস্থা করিলাম।"

স্মিথ বলিল, "মৃতদেহ দেখিলেই ত লোকের ধারণা হইত বজ্রাঘাতেই লোকটার মৃত্যু হইয়াছে; কার্ণ হত্যাকারী—মৃতদেহ দেখিয়া এরূপ সন্দেহ হওয়া কি অসম্ভব নহে?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "সেই জন্তই ত আমাকে একটু যোগাড়-যন্ত্র করিতে হইল। মৃতদেহ মাঠের উপর দিয়া টানিয়া আনা হইয়াছে—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত একটা ভারী কাঠের গুঁড়িতে কম্বল জড়াইয়া তাহা কার্ণের বাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিলাম; আমার বিশ্বাস হইল—মিঃ ব্লেক সেই চিহ্ন দেখিয়া কার্ণকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিবেন। কাযটা নীতিবিরুদ্ধ হইলেও মৃতব্যক্তির মাথায় একটি আঘাত-চিহ্ন পরিস্ফুট করিয়া তুলিলাম।

তাহা দেখিলে মিঃ ব্লেকের ধারণা হইবে—বজ্রাঘাতই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নহে। মিঃ ব্লেক এই তদন্তে হস্তক্ষেপণ না করিলেও পুলিশ তদন্তে আসিবে এবং কার্ণকেই তাহারা সন্দেহ করিবে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। বুঝিলাম কার্ণের বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব হইবে না; তাহাকে নরহত্যার অভিযোগে দায়রা-সোপরদ্দ হইতে হইবে, এবং নরহন্তা বলিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে। আমাকে হত্যা না করিয়াও তাহার মত নরপিশাচের প্রাণদণ্ড হওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নহে?"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু এ কায করিলে সার রডনের নিকট তুমি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলে—তাহা ব্যর্থ হইত।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কেন?"

স্মিথ বলিল, "তাহার প্রাণ-দণ্ডের জন্ম তুমিই দায়ী হইতে। এইরূপ মিথ্যা অভিযোগে কার্ণের ফাঁসি হইলে—"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "তাহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত হইত। কার্ণ মেট্‌ল্যাণ্ডকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিল; সুতরাং সেই অপরাধে কার্ণের ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল। আমার এই অভিনয়-কৌশলে সুবিচারের মর্য্যাদা রক্ষা হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এক দিক হইতে দেখিলে তোমার যুক্তি অসঙ্গত মনে হয় না বটে; কিন্তু কার্ণ মেট্‌ল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছিল—ইহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কি?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আপনি কি তাহা বিশ্বাস করেন নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এইরূপই আমার বিশ্বাস।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "তবে আর আপনি ও কথা বলিতেছেন কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার মত আমারও বিশ্বাস—কার্ণই মেট্‌ল্যাণ্ডকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছে; কিন্তু আইনের নিকট আমাদের বিশ্বাসের কি কোন মূল্য আছে? তুমি আইনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে চাও; কিন্তু আমি তাহা সঙ্গত মনে করি না। যাহা হউক, তোমার কথা শেষ কর।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "অতঃপর আমি কার্ণের বাড়ী পর্য্যন্ত কোন ভারী

জিনিস টানিয়া লইয়া যাইবার মত একটা দাগ টানিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার পর তাহার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করা আমার পক্ষে তেমন কঠিন হইল না। আমি সেখানে কার্ণের সহিত আমার কল্পিত যুদ্ধের প্রমাণগুলি সুকৌশলে সাজাইয়া রাখিলাম।—আপনি মৃতব্যক্তির পরিচ্ছদের ভাঁজের ভিতর হীরার একটা টাই-পিন দেখিতে পারিয়াছিলেন কি ?

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছিলাম।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "টাই-পিনটা সনাক্ত করিতে পারিয়াছিলেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ তাহা কার্ণের টাই-পিন; উহা তাহাকে ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলাম।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কার্ণের অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্যই আমি এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম আপনি উহা দেখিলেই চিনিতে পারিবেন, এবং কল্পিত হত্যাকাণ্ডের জন্য তাহাকেই দায়ী করিবেন। আমি কার্ণের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া সেই টাই-পিনটি ডেস্কের উপর দেখিয়াছিলাম। যে সোনার সূতায় উহা আবদ্ধ থাকিত তাহা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় কার্ণ তাহা মেরামত করিতে পাঠাইবার জন্য ডেস্কের উপর রাখিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। উহা হাতে পাওয়ায় আমার বেশ সুবিধা হইল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লাইব্রেরীর মেঝের গালিচায় রক্তের দাগ দেখিয়াছিলাম।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "তাহা আমারই রক্ত। হত্যাকাণ্ড সপ্রমাণ করিবার জন্য আমাকে একটু রক্ত খরচ করিতে হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোহার গরাদেতেও রক্তের দাগ ছিল।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "সে রক্তও আমার।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে ত আহত হইতে হয় নাই, তবে রক্তপাত কিরূপে হইল ?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমার শরীর হইতে এক আধ ছটাক রক্ত বাহির করা কি খুব কঠিন কায ? আমি আমার নাকের ডগায় নখের খোঁচা দিতে

গল্-গল্ করিয়া খানিক রক্ত বাহির হইয়া আসিল। রক্তটুকুর সদ্ব্যবহার হইবে বুঝিয়া আমি প্রফুল্ল মনেই এ কায করিলাম। আমি সকল আয়োজন শেষ করিয়া তাহার ঘরের বাহির আসিলাম। আমি কার্ণের সহিত দেখা করিতে যাইব—এই মর্ম্মে যে চিঠিখানি লিখিয়া ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাও বোধ হয় পাইয়াছিলেন। তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য যৎটুকু যোগাড়-যন্ত্রের প্রয়োজন তাহার ত্রুটি করি নাই। আমার বিশ্বাস হইল মৃতদেহটা কার্ণের বাড়ী হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া মাঠে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে ইহা পুলিশ সহজেই বুঝিতে পারিবে, কার্ণের অপরাধ সম্বন্ধেও তাহারা নিঃসন্দেহ হইবে। কার্ণকে গ্রেপ্তার করিয়া দায়রা-সোপর্দ্দ করা হইবে বুঝিয়া আমি উৎসাহভরে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কার্ণকেই নরহন্তা বলিয়া গ্রেপ্তার করা হইবে—এ বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলে?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমি নগরে ফিরিলাম বটে, কিন্তু নানা চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলাম; নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের সম্ভাবনা কল্পনা করিতে লাগিলাম। মনে হইল হয় ত কোন সাধারণ পথিক মৃতদেহটি হঠাৎ দেখিতে পাইয়া বিষম হৈ-চৈ আরম্ভ করিবে, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে বহু লোকের সমাগম হইবে; আমি কার্ণের বাড়ী পর্য্যন্ত যে চিহ্নটি করিয়া রাখিয়াছি জনসাধারণের পায়ের চাপে সেই চিহ্নটি বিলুপ্ত হইবে; কার্ণ তাহার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া লাইব্রেরীর অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়া সতর্ক হইলে আমার সকল শ্রম বৃথা হইবে।—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমি পুলিশের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা সঙ্গত মনে করিলাম না।"

স্মিথ বলিল, "সুতরাং এই ভারটি কর্ত্তার ঘাড়ে চাপাইবার জন্যই তোমার আগ্রহ হইল?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "তোমার অনুমান সত্য। মিঃ ব্লেক সর্ব্বপ্রথমে এই সকল তদন্ত আরম্ভ করিলে আমার আশা পূর্ণ হইবে মনে করিয়া সকালে সাতটার সময় টেলিফোনে উঁহাকে ডাকিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে আমাকে টেলিফোনে ডাকিয়াছিলে!"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "অগত্যা। দায়ে পড়িয়াই এটুকু সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। আপনাকে এভাবে প্রতারিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। আমার গলা হইতে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর বাহির করা অসাধ্যসাধন, কিন্তু আশা করি আমি অকৃতকার্য্য হই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি কার্লের প্রধানা পরিচারিকার কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়াছিলে।—তাহার সঙ্গে কি তোমার দেখা হইয়াছিল?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, মিসেস্ ফিঞ্চের সঙ্গে আমার দুই একটি কথা হইয়াছিল। গত সপ্তাহে আমি একটা ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর দালালের ছদ্মবেশে দুইবার তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। এইজন্যই টেলিফোনে আপনার সঙ্গে আলাপ করিবার সময় আমি মিসেস্ ফিঞ্চের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিতে পারিয়াছিলাম।

"আপনি এই ব্যাপারের তদন্ত-ভার গ্রহণ করেন এজন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। কথাগুলি আমি আপনাকে যে ভাবে বলিলাম তাহা শুনিয়া আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন, কৌতূহলের অনুরোধেও উইম্‌বল্‌ডনের মাঠে মৃতদেহটি দেখিতে যাইবেন—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম—আপনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। তাহার পর পুলিশ তদন্ত-ভার গ্রহণ করিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইলে পুলিশ কখন কোন আসামীকে মুঠায় পুরিতে বিলম্ব করে না ইহা কি আমি জানি না?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ওয়াল্‌ডো, তুমি আমাকে ঠকাইয়াছিলে। আমি তোমার প্রতারণা বুঝিতে পারি নাই—একথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু তুমি কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ তাহাও আমি বুঝিতে পারি নাই।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমার কোন দুরভিসন্ধি নাই একথা আপনি অনায়াসে

বিশ্বাস করিতে পারেন। আপনার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া আপনার দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল। আমার মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়া আপনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইবেন ভাবিয়া আপনার ভ্রম দূর করিতে আসিয়াছি; বিশেষতঃ কার্ণ বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছে শুনিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইল। আপনি তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলে আমি সাধ্যানুসারে আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আমার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া সে নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া পড়িয়াছে, ইহাতে আমি বড়ই নিরুৎসাহ হইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু একটি বিষয়ে তুমি ভুল করিয়াছ ওয়াল্‌ডো! কার্ণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমার একবিন্দুও আগ্রহ নাই। তাহার কথা লইয়া আমি মাথা ঘামাইব না।"

ওয়াল্‌ডো বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "আপনার একথা কি সত্য? আমি জানি মেট্‌ল্যাণ্ডের হত্যাপরাধে তাহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য আপনার আগ্রহের অভাব ছিল না। তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য আপনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুবিচারই আপনার লক্ষ্য এবং অপরাধীকে দণ্ডিত করিবার জন্য আপনি চিরদিনই পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। আপনি কার্ণকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করিব।"

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কিন্তু একটি বিষয় আমি বুঝিতে পারি নাই। তুমি কার্ণের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া যে সকল কাণ্ড করিয়াছিলে তাহা কি সে জানিতে পারে নাই?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "না, তাহার অজ্ঞাতসারেই ঐ সকল কায করিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ সকালে আমরা যখন কার্ণের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম তখন সে তাহার শয়ন-কক্ষে ছিল। তাহার পরিচারিকা তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া কোন কোন কথা বলিতে উদ্যত হইলে কার্ণ তাহার কথা শুনিতে সম্মত হয় নাই। তাহার লাইব্রেরী কি অবস্থায় ছিল—তাহা সে জানিত

পারে নাই। তাহার বিপদের কোন আশঙ্কা ছিল—ইহাও সে বুঝিতে পারে নাই; তথাপি সে গোপনে পলায়ন করিল! ইহার কারণ কি?"

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল; "ইহার কারণ আমার অজ্ঞাত নহে; আপনাকে তাহা বলিতেছি শুনুন।—কার্ণ জানে সে বারুদের বস্তার উপর বসিয়া আছে, যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে; সুতরাং সামান্য কারণে ভয় পাইয়া পলায়ন করা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু পলাইলেই কি সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু গ্রেপ্তারের ভয়ে তাহার পলায়নের ত কোন কারণ দেখি না।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমি জীবিত আছি—এ কথা যদি আপনারা দুইজনেই গোপন রাখেন তাহা হইলে তাহার গ্রেপ্তারের আশঙ্কা আছে বৈ কি। আপনারা আমার চালাকির সংবাদ গোপন করিলে আমার হত্যার অভিযোগে পুলিশ কার্ণকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে পাঠাইবে। সেখানে তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হইবে, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে। সেই নরপশুটা এইভাবে শাস্তি পায় ইহা কি প্রার্থনীয় নহে মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি তাহার এইরূপ দণ্ডের সমর্থন করি না।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিন্তু তাহার এইরূপ দণ্ড হওয়াই উচিত।"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "যে যে অপরাধ করে নাই, সেই অভিযোগে তাহার দণ্ড হইলে সুবিচারের মর্য্যাদা-হানি হয়; আমি বিচার-বিভ্রাটের সমর্থন করিতে পারি না। এতদ্ভিন্ন, বজ্রাঘাতে যে অপরিচিত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে তাহার কথাও ভুলিলে চলিবে না। পুলিশের যদি ধারণা হয়—তুমিই সেই মৃতব্যক্তি তাহা হইলে সেই লোকটিকে সনাক্ত করিবার আশা থাকিবে না। তাহারও আত্মীয় স্বজন থাকিতে পারে—তাহারা তাহার অপমৃত্যুর কথা জানিতে না পারিলে চারি দিকে তাহার অনুসন্ধান করিবে, এবং দীর্ঘকাল তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় থাকিবে। তাহাদের ভ্রম দূর না করা অত্যন্ত অবিবেচনার কায হইবে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আপনার কথাগুলি সঙ্গত, ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই

হইবে; কিন্তু কার্ণকে দণ্ডিত করিবার সুযোগ ত্যাগ করিলে সমাজের অনিষ্ট হইবে; সে সমাজের মহাশত্রু, ইংরাজ জাতির কলঙ্ক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে অপরাধ করিয়া শাস্তি পাইলে আমি দুঃখিত হইব না; কিন্তু পুলিশ মিথ্যা ধারণার বশে তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতেছে, পুলিশের এই ভ্রম দূর করিতে হইবে। খাঁটি সত্য কথা পুলিশকে জানাইতেই হইবে।" ( the police must be informed of the absolute truth. )

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিন্তু আমি আপনাকে বিশ্বাস করিয়া গোপনে যে কথা বলিয়াছি তাহা আপনি তাহাদের নিকট প্রকাশ করিবেন? আমার গুপ্তকথার মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার গুপ্তকথা শুনিবার পূর্ব্বে আমি কি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম—ঐ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না? আমি যাহা কর্ত্তব্য মনে করিব— তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইব না; তাহাতে তোমার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইলে উপায় কি?—কার্ণের বিরুদ্ধে পুলিশের কোন অভিযোগ নাই; সুতরাং তাহাকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। আমি পুলিশকে প্রকৃত ঘটনার কথা বুঝাইয়া দিলে তাহারা কার্ণের অনুসরণে ক্ষান্ত হইবে। কার্ণেরও আতঙ্ক দূর হইবে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কার্ণ ভয়ঙ্কর পাজী লোক, তাহার মত দুর্জ্জনের উপকার করা কি সঙ্গত হইবে? পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতেছে, আপনি তাহাতে বাধা দিতে উদ্যত হইতেছেন কেন? আপনার এই অনধিকার চর্চ্চার প্রয়োজন কি? এই ব্যাপারে আপনি কি নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন না? আপনার সঙ্গে দেখা না করিলেই ভাল করিতাম। আপনার দুশ্চিন্তা দূর করিতে আসিয়া সকল কায নষ্ট করিলাম!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি না আসিলেই ভাল হইত। আমি পুলিশকে সতর্ক করিব। হয় ত ইহা আমার অনধিকারচর্চ্চা; কিন্তু কাহারও প্রতি অবিচার না হয়—চির দিন আমি এই চেষ্টাই করিয়া আসিতেছি, এক্ষেত্রে

আমি সেই চেষ্টা করিব। স্বার্থের অনুরোধেই হউক আর প্রতিহিংসা সাধনের জন্যই হউক তুমি ধর্ম্মজ্ঞান বিবেক বিসর্জ্জন করিয়াছ, আমি তাহা করিতে পারি নাই। যদি কার্ণ এই ব্যাপারে অপরাধী হইত, তাহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সত্য প্রতিপন্ন হইত—তাহা হইলে আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম; কিন্তু সে বর্ত্তমান অভিযোগে নিরপরাধ একথা আমাকে পুলিশের নিকট প্রকাশ করিতেই হইবে।”

# অষ্টম পর্ব

## ফাঁদ পাতা

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া রিউপার্ট ওয়াল্‌ডো দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার পর ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "আপনার প্রধান দোষ এই যে, (that's the worst of you) আপনি গোঁ ছাড়েন না! আমার যতই দোষ থাক, কোন কায সঙ্গত মনে হইলেও তাহা শেষ করিবার জন্য সব সময় জিদ্ করি না, সকল দিক বিবেচনা করিয়া সরিয়া দাঁড়াই। আপনার প্রতীতি হইয়াছে—কার্ণই মেট্‌ল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছিল; সে কেবল নরহন্তা নহে, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বন্ধুকে হত্যা করিয়াছিল। এই অপরাধে তাহার প্রাণ-দণ্ড হওয়াই উচিত। এ অবস্থায় আর এক জনের হত্যার অভিযোগে তাহাকে ফাঁসে ঝুলাইবার চেষ্টা করিতে দোষ কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না!"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা ত তোমার যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন; তিনি কার্ণের অনুকূলে যে কথা বলিয়াছেন—তাহা কি তুমি সঙ্গত বলিয়া স্বীকার কর না?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "সেই নরপশুর অনুকূলে একটি কথাও বলা উচিত নয়; কিন্তু মিঃ ব্লেক আপনার বিবেক ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল—এইজন্যই আপনার জিদ হইয়াছে—কার্ণ যে অপরাধ করে নাই সেই অপরাধের অভি-যোগে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার না করে আপনি তাহারই ব্যবস্থা করিবেন। সে আমাকে হত্যা করে নাই—আমার হত্যার অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা রহিত হউক; আমার তাহাতে আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু সে নরহত্যা করিয়াছে—ইহা জানিয়াও আপনি তাহার অপরাধ উপেক্ষা করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি সে অন্য কাহাকেও হত্যা করিয়া থাকে, সেজন্য তোমাকে হত্যা করিবার মিথ্যা অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা

হইবে কেন? যে লোকটি মাঠের ভিতর বজ্রাঘাতে মরিয়াছে—তাহার মৃত্যু দৈব-দুর্ঘটনার ফল, কার্ণ তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী নহে; তবে তাহার মৃত্যুর জন্য কার্ণকে হত্যাকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করা কি সঙ্গত হইতে পারে?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "চুলোয় যাক্ দৈব-দুর্ঘটনার ফল! সেই হতভাগ্য পথিকের মৃত্যুর জন্য কার্ণকে দায়ী করিতে আপত্তি থাকে—আপনি তাহাকে সেই পথিকের হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিবেন না; কিন্তু কার্ণ মেট্‌ল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছে—ইহা যদি সপ্রমাণ করিতে পারি তাহা হইলে আপনি কার্ণের প্রতিকূলে আমাকে সাহায্য করিবেন না কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, কার্ণ মেট্‌ল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছিল—যদি ইহার অকাট্য প্রমাণ দেখাইতে পার তাহা হইলে আমি তাহার প্রতিকূলে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব; কিন্তু আমার সাহায্য লাভের জন্য যদি কোন রকম চালাকি খাটাইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে—"

ওয়াল্‌ডো তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "তাহা হইলে আপনি আর আমার মুখ দর্শন করিবেন না। আমি কি এতই নির্ব্বোধ যে, আপনার সঙ্গে চালাকি করিব? আপনাকে চালাকিতে ভুলাইতে পারি—সে শক্তি আমার নাই তাহা কি আমি জানি না? আপনি ত জানেন—আমি সার রডনে ড্রামণ্ডের সঙ্গে চুক্তি করিয়াছিলাম—তাঁহার তিনটি শত্রুকেই বিধ্বস্ত করিব। তিনিও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন আমি কৃতকার্য্য হইলে আমাকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দিবেন।—আমি সার রডনের শত্রুদমনের ভার গ্রহণ করিবার পর তাঁহার দুই শত্রুর পতন হইয়াছে; মেট্‌ল্যাণ্ড ও রোরকি উভয়েই স্বর্গ লাভ করিয়াছে।

"মেট্‌ল্যাণ্ড বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিল বলিয়া পুলিশের ধারণা হইলেও আমরা জানি কার্ণই তাহাকে হত্যা করিয়াছিল; রোরকি অতি-লোভে পচা-পুকুরে নামিয়া পাঁকের ভিতর তলাইয়া গিয়াছিল, তাহা আপনি জানেন; পরে তাহার মৃতদেহ আপনিই তীরে তুলিয়াছিলেন! এখন যদি মেট্‌ল্যাণ্ডের অপরাধে কার্ণকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলাইতে পারি—তাহা হইলে আমার কায

শেষ হইবে; ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিবে। এইজন্যই কার্ণের অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তোমার মনের কথা বুঝিয়াছি; কিন্তু মেট্‌ল্যাণ্ডের হত্যাপরাধ কিরূপে কার্ণের ঘাড়ে চাপাইবে, এবং তাহার অপরাধের প্রমাণ কি উপায়ে সংগ্রহ করিবে—তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

ওয়াল্‌ডো মিঃ ব্লেকের সম্মুখে ঝুকিয়া-পড়িয়া নিম্ন স্বরে তাঁহাকে কয়েকটি কথা বলিল।—তাহার কথা শেষ হইলে সে আগ্রহ ভরে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বোধ হয় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল; তখন সে উৎসাহ ভরে পুনর্ব্বার বলিল, "আমার প্রস্তাব কি অসঙ্গত? আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন ত? আপনার লাভ—সুবিচারে আপনি সাহায্য করিতে পারিবেন; আমার লাভ—সার রড্‌নের প্রতিশ্রুত পুরস্কার। আমি সরল ভাবেই আপনাকে আমার মনের কথা বলিলাম।—কি হে মাষ্টার স্মিথ! তুমি প্যাঁচার মত মুখভঙ্গি করিয়া কি ভাবিতেছ? আমার প্রস্তাব কি তোমার মনে ধরিল না?"

স্মিথ বলিল, "আমি আর একটা কথা ভাবিতেছি; সে কথা মিনিট-দশেক আগে তুমিই বলিয়াছিলে।—তুমি কার্ণের ঘরে ঢুকিয়া যে সকল কাণ্ড করিয়াছিলে—তাহা কার্ণ জানিতে পারে নাই বলিয়াছ; তথাপি সে বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিল! কিন্তু সে ঐ ভাবে কেন পলাইল তাহা তুমি আমাদের কাছে প্রকাশ কর নাই।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হঁ, সেই কথাও বলিবার জন্য আমার এখানে আগমন; এইবার তাহা বলিব। কার্ণ কি সাধে পলাইয়াছে? কোঁত্‌কার ভয়ে সে চম্পট দিয়াছে ভায়া! কাল আমি টেলিফোনে কার্ণের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলাপ করিয়াছিলাম। সেই সময় তাহাকে বলিয়াছিলাম—সার রড্‌নে ড্রামণ্ড তাঁহার পেয়ারের খানসামাটিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার অরণ্য-ভবন ত্যাগ করিয়াছেন,—দেশত্যাগী হইয়া বহু দূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কার্ণকে সত্যই তুমি এই সকল কথা বলিয়াছ?"

ওয়াল্‌ডো উত্তেজিত স্বরে বলিল, "হাঁ, আলবৎ বলিয়াছি; ঐ কথা তাঁহাকে

বলা নিশ্চয়ই অন্যায় হয় নাই। আমি কার্ণকে বলিলাম—সার রড্‌নে তাহাকে বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, সে আর তাঁহাকে হাতে পাইবে না। আমি তাহাকে আরও বলিলাম—সার রড্‌নে আমার হাতে কোঁত্‌কা দিয়া আমাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—আমি শীঘ্রই তাহাকে ধরিয়া সেই কোঁত্‌কার সদ্ব্যবহার করিব। এক মাসের মধ্যেই তাহাকে জেলে পুরিয়া ঘানীতে জুড়িবার ব্যবস্থা করিব। টাকা খরচ করিয়া সে জেলখানার দরজা বন্ধ রাখিতে পারিবে না। তাহাকে জেলে না পুরিয়া আমি অন্য কাযে হাত দিব না।—এই সকল কথা বলিয়া আমি টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিলাম। সেই সময় তাহার মুখ দেখিতে পাইলে তাহার মনের অবস্থাটা বুঝিতে পারিতাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কার্ণকে ও সকল কথা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল?”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “তাহাকে লইয়া একটু মজা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। জানেন ত আমার কাযের দস্তুর একটু ভিন্ন রকম? কার্ণের হাড়ের ভিতর কাঁপুনি ধরাইবার জন্য আমার একটু আগ্রহ হইয়াছিল। আজ সকালে সে খামকা ঐ ভাবে পলায়ন করায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি—আমার তাড়া খাইয়া সত্যই তাহার হৃৎকম্প হইয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছি। আজ সকালে আমরা কার্ণের বাড়ীতে গিয়াছিলাম—তাহা সে জানিতে পারিয়াছিল। তুমি তাহাকে ভয় দেখাইয়াছিলে—তাহাও তাহার স্মরণ ছিল। তাহার সন্দেহ হইয়াছিল—পুলিস তাহার সন্ধানে আসিয়াছিল; হয় ত তাহার কোন দুষ্কর্ম্ম ধরা পড়িয়াছে ভাবিয়া সে পলায়ন করিয়াছিল।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “হাঁ, সেইরূপই মনে হইতেছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সার রড্‌নে দেশান্তরে গিয়াছেন, ইহা তুমি কিরূপে জানিতে পারিয়াছ?”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “সার রড্‌নে দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বদিন আমাকে ঐ বলিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন—আপনার উপদেশেই তিনি দেশান্তরে

যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিলাম ; আমার একটু আনন্দও হইল, কারণ তিনি দেশত্যাগ করিলে আমি স্বাধীনভাবে কায করিতে পারিব। কার্ণকে চূর্ণ করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিব তাহার জন্য আমাকে তাঁহার নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না—ইহা অল্প সুবিধা নহে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সার রডনে কি তোমাকে তোমার ইচ্ছামত কায করিবার ভার দিয়া গিয়াছেন ?”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “হাঁ, ভার দিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু বেশ মন খুলিয়া এই কার্য্যের ভার দিয়াছেন—একথা কি করিয়া বলি ? তিনি বলিয়া গিয়াছেন—কার্ণের সহিত যুদ্ধে আমি যেন সরল পথ ত্যাগ না করি, তাহাকে খুন না করি। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি ; কিন্তু এইরূপ অঙ্গীকার করিলেও আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করি নাই। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার না দিলেও আমি আমার আরব্ধ কায শেষ করিব। আপনি ত জানেন আমি একগুঁয়ে জানোয়ার।” ( I'm an obstinate brute. )

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সার রডনের অরণ্য-নিবাস এখন খালি পড়িয়া আছে—এ কথা তুমি কার্ণকে বলিয়াছিলে কি ?”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “হাঁ, বলিয়াছিলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কালই সে এ কথা তোমার কাছে শুনিতে পাইয়াছিল ?”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “হাঁ। আপনি কি ভাবিয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আমারও ঐরূপ সন্দেহ হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কার্ণ আজ সকালে পলায়ন করিয়াছে ; তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল—পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টায় তাহার অনুসরণ করিয়াছে। কোথায় পলায়ন করিলে নিরাপদ হওয়া যায়—তাহা কার্ণের সুবিদিত। সে ইংলণ্ড হইতে পলায়নের চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহা করিতে তাহার সাহস হয় নাই ; কারণ সে জানে—তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সকল বন্দরেই কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, "এই জন্য সে দেশের ভিতর কোনও স্থানে গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সার রডনের অরণ্য-নিবাস ভিন্ন সেরূপ নিরাপদ স্থান আর সে কোথায় পাইবে? সে তোমার কাছে শুনিয়াছে—সার রড্‌নের আশ্রম খালি পড়িয়া আছে, সার রডনে সেই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দূরদেশে প্রস্থান করিয়াছেন; এই সুযোগে কার্ণ সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে—এ কথা আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি। যে জানে সেখানে লুকাইয়া থাকিলে তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "সে কথা সত্য। গোপনে আশ্রয় গ্রহণের পক্ষে উহা অপেক্ষা নিরাপদ স্থান সে এ দেশে আর কোথায় পাইত? কার্ণ সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিলে পুলিশ সেখানে তাহাকে খুঁজিতে যাইবে না, কারণ পুলিশ মুহূর্ত্তের জন্য ঐরূপ সন্দেহ করিবে না। কার্ণ সেখানে যতদিন ইচ্ছা নিরাপদে বাস করিতে পারিবে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু কার্ণের অপরাধের প্রমাণ কোথায়? যে সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করুক, বিচারালয়ে তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন না হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা না করা সমান। (won't make much difference,) যদি নরহত্যার অভিযোগে তাহাকে আদালতে হাজির করিয়া আসামীর কাঠরায় তুলিতে হয় —তাহা হইলে তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিতে হইবে।"

ওয়াল্‌ডো নিজের বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া বলিল, "এই অধমই তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিবে; আমার মাথায় খুব জবর ফন্দি গজাইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার উর্ব্বর মস্তিষ্কে অনেক ভাল ভাল ফন্দ গজাইয়া উঠে—তাহা আমার জানা আছে। তোমার সেই জবর ফন্দিটি কি বল শুনি। লোক কাব তোমার স্বভাবসুলভ চাতুরীর ( Your characteristic trickiness) সংস্রব তাহার সংস্রব নাই।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "না, তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, আমি সরল পথেই চলিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; কিন্তু তাহার ফল অব্যর্থ। যদি আমি একাকী সে কাজ

করিতে পারিতাম—তাহা হইলে আপনার সাহায্যপ্রার্থী হইতাম না; কিন্তু দুইজনের চেষ্টা ভিন্ন কার্য্যোদ্ধারের আশা নাই। আমি চিরদিন ভাল মন্দ সকল কাযই একাকী করিয়া আসিয়াছি। চুরি-চামারি বিস্তর করিয়াছি—কিন্তু কখন কোন চোরকে দলভুক্ত করি নাই; কাহারও পরামর্শ পর্য্যন্ত গ্রহণ করি নাই। তবে এই ব্যাপারে আপনার সাহায্য গ্রহণ আমি গৌরবের বিষয় মনে করি। আমি আপনার নিকট যে সাহায্য চাহিব—আশা করি তাহাতে বঞ্চিত হইব না; আপনি প্রসন্ন মনে আমাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইবেন।"

ওয়াল্‌ডো মিঃ ব্লেককে তাহার ফন্দির কথা বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতে সে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল; তাহার মুখ প্রফুল্ল, চক্ষু উজ্জ্বল হইল। তাহার প্রস্তাব শুনিয়া মিঃ ব্লেকও অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন, তাঁহার সঙ্কোচ দূর হইল; তিনি মানসিক প্রফুল্লতা গোপনের চেষ্টা করিলেন না।

কথা শেষ করিয়া ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমার প্রস্তাবটা কি আপনি গ্রহণের অযোগ্য মনে করিতেছেন?"

স্মিথ উৎসাহ ভরে বলিল, "তোমার ফন্দিটি অতি চমৎকার ওয়াল্‌ডো! হাঁ, এ ফন্দি অব্যর্থ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ও কথা অত জোর করিয়া বলিতে না পারিলেও তোমার প্রস্তাবটি গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। আমি উহার উপযোগিতা পরীক্ষা করিতে রাজী আছি ওয়াল্‌ডো!—আমি তোমাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমার একটা প্রকাণ্ড দুশ্চিন্তা দূর হইল। আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসা সার্থক হইল মনে হইতেছে।"

ওয়াল্‌ডো উৎসাহ ভরে উঠিয়া মিঃ ব্লেকের হাত ধরিয়া কয়েকটা ঝাঁকুনী দিল। মিঃ ব্লেক ওয়াল্‌ডোর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমার একটা প্রস্তাব আছে। এই ব্যাপারে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডেরও সাহায্য লইতে হইবে। এ সকল কাযে পুলিশকে হাতে রাখা উচিত।"

ওয়াল্ডো বলিল, "বাহিরের লোকের সাহায্য না লইয়া আমরা নিজেরা কাযটা শেষ করিতে পারি না কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পারি, কিন্তু স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোন না কোন কর্ম্মচারীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হইবে। ঐ রকম এক জন লোক সাক্ষী না হইলে আমাদের শেষ রক্ষা করা কঠিন হইবে।—তুমি লেনার্ডকে ডাকা অনাবশ্যক মনে করিতে পার, কিন্তু এই ব্যাপারে তাহার উপস্থিতি অপরিহার্য্য। আমার সাহায্য লইলে তোমাকে লেনার্ডেরও সাহায্য লইতে হইবে।"

ওয়াল্ডো বলিল, "বেশ, তাহাই হইবে। আপনার পরামর্শ মূল্যবান, কোন দিন তাহা অগ্রাহ্য করি নাই, বরং অনেক বিষয়েই আপনার উপর নির্ভর করিয়াছি। আজও আমি আপত্তি করিব না; তবে আশা করি তিনি আমার পূর্ব্ব-অপরাধের জন্য খান দুই তিন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার সে সকল অপরাধ ত তামাদি হইয়া গিয়াছে; তবে আর তোমার ভয় কি ?—লেনার্ডকে এখন পাওয়া যাইবে কি না সন্ধান লইয়া দেখি।"

মিঃ ব্লেক টেলিফোনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলেন—ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তখন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে ডাকিয়া বলিলেন, "লেনার্ড, আমি তোমারই সন্ধান লইতেছিলাম। পলাতক কার্লের কোন সংবাদ পাইয়াছ কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "না, তবে জাল ফেলিয়াছি বটে; শীঘ্রই তাহাকে জালে পড়িতে হইবে—এ বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হইতে পারেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট করিতে পারিবে কি ?—তুমি এখনই একবার বেকার ষ্ট্রীটে আসিলে আনন্দিত হইব।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "কিন্তু এখন যে আমার মুহূর্ত্ত মাত্র অবসর নাই। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তথাপি তোমাকে আসিতেই হইবে; জরুরি কাযের জন্যই তোমাকে ডাকিতেছি।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "এমন কি জরুরি কায যে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওয়াল্‌ডো আমার ঘরে আসিয়া বসিয়া আছে!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কি বলিলেন? কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না. আবার বলুন ত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওয়াল্‌ডো আমার ঘরে আসিয়া বসিয়া আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কে? ওয়াল্‌ডো! সশরীরে না কি? কথাটা আপনি প্রথমবার বলিলে শুনিতে পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আপনি কি আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছেন? যে লোক মরিয়া গিয়াছে—সে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি পরিহাস করিতেছি না; ইহা কি পরিহাসের বিষয়? ওয়াল্‌ডো সত্যই এখানে আসিয়া আমার বসিবার ঘরে বসিয়া আছে। সে তোমাকে নমস্কার জানাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল। সে জীবিত আছে শুনিয়া তুমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছ?"

লেনার্ড বলিলেন, "মাঠে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া আসিলাম, আর আপনি বলিতেছেন—সে সশরীরে আপনার ঘরে বসিয়া আছে! নিজের চোখকে বিশ্বাস করিব, না কানকে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মৃতদেহ দ্বারা সে আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল। আমরা তাহার চাতুরী বুঝিতে পারি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বিচলিত স্বরে বলিলেন, "সে আমাদের সঙ্গে ধাপ্পা-বাজি করিয়াছে? আমরা কার্ণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য হুলিয়া বাহির করিয়াছি; তাহার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ আরোপিত হইয়াছে, অথচ সে যাহাকে হত্যা করিয়াছে সেই লোক জীবিত অবস্থায় আপনার ঘরে বসিয়া আছে! এ যে বড়ই ভয়ানক কথা; আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি এখানে আসিলেই সকল কথা বুঝিতে পারিবে ; আর বিলম্ব করিও না।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করিতেছি।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড দশ মিনিটের মধ্যেই উত্তেজিত ভাবে মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ওয়াল্‌ডো আগ্রহভরে তাঁহার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া বলিল, "আসুন ইন্‌স্পেক্টর, বন্ধুভাবে আজ আপনার অভ্যর্থনার সুযোগ পাইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ওয়াল্‌ডোর হাত ধরিয়া ঝাঁকুনী দিয়া বলিলেন, "আমি বন্ধুভাবে তোমাকে দেখা দিয়াছি—তোমার এরূপ অনুমানের কারণ কি?—আমার ইচ্ছা হইতেছে তোমার ঘাড়টি মোচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিই। তুমি কি মতলবে এই সকল গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছ তাহাই আমি আগে জানিতে চাই। তুমি মাঠের ভিতর মরিয়া পড়িয়া ছিলে, দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম আপদের শান্তি হইয়াছে, কিন্তু মরিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিলে না, বাঁচিয়া-উঠিয়া আবার জ্বালাইতে আসিয়াছ!"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমি ত মরিয়া পড়িয়া থাকিতেই চাহিয়াছিলাম, কিন্তু মিঃ ব্লেক আমাকে সে ভাবে থাকিতে দিলেন কি? আমি উইম্বল্‌ডনের মাঠে মৃতের অভিনয় করিয়াছিলাম, কারণ কার্ণকে ফাঁসে ঝুলাইবার জন্ম আমার আগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু সে বিপদের আশঙ্কা করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। আপনারা তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করুন, আমি এ বিষয়ে আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

অতঃপর আধ ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহাদের পরামর্শ চলিল। পরামর্শ শেষ হইলে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ওয়াল্‌ডোকে বলিলেন, "তোমার কথাগুলি অসঙ্গত না হইলেও তুমি কার্ণের ঘাড়ে যে অপরাধের বোঝা চাপাইতেছ—তাহা সত্য কি না বলা কঠিন। আমার বিশ্বাস মেট্‌ল্যাণ্ড নিজেই আত্মহত্যা করিয়াছিল। কার্ণ তাহাকে হত্যা করিয়াছিল—ইহার প্রমাণ না পাইলে আমি তাহার বিরুদ্ধে

আরোপিত অভিযোগ বিশ্বাস করিতে পারিব না। তুমি তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে পার—তাহাতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা আজ রাত্রে কোন কৌশলে কার্ণেকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইতে পারি; ইহা ভিন্ন তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। ওয়াল্‌ডোর মস্তিষ্কে যে ফন্দির উদয় হইয়াছে আমার বিশ্বাস তাহার সাহায্যে সুফল লাভ হইতেও পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড গম্ভীর ভাবে ওয়াল্‌ডোকে বলিলেন, "তুমি অসৎ পথে চলিয়া অশান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছ, মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পার না; কুকুরে তাড়া করিলে খরগোসের যে অবস্থা হয়, তোমার অবস্থাও সেইরূপ, ক্রমাগত লুকাইয়া বেড়াইতেছ। এ সকল ছাড়িয়া দিয়া সৎ পথে চলিবার অভ্যাস করিতে পার না? দেখ ওয়াল্‌ডো, চুরি-ডাকাতি করিয়া কোন সুখ নাই। চোর ডাকাতের জীবন বড়ই বিপদসঙ্কুল, বিড়ম্বনাপূর্ণ। ও পথ ছাড়িয়া দাও।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, এক এক সময় আমারও মনে হয় ও সব ভারী ঝকমারির কায। উহাতে একটুও শান্তি পাওয়া যায় না, অভাবও দূর হয় না; কিন্তু ও পথ ত্যাগ করাও সহজ নয়। কুপথে চলিয়া যে লোক আমার মত খ্যাতি লাভ করিয়াছে, ( has got a reputation like mine ) সে কি তাহার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে? বিশেষতঃ, আপনারা ত লোকের অতীত জীবন দেখিয়াই তাহাদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "ও কথা সত্য নয়। যাহারা অসৎ পথ ত্যাগ করিয়া সাধু ভাবে জীবন যাপন করে আমরা তাহাদের ধরিয়া টানাটানি করি না, তাহাদিগকে বিপদে ফেলিবারও চেষ্টা করি না; কিন্তু এ রকম চোর ডাকাত হাজার হাজার আছে—তাহারা পুলিশের ভয়ে সৎ পথে চলিবার ভান করে, কিন্তু কুঅভ্যাস ছাড়িতে পারে না; তাহাদের গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি না রাখিলে চলে কি? কিন্তু এ সকল কথা লইয়া কেনাকাটা

আলোচনা করা বৃথা ;—অঙ্গার শতবার ধুইলেও তাহার কালো রং যায় না, তুমিই তাহার দৃষ্টান্ত।"

ওয়াল্ডো বলিল, "কিন্তু অগ্নিস্পর্শে তাহার বর্ণ উজ্জ্বল হয়, অঙ্গারের মলিনত্ব কাটিয়া যায় ; সুতরাং হতাশ হইবার কারণ নাই।"

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড হাসিয়া বলিলেন, "জেলখানার ঘানীরও ঐরূপ শক্তি আছে, ইহা বিশ্বাস কর কি ?"

ওয়াল্ডো বলিল, "না। যে হতভাগ্যকে একবার কারাগারে প্রবেশ করিতে হইয়াছে, তাহাকেই পশু হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। কারাগার চরিত্র সংশোধনের স্থান নহে, শয়তানী শিক্ষার কারখানা। আপনাদের রুজি বজায় রাখিবার জন্যই জেলখানার সৃষ্টি।"

# নবম পর্ব্ব

## সাইমন কার্ণের অনুসন্ধান

সাইমন কার্ণ চমকিয়া উঠিয়া সভয়ে চারি দিকে চাহিতে লাগিল; তাহার পর সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "ওখানে কি নড়িল? ইঁদুর না কি? এখানে আসিয়া কি ভুলই করিয়াছি! এ রকম কুস্থানে কি কখন আসিতে আছে? শেষে আমি ক্ষেপিয়া না যাই।"

মিঃ ব্লেকের অনুমান মিথ্যা নহে, সাইমন কার্ণ গোপনে গৃহত্যাগের পর সার রডনে ড্রুমণ্ডের পরিত্যক্ত বন-ভবনে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এবং একাকী তাঁহার লাইব্রেরীতে বসিয়া ঐরূপ আক্ষেপ করিতেছিল। তখন নৈশ অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন; বাহিরে প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছিল—তাহাতে অরণ্যের বৃক্ষশাখাগুলি সবেগে আন্দোলিত হইতেছিল। কার্ণ বিশালদেহ, বলবান, সাহসী পুরুষ; কিন্তু সেই নির্জ্জন অরণ্য-ভবনে রাত্রিকালে একাকী থাকিতে ভয়ে তাহার হৃৎকম্প হইতেছিল। ডেস্কের উপর একটি সেকেলে প্রদীপ জ্বলিতেছিল—তাহাতে সেই কক্ষের সকল অংশের অন্ধকার দূর হয় নাই। ক্ষীণ দীপালোকে সেই কক্ষের প্রত্যেক কোণে পুঞ্জীভূত অন্ধকার বিরাজিত!

এরূপ নির্জ্জন অরণ্য-ভবনে একাকী বাস করা কিরূপ কষ্টকর কার্ণ তাহা পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারে নাই; প্রাণভয়ে সে এখানে পলাইয়া আসিয়াছিল। স্থানটি কারাগার অপেক্ষাও ভীষণ, নিরানন্দময় এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ; যাহারা এরূপ স্থানে বাস করে নাই, তাহারা দিবাভাগে কোন রকমে এখানে সময় কাটাইতে পারিলেও রাত্রিকালে এখানে এক ঘণ্টাও বাস করিতে পারে না। কার্ণ বুঝিয়াছিল—এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে ক্

তাহার সন্ধান পাইবে না ; কিন্তু রাত্রিকালে তাহার মনে হইল—পুলিশের হাতে ধরা-দেওয়া ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। দালালী করিয়া ও নানা অবৈধ উপায়ে সে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল—তাহার জীবন বিলাসে আচ্ছন্ন ছিল ; ভোগকেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করিত। এখানে আসিয়া তাহার মনে হইল, সে জাগিয়া কি একটা উৎকট স্বপ্ন দেখিতেছিল !

সে যখন এই আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তখন কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই। উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে আসিয়া তাহার আতঙ্ক দূর হইয়াছিল ; সে ভাঁড়ার ঘর পরীক্ষা করিয়া আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইয়াছিল, কারণ নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য সেখানে বিভিন্ন আলমারির ভিতর সযত্নে সংরক্ষিত ছিল। এক মাস ধরিয়া ভোজন করিলেও তাহা নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। পুলিশ সেখানে তাহার সন্ধান পাইবে না ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

কিন্তু সন্ধ্যা-সমাগমে তাহার উৎসাহ শিথিল হইল ; তাহার মন নিরাশায় পূর্ণ হইল। সেই অরণ্য-ভবন কারাগারের ন্যায় তাহার দুঃসহ মনে হইল।

তখন গভীর রাত্রি। রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু তখনও কার্ণ সার রড্‌নের চেয়ারে বসিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল নেত্রে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। শয়ন করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। দোতালায় সার রড্‌নের শয়ন-কক্ষ, কিন্তু সে স্থির করিয়াছিল সেখানে সে শয়ন করিতে যাইবে না। সেই চেয়ারে বসিয়াই সে রাত্রি যাপনের সঙ্কল্প করিল। তাহার ধৈর্য্য, সাহস, আত্ম-নির্ভরের শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। বৃক্ষশাখার শর-শর শব্দে তাহার মন আতঙ্কে পূর্ণ হইয়াছিল। সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দলে দলে ইঁদুর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বায়ুবেগে রুদ্ধ বাতায়নগুলি ঝণ-ঝণ শব্দ করিতেছিল, এজন্য প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার আতঙ্ক বর্দ্ধিত হইতেছিল। কার্ণ আরও দুই একটি বাতি জ্বালিবার জন্য ব্যাকুল হইল ; কিন্তু সেই কক্ষে একটিও ল্যাম্প বা বাতি ছিল না, কেবল সেই তেলের প্রদীপটা মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে তাহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার মন

নিরাশায় পূর্ণ হইল। তাহার মনে হইল এখানে আসিয়া সে অত্যন্ত নির্ব্বোধের কায করিয়াছে।

কিন্তু যখন তাহার বিশ্বাস হইল সেখানে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ, সেই স্থান হইতে কেহই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, তখন তাহার ক্ষোভ ও অসন্তোষের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল; তাহার মানসিক অশান্তি হ্রাস হইল। সেই প্রাচীন পুরাতন গৃহ সেকালের সামন্ত-রাজগণের দুর্গের (feudal fortress) ন্যায় সুরক্ষিত বলিয়াই তাহার ধারণা হইল; কিন্তু সে কিরূপ ভ্রমে পড়িয়া সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল—তাহা সে বুঝিতে পারিল না। উইম্বলডনের প্রান্তরে কাহারও মৃতদেহ পড়িয়া ছিল এবং সেই ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য তাহাকেই দায়ী করা হইয়াছিল—ইহা সে জানিতে পারে নাই; এমন কি, তাহার লাইব্রেরী-কক্ষে লাইব্রেরীর আসবাব-পত্রগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়াইয়া রাখিয়া তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—ইহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল। নরহত্যার অভিযোগে পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছিল, এ সংবাদও সে জানিতে পারে নাই।

কার্ণ সেই দিন প্রভাতে শয়ন-কক্ষে থাকিয়াই নীচের ঘরে অপরিচিত লোকের কথাবার্ত্তা শুনিয়া, বিশেষতঃ মিসেস্ ফিঞ্চের রোদন-ধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হওয়ায় তাহার ধারণা হইয়াছিল—পুলিশ তাহার কোন সাংঘাতিক অপরাধের সন্ধান পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। সে জীবনে বহু অপরাধ করিয়াছিল, সুতরাং পুলিশের হস্তে তাহার লাঞ্ছিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। পুলিশ কোন্ অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছিল—তাহা বুঝিতে না পারিলেও, আত্মসমর্থনের চেষ্টা না করিয়া সে গোপনে পলায়ন করিয়াছিল। সে নিজেকে নিরপরাধ মনে না করায় অপরাধক্ষালনের চেষ্টা করিতেও তাহার সাহস হয় নাই। বিশেষতঃ দুর্দ্দান্ত গোঁয়ার ওয়াল্‌ডো টেলিফোনের সাহায্যে তাহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা শুনিয়া তাহার আতঙ্ক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অল্প দিন পূর্ব্বে সে একটা ঝুটা তেলের কারবারের দালালী করিয়া অনেক লোকের বিস্তর টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল;

ধারণা হইয়াছিল পুলিশ তাহার প্রতারণার প্রমাণ পাইয়াই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছিল। যদি সে বুঝিতে পারিত—নরহত্যার অভিযোগে তাহার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে—তাহা হইলে তাহার অবস্থা আরও অধিক শোচনীয় হইত। (His condition would have been abject indeed.)

সেই রাত্রে সার রডনের নির্জ্জন লাইব্রেরী-কক্ষে বসিয়া নানা কথা তাহার মনে পড়িল; মেট্‌ল্যাণ্ডের মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া সে আতঙ্কে অধীর হইল; রোরকির শোচনীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ হওয়ায় নিজের অমঙ্গল আশঙ্কায় সে ব্যাকুল হইল। সে মন স্থির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

মেট্‌ল্যাণ্ড তাহারই হস্তে নিহত হইয়াছিল—ইহা তাহার স্মরণ হইল। হিউবার্ট রোরকি তাহার বন্ধু ছিল। তাহার আশা ছিল সে বিপদে পড়িলে রোরকি তাহাকে সাহায্য করিবে; কিন্তু রোরকিও দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছিল। তাহার শোচনীয় মৃত্যুর পর এখন সে বন্ধুহীন, একক; তাহার ভাগ্যে কি আছে—তাহা সে বুঝিতে পারিল না। বিপদের আশঙ্কায় সে অত্যন্ত কাতর হইল। তাহার বন্ধু মেট্‌ল্যাণ্ডের মুখ বন্ধ করিবার জন্য সে স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল; তাহার পর রোরকি অজ্ঞাত কারণে জলে ডুবিয়া মরিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কার্ণ জানিতে পারে নাই। তাহার দুই বন্ধুকে অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছে—এবার তাহার পালা! (his own turn next.)

ওয়াল্‌ডো টেলিফোনে তাহাকে যে কথাগুলি বলিয়াছিল তাহা তাহার স্মরণ হইল। সে সার রডনে ড্রুমণ্ডের প্রতিনিধি। সে তাহার অনুসরণ করিবে—এবং সে যেভাবে তাহার বন্ধুদ্বয়কে বিধ্বস্ত করিয়াছে তাহাকেও সেইভাবে চূর্ণ করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছে; কার্ণ এখন একাকী. ওয়াল্‌ডোর কবল হইতে সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কি? কার্ণের ধারণা হইল তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর অধিক বিলম্ব নাই।

মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ডের হত্যার কথাই পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সেই কথা ভুলিতে পারিল না। সে সেই নির্জ্জন কক্ষের চেয়ারে তাহার প্রকাণ্ড দেহ স্থাপিত করিয়া কম্পমান বক্ষে অতীত কুকর্ম্মের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। অসকার মেট্ল্যাণ্ডকে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইলে কার্ণ ও রোরকি তাহার জামিন হইয়া তাহাকে মুক্তিদান করিয়াছিল; কিন্তু মেট্ল্যাণ্ড আত্মরক্ষার জন্য পাছে তাহার বন্ধুদ্বয়ের গুপ্ত অপরাধের কথা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে বিপন্ন করে এই ভয়ে কার্ণ মদের সহিত বিষ দিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, তাহার মুখ বন্ধ করিয়াছিল। সকল লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল মেট্ল্যাণ্ড পুলিশের লাঞ্ছনার ভয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিল; (পেশাদারী প্রতিহিংসা) কিন্তু কার্ণ ত জানিত মেট্ল্যাণ্ডের মৃত্যুর জন্য সে স্বয়ং দায়ী।

পুলিশের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সার রড্নের নিভৃত অরণ্য-নিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাত্রিকালে সেই ভীষণ অপকর্ম্মের কথাই পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। যদি কার্ণ বাড়ীতে থাকিত, কিম্বা লণ্ডনের কোন হোটেলে এভাবে রাত্রিযাপন করিত, তাহা হইলে এই সকল কথা তাহার স্মরণ হইত কি না সন্দেহের বিষয়; কিন্তু পুলিশের ভয়ে সেই পরিত্যক্ত আরণ্য গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার এই ভীষণ অপরাধের কথা সে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারিল না। তাহার আশঙ্কা হইল—মেট্ল্যাণ্ডের আত্মা প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া তাহাকে কঠোর শাস্তিদানে উদ্যত হইয়াছে; সেই নির্জ্জন অরণ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও মেট্ল্যাণ্ডের প্রেতাত্মার রোষানল হইতে সে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না।

সে ভাবিল পুলিশ কি সত্যই তাহার অপরাধের কথা জানিতে পারিয়াছে? এতদিন পরে পুলিশ তাহা কি উপায়ে জানিতে পারিল? পুলিশ হয় ত কিছুই জানিতে পারে নাই, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবারও চেষ্টা করে নাই, সে অনর্থক ভয় পাইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে; মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে না পারিয়া সে অকারণ কষ্টভোগ করিতেছে।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া কার্ণ অস্ফুট স্বরে বলিল, "না, আমার আতঙ্ক

কোন কারণ নাই ; গোপনে পলায়ন করিয়া অত্যন্ত নির্ব্বোধের কায করিয়াছি। আমি আর এখানে লুকাইয়া থাকিব না, কাল প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই এই স্থান ত্যাগ করিব। যদি আমার সন্ধান পাইয়া পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে—আমি তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিব। যদি আমাকে কারাগারে প্রবেশ করিতে হয়—এ যন্ত্রণা অপেক্ষা তাহাও—ও কি ? ও কিসের শব্দ ? মেট্‌ল্যাণ্ডের প্রেতাত্মা কি সত্যই—"

কথা শেষ না করিয়া কার্ণ তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে চারি দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না ; কিন্তু তাহার মনে হইল উদ্দাম নৈশবায়ু সেই কক্ষের ভিতর দিয়া হা-হা শব্দে বহিয়া গেল! সেই বায়ুপ্রবাহে দীপশিখা কাঁপিতে লাগিল। কার্ণের আশঙ্কা হইল—দীপটি হয় ত মুহূর্ত্তমধ্যে নির্ব্বাপিত হইবে।

আতঙ্কে কার্ণের শ্বাসরোধের উপক্রম হইল ; দীপ নির্ব্বাপিত হইলে সে একাকী সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে কি করিয়া রাত্রিবাস করিবে ? সে বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল—খড়খড়ির পাখীগুলি তোলা আছে, পর্দাগুলি গুটান রহিয়াছে। সেই কক্ষের দেওয়ালের চারি দিকে পুস্তকপূর্ণ সারি সারি আলমারি ! সেই সকল আলমারীর ব্যবধানে যে সকল ফাঁক ছিল—তাহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ; সেই কক্ষের প্রতিকোণে অন্ধকার পুঞ্জীভূত।

সাগমন কার্ণ অত্যন্ত আগ্রহভরেই এই নিৰ্জ্জন অরণ্যাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ; কিন্তু একরাত্রি অতীত না হইতেই সে সেই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য অধীর হইয়া হইয়া উঠিল। যদি তাহার অসাধ্য না হইত—তাহা হইলে সেই রাত্রেই সেই স্থান হইতে সে পলায়ন করিত ; কিন্তু সেই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর পার হইয়া ও বহুদূর-বিস্তীর্ণ অরণ্য অতিক্রম করিয়া রাত্রিকালে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে তাহার সাহস হইল না। অগত্যা সে হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া একটা চুরুট মুখে গুঁজিল, এবং চিন্তাকুল চিত্তে ধূমপান করিতে লাগিল। কিন্তু দুই-তিন মিনিট পরে সে মুখ হইতে চুরুট বাহির করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল ; তাহার পর বিকৃত স্বরে বলিল, "দুত্তোর চুরুট !—উহা আমার ভাল লাগিল না ; কিছুই ত

ভাল লাগিতেছে না। একটু পড়াশুনা করিতে পারিলে সময়টা কাটাইতে এত কষ্ট হইত না; কিন্তু ঐ মিট্‌মিটে আলোতে কিছুই পড়িতে পারিব না। যদি শীঘ্র ঘুমাইতে না পারি তাহা হইলে আমি ক্ষেপিয়া যাইব।" ( I shall go off my head. )

তাহার বন্ধুদ্বয় মেট্‌ল্যাণ্ড ও রোবর্কি কিভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—সেই কথা পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতে লাগিল; তাহার আশঙ্কা হইল তাহাকেও ঐরূপ শোচনীয় ভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে, এবং সেই দুর্দ্দিনের আর অধিক বিলম্ব নাই। আট-দশ দিন পূর্ব্বেও মেট্‌ল্যাণ্ড ও রোবর্কি সুস্থ দেহে বর্ত্তমান ছিল, উৎসাহভরে নিত্য বৈষয়িক কায-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছিল। আট দশ দিন অতীত না হইতেই তাহাদের নশ্বর দেহ সমাধি-গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা তিনজনে পরামর্শ করিয়া সকল কায করিত, পরস্পরের সাহায্যে তাহারা সাংসারিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, দুঃখে বিপদে তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করিত; তাহাদের দুই জন চলিয়া গিয়াছে, একজনকে সে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে। এখন সে একাকী বিপদের সমুদ্রে ভাসিতেছে। নিজের চেষ্টায় সে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে—ইহা দুরাশা বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

অবশেষে সে তাহার সকল দুঃখ কষ্ট বিপদ ও অসুবিধার জন্য সার রডনে ভূমণ্ডকে দায়ী মনে করিয়া তাঁহার উদ্দেশে অভিশাপ বর্ষণ করিতে লাগিল। সে ভাবিল তাহারই ভয়ে তিনি পলায়ন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে স্থানেই পলায়ন করুন সে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, এবং যে কোন কৌশলে তাঁহার মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করিবে। ( he would silence him for ever ) অস্‌কার মেট্‌ল্যাণ্ডকে সে যে উপায়ে হত্যা করিয়াছে সেই উপায়ে সার রডনেকেও হত্যা করা কি তাহার অসাধ্য হইবে? তাহার মাথায় খুন চাপিল। সে তাহার বন্ধুকে হত্যা করিতে যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, সেই কৌশল কিরূপ অব্যর্থ হইয়াছিল, তাহাই স্মরণ করিয়া নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল। নরহত্যা, বন্ধুহত্যা করিয়া সে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ বা অনুতপ্ত

হইল না। সে তখন পিশাচ; কি উপায়ে প্রাণ রক্ষা করিবে এই চিন্তায় সে তখন উন্মত্ত প্রায়।

কিন্তু চিন্তার বিরাম নাই; অবশেষে সে অবসন্ন ভাবে চেয়ারে ঠেস দিয়া কাত হইয়া পড়িল। তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল, এবং মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে উভয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দীপ-শিখার দিকে চাহিয়া রহিল। দীপরশ্মি প্রতিমুহূর্ত্তে ক্ষীণ হইতেছিল দেখিয়া তাহার আশঙ্কা হইল শীঘ্রই তাহা নির্ব্বাপিত হইবে। তেলের প্রদীপ, সে বুঝিতে পারিল দীপে তৈলের পরিমাণ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সে উঠিয়া তৈল সংগ্রহ করিয়া আনিবে তাহার তখন সেরূপ শক্তি ছিল না, যেন মোহচ্ছন্ন ভাব!

সহসা সেই কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া কে জলদগম্ভীর স্বরে ডাকিল, "কার্ণ!"

সেই শব্দে কার্ণের মোহ দূর হইল, সে চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিল; কিন্তু একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পড়িতে লাগিল। সে চারি দিকে চাহিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। প্রথমে তাহার মনে হইল অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহকোণ হইতে সেই শব্দ উত্থিত হইয়াছিল; কিন্তু কোন দিকে কাহাকেও না দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল উহা তাহার কল্পনার বিকার মাত্র। কিন্তু তথাপি সে মন স্থির করিতে পারিল না; কেহ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছে, সে সেই গম্ভীর স্বর স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল; তাহার কল্পনা এই ভাবে তাহার সহিত ছলনা করিয়াছে ইহা সে কিরূপে বিশ্বাস করিবে? কার্ণ বিস্ফারিত নেত্রে পুনঃ পুনঃ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

কার্ণ জানিত সেই অট্টালিকায় সে ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না, সেই অরণ্যেও জনসমাগম ছিল না; বিশেষতঃ দুর্গ-প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ সেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সেই নিভৃত অরণ্য-নিবাসে জনপ্রাণীরও প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে? তবে কে—

পুনর্ব্বার শব্দ হইল, "সাইমন কার্ণ!"

এবার এই আহ্বান-ধ্বনি অপেক্ষাকৃত মৃদু; কিন্তু সুস্পষ্ট। কেহ যে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল এ বিষয়ে তাহার আর আর এক বিন্দুও সন্দেহ রহিল

না। কার্ণ আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিল, "এ কি! কে আমাকে ডাকিল? আমার নাম ধরিয়া ডাকিবে এ রকম লোক এখানে কে আছে?—কে তুমি? কোথা হইতে কে আমাকে ডাকিতেছ? এ কি মানুষের কণ্ঠস্বর? না কোন—" কার্ণের প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্ব্বেই কোন অদৃশ্য স্থান হইতে নীরস কঠোর স্বরে প্রশ্ন হইল, "সাইমন কার্ণ, তুমি কি আমার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিতেছ না? তুমি অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর এত শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছ? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?"

এই কথা শুনিয়া কার্ণ নিদারুণ ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; যে দিক হইতে ঐ সকল প্রশ্ন উচ্চারিত হইয়াছিল সে দিকে চাহিতেও তাহার সাহস হইল না। সে আর সেখানে বসিয়া থাকিতে সাহস করিল না, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তাহার পদ মাত্রও অগ্রসর হইবার শক্তি হইল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল। চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সে মাতালের মত টলিতে টলিতে চেয়ারের পাশে চিত হইয়া পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল সেখানে পড়িয়া থাকিলে মুহূর্ত্তমধ্যে ভূত তাহার পাশে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে, তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে হত্যা করিবে; সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারিবে না।

কার্ণ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সে সেই কক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণের দিকে চাহিয়া অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডের প্রেত-মূর্ত্তি দেখিবার চেষ্টা করিল। তাহার ধারণা হইয়াছিল অস্কার মেটল্যাণ্ডের প্রেতাত্মা সেই অন্ধকারাবৃত কোণে থাকিয়াই তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল।

কিন্তু কার্ণ কাহাকেও দেখিতে পাইল না, কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল না। উদ্দাম নৈশ বায়ু হু-হু শব্দে বহিয়া যাইতেছিল, সেই শব্দ তাহার কানে প্রবেশ করিল; তাহা মনুষ্যের কণ্ঠস্বর বলিয়া সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

কার্ণ পুনর্ব্বার মনুষ্য-কণ্ঠধ্বনি শুনিতে না পাইয়া উন্মাদের ন্যায় চিৎকার করিয়া বলিল, "নির্ব্বোধ, নির্ব্বোধ, আমি বোকা গাধা ভিন্ন আর কি? না, আমি পাগল হইয়াছি! আমি যে কথা ভাবিতেছিলাম, আমার কল্পনার বাহিরে

তাহার অস্তিত্ব ছিল না। আমার উন্মত্ত কল্পনা অবশেষে আমাকেই ছলনা করিল! না, কেহই এখানে নাই; আমি কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই নাই। আমার মাথা খারাপ হইয়াছে; বিকৃত মস্তিষ্কের চিন্তা কথায় পরিণত হইয়া আমার কানে প্রবেশ করিয়াছে। না, আমার ভয় পাইলে চলিবে না; এখন অকারণ বিহ্বল হইলে আমারই ক্ষতি। ওরে পাগল মন! তুই আত্ম-সংবরণ কর।"

সে মনকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হওয়ায় সে খাবি খাইতে লাগিল। জলের মাছ জলের ভিতর হইতে ডাঙ্গায় নিক্ষেপ করিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয় কার্ণের অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় হইল।

কার্ণ সভয়ে চারি দিকে চাহিয়া ভগ্ন স্বরে বলিল."আমার মাথা বিগড়াইতেছে! (I am getting demented.) মেটল্যাণ্ড ত মরিয়া গিয়াছে; মরা মানুষের কণ্ঠস্বর এখানে আমার কানে প্রবেশ করিল কিরূপে? হাঁ, সে মরিয়াছে; আমি জানি সে মরিয়া গোরের ভিতর মাটী-চাপা পড়িয়াছে। সেই গোরের ভিতর হইতে সে উঠিয়া আসিয়াছে? অসম্ভব! তাহার কণ্ঠস্বর চিরকালের জন্য নীরব হইয়াছে। হাঁ, তাহার কণ্ঠধ্বনি চিরকালের জন্য নীরব হউক ইহাই ত আমার ইচ্ছা ছিল। আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। সে মরিয়াছে, আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি; আমার সকল আশঙ্কা দূর হইয়াছে। সে আমার বন্ধু ছিল! হাঁ, সে আমার বন্ধু—হিতৈষী বন্ধু ছিল, এইজন্য তাহার ভয়ে আমাকে সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকিতে হইত! সে কখন আমার কোন্ গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবে এই চিন্তায় আমার মনের সুখ শান্তি সমস্তই নষ্ট হইয়াছিল। তাহার জন্যই ত আমার এত কষ্ট! আমি ত বেশ সুখেই ছিলাম, আমার অশান্তির কোন কারণ ছিল না; কিন্তু অবশেষে সে যখন—"

কার্ণের কথা শেষ হইল না; সহসা সেই কক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণ হইতে তীব্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "ওরে নরহন্তা! নরহত্যা করিয়া কি তোর মনে

বিন্দুমাত্র অনুতাপের সঞ্চার হয় নাই ? যাহাকে তুই স্বহস্তে হত্যা করিয়াছিলি, তাহার জন্য কি তোর মনে এক বিন্দুও করুণার উদ্রেক হয় নাই ?—সাইমন কার্ণ ! তুমি মনে করিয়াছ আমি মরিয়া গোরে গিয়াছি। হাঁ, আমি তোমার হাতে মরিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমি যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছি ! কেন ফিরিয়া আসিয়াছি তাহা কি বুঝিতে পার নাই ? আমাকে হত্যা করিয়াছ, তোমাকে তাহার প্রতিফল দিতে আসিয়াছি। তুমি আমাকে দেখিতে পাইতেছ না বটে, কিন্তু আমার গলার আওয়াজও কি চিনিতে পারিতেছ না ?"

কার্ণ দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল, কিন্তু আর সে দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ারের উপর পড়িয়া গেল। সে কি বলিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহার মুখ হইতে অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দ ভিন্ন কোন কথা বাহির হইল না।

তখন তাহার দেহ অসাড় এবং মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ হইলেও তাহার শ্রবণ-শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। সে যে তিরস্কারপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল—তাহা ঠিক অস্কারের মেটল্যাণ্ডেরই কণ্ঠস্বর ! মেটল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর তাহার চির-পরিচিত ; সেই স্বর চিনিতে তাহার ভুল হইল না। সে যাহা তাহার কল্পনার বিকারমাত্র মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিতেছিল—সেই স্বর এরূপ সুস্পষ্ট যে, তাহা কাল্পনিক বলিয়া অগ্রাহ্য করা অতঃপর তাহার সাধ্য হইল না ; উহা মেটল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর—ইহা তাহার অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। মেটল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর প্রায় প্রতিদিনই সে শুনিত, তাহাই অবিকৃত ভাবে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। কার্ণ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বুকের উপর মাথা গুঁজিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির মুখের ন্যায় বিবর্ণ হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রায় দশ মিনিট অতীত হইল, কার্ণ আর কোন কথা শুনিতে পাইল না। তখন সে মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে চারি দিকে চাহিল ; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। প্রদীপটা তখনও মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, সেই কক্ষের বিভিন্ন অংশে অন্ধকার স্তূপীকৃত। সেই অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে

অস্ফুট স্বরে বলিল, "এ সব আমার মস্তিষ্কের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নয়! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি; আমার মন যেন কি মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহা দারুণ অবসাদের ফল। কিছুকাল ঘুমাইতে পারিলে আমি একটু সুস্থ হইব। দিবসের আলোক, সূর্য্যের উত্তাপ এবং দুই একজন সঙ্গী পাইলেই আমার এই মানসিক দুর্ব্বলতা দূর হইবে, আমি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিব। এই অরণ্য আর এই বহুপ্রাচীন নির্জ্জন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর আমাকে কাপুরুষে পরিণত করিয়াছে। আমার মন অশান্তিপূর্ণ হইয়াছে। ইহা আমার অসহ্য, আর এক মুহূর্ত্ত আমি এখানে—"

কথাগুলি শেষ করিবার পূর্ব্বেই তাহার ভ্রম দূর হইল। সে যে সকল কথা শুনিতেছিল তাহা কল্পনার বিকার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছিল বটে, কিন্তু অতঃপর সে যে দৃশ্য সম্মুখে দেখিতে পাইল—তাহা দৃষ্টি-বিভ্রম বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে তাহার সাহস হইল না।

সে কি দেখিল?—সে দেখিল—সেই কক্ষের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে কেহ নড়িয়া বেড়াইতেছিল! সেই কোণে একটি 'কাবোর্ড' ছিল, তাহার অন্ধকারাবৃত গর্ভে কি ছিল, এবং তাহার পশ্চাতের দেওয়ালের সহিত অন্য কোন কক্ষের যোগ ছিল কি না তাহা সে পূর্ব্বে পরীক্ষা করে নাই; কিন্তু সেই অন্ধকারে কেহ নড়িতেছিল—ইহা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। সে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া সেখানে কোন মনুষ্যের বা অন্য কোন প্রাণীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইল একটা কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারের স্তূপ সেই অন্ধকারের ভিতর একবার এক পাশে আবার অন্য পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কয়েক মিনিট পরে সেই পিণ্ডাকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ যেন আকার ধারণ করিল!—সেই মূর্ত্তি ধীরে, অতি ধীরে আলোকের দিকে আসিতে লাগিল। কার্ণ রুদ্ধ নিশ্বাসে বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি যেন তাহার চক্ষুতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সে কোন দিন প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত না, ভূতের ভয় সে কুসংস্কার বলিয়াই মনে করিত। কেহ ভূত দেখিয়াছে শুনিলে সে কথা অবজ্ঞাভরে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। যাঁহারা প্রেততত্ত্বে আস্থাবান

ছিলেন, পরলোক-তত্ত্ব ( spiritualism ) সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিতেন—তাহাদিগকে সে প্রতারক ( fraud ) মনে করিত।

কিন্তু সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে রহস্যাবৃত ছায়াদেহ যখন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে কার্ণের দৃষ্টিগোচর হইল, তখন কুসংস্কারের প্রতি তাহার বদ্ধমূল ঘৃণা, প্রেততত্ত্বের প্রতি অনাস্থা ও অবজ্ঞা আর তাহার মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিল না; সে পাঠশালার ভয়বিহ্বলা ছাত্রীর ন্যায় ( like a frightened 'school-girl ) থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ুগুলি যেন কি কঠিন আঘাতে চূর্ণ হইল।

সেই কক্ষের ক্ষীণ দীপালোকে কার্ণ যে মূর্ত্তি অদূরে দণ্ডায়মান দেখিল, সেই মূর্ত্তি কঠোর স্বরে বলিল, "সাইমন কার্ণ, এই দেখ আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমাকে হত্যা করিয়াছিলে; আজ আমি তোমার বিরুদ্ধে আমার হত্যার অভিযোগ করিতে আসিয়াছি। তুমি আমাকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর সকল লোককে প্রতারিত করিয়াছিলে, তোমার কুকর্ম্মের কথা কেহই জানিতে পারে নাই; কিন্তু তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহা তোমার অগোচর নহে। যদি তুমি আশা করিয়া থাক—তোমার অপরাধের কথা কেহ জানিতে পারে নাই বলিয়া তুমি বিনাদণ্ডে নিষ্কৃতি লাভ করিবে,—তাহা হইলে তাহা তোমার ভুল ধারণা। তোমাকে তোমার অপরাধের ফল ভোগ করিতেই হইবে।"

কার্ণ স্তব্ধ ভাবে কথাগুলি শুনিয়া মুখ তুলিয়া সেই মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। অসকার মেট্‌ল্যাণ্ডের অবগুণ্ঠনাবৃত মূর্ত্তিই সে দেখিতে পাইল!—কেবল কণ্ঠস্বর নহে, দেহাকৃতিও মেট্‌ল্যাণ্ডের দেহের অনুরূপ। মৃত মেট্‌ল্যাণ্ড সশরীরে তাহার সম্মুখে উপস্থিত! কিন্তু মেট্‌ল্যাণ্ডের দেহ ভূগর্ভে সমাহিত হইয়াছিল। যে দেহ নষ্ট হইয়াছে—সেই রক্তমাংসের দেহ সে কোথায় পাইল? তবে কি ইহা মেট্‌ল্যাণ্ডের ছায়া-মূর্ত্তি! অসকার মেট্‌ল্যাণ্ডের প্রেতাত্মা কি তাহার অপরাধের শাস্তি দিতে আসিয়াছে?

কার্ণ আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া আর্ত্তনাদ করিল।—মানুষ প্রাণের আশা

ত্যাগ করিয়া যেরূপ আর্ত্তনাদ করে—সেইরূপ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ! তাহা শুনিলে যেন বুকের রক্ত শুকাইয়া যায়! সম্মুখে আতঙ্কজনক ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া কেবল যে তাহার রুদ্ধকণ্ঠ হইতে কাতর আর্ত্তনাদ নিঃসারিত হইল এরূপ নহে, তাহার দেহের আড়ষ্ট ভাব দূর হওয়ায় সে চলৎশক্তিও লাভ করিল। সে মাতালের মত টলিতে টলিতে কম্পিত পদে কিছু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সেই মূর্ত্তি যে স্থানে দাঁড়াইয়া কথা বলিয়াছিল—ঠিক সেই স্থান হইতেই কার্ণকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "কার্ণ, তোমার কি বলিবার আছে—বল। আমি তোমার কাছে সত্য কথা শুনিতে চাই। তুমি আমার পান-পাত্রে বিষ দিয়াছিলে—এ কথা কি অস্বীকার করিতে পার? তুমি মিত্র-দ্রোহী, নিষ্ঠুর নরহন্তা। তুমি কি তোমার অপরাধ অস্বীকার করিতে সাহস কর? (do you dare to deny your guilt?)

কার্ণ ললাটের দরবিগলিত ঘর্ম্মধারা মুছিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "মিথ্যা কথা! হাঁ, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমাকে আমি হত্যা করি নাই। রোরকি তোমাকে হত্যা করিয়াছিল। রোরকি তোমার মদের গ্লাসে বিষ দিয়াছিল।" (Rorke placed the poison in your glass.)

কার্ণের সম্মুখস্থ মূর্ত্তি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মিথ্যাবাদী!"

সেই গর্জ্জন শুনিয়া কার্ণের মূর্চ্ছার উপক্রম হইল; সে দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল, "না, আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। সত্যই রোরকি তোমার মদের গ্লাসে বিষ দিয়া—তোমার মদের সহিত তীব্র বিষ মিশাইয়া সেই মদ তোমাকে খাইতে দিয়াছিল। সেই মদ খাইলে তুমি চক্ষুর নিমিষে অক্কা পাইবে ভাবিয়া আমি তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, মদে বিষ মিশাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু সে আমার অনুরোধে কর্ণপাত করে নাই। আমার সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। সেই মদ খাইয়া তুমি মরিয়াছ; এখন তুমি গোর হইতে উঠিয়া আসিয়া রোরকির অপরাধ আমার ঘাড়ে চাপাইতেছ! ভূতের ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে এ কায তুমি কখন করিতে না। তুমি তোমার গোরে ফিরিয়া যাও; রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমাকে একটু ঘুমাইতে দাও, আর

আমাকে বিরক্ত করিও না। আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তর্জন-গর্জন করিয়া ভয় দেখাইও না; যাও—চলিয়া যাও। রোরকিই তোমার হত্যার জন্য দায়ী, একথা শুনিলে ত? রোরকি মরিয়া গিয়াছে; মরিয়া সে তোমার মত ভূত হইয়াছে কি না জানি না। যদি সে তোমার মত ভূত হইয়া থাকে—তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার কৈফিয়ৎ চাহিতে পার। তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পার, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।"

দেহধারী প্রেতাত্মা কার্ণের কথা শুনিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিল না; সে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল যেন কি চিন্তা করিল, তাহার পর ধীরপদ-বিক্ষেপে কার্ণের দিকে নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। ভূতের মুখমণ্ডল সূক্ষ্ম জালে আবৃত, তাহার অন্তরালে রক্তবর্ণ চক্ষু; সে দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া কড়-মড় শব্দ করিতে লাগিল। তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া কার্ণের আশঙ্কা হইল—অসকার মেট্ল্যাণ্ডের প্রেতাত্মা তাহাকে ধরিয়া তাহার মুণ্ডটি চর্ব্বণ করিবার অভিপ্রায়েই তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল!

অন্য কোন লোক ভূতকে সেই ভাবে দাঁত বাহির করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিলে ভয়ে মূর্চ্ছিত হইত, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে পড়িয়া চেতনা হারাইত; কিন্তু কার্ণ মূর্চ্ছিত হইল না। তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল না। সে অত্যন্ত ভীত হইলেও ক্ষেপিয়া উঠিল না। সে অস্তিত্ব সাহসে নির্ভর করিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাও নাই? না, আমার কথা বিশ্বাস করিতে পার নাই? ভূতের বিশ্বাস অবিশ্বাস কি উল্টা রকম? তোমরা বুঝি সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য মনে কর? কারণ আমি ত বলিয়াছি, আমি নিরপরাধ; আমি তোমাকে হত্যা করি নাই। রোরকিই তোমাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিল। সাধ্য হয়—তাহার সঙ্গে বুঝা-পড়া কর। সাহস থাকে তাহার সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা কর। সে ইচ্ছা না হয়—তোমার গোরের ভিতর ফিরিয়া যাও; (Go back to your grave) আর আমাকে জ্বালাতন করিও না—শীঘ্র খসিয়া পড়।"

প্রেতাত্মা বলিল, "এখানেই এই গোলমালের মীমাংসা করিয়া যাইব।

তুমি বলিলে রোরকিই প্রকৃত অপরাধী, সে স্বহস্তে আমার মদের গ্লাসে বিষ দিয়া আমাকে হত্যা করিয়াছে; তুমি নিজে সাধু সাজিয়া অপরাধটা তাহারই ঘাড়ে চাপাইতেছ। উত্তম, আমি হিউবার্ট রোরকির প্রেতাত্মাকে এখানেই ডাকিতেছি; আমার আহ্বান শুনিবামাত্র সে এখানে উপস্থিত হইবে। তাহার বিরুদ্ধে তুমি যে অভিযোগ করিতেছ—তাহার উত্তর তাহার মুখেই শুনিতে পাইব।"

অনন্তর সে অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ-কোণের দিকে চাহিয়া বলিল, "হিউবার্ট রোরকি, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, এখানে এস।"

কার্ণ এবার আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে সেই অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল। তাহার আশঙ্কা হইল—সে ক্ষেপিয়া যাইবে। মেট্‌ল্যাণ্ডের প্রেতাত্মার আহ্বানে রোরকির অশরীরি আত্মা কি সত্যই সেখানে আসিবে? সেখানে আসিয়া তাহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের প্রতিবাদ করিবে? এ যে ভয়ানক কথা!—কার্ণ ঘর্ম্মাপ্লুত দেহে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

দুই মিনিটের মধ্যে সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে সচ্ছিদ্র সূক্ষ্ম বস্ত্রের অবগুণ্ঠনাবৃত আর একটি মূর্ত্তি ধীরে ধীরে কার্ণের দিকে অগ্রসর হইল। সে গম্ভীর স্বরে বলিল, "মেট্‌ল্যাণ্ড! তুমি আমাকে ডাকিতেছিলে?"

সেই নবাগত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কার্ণ আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "ঐ ত রোরকি! কি সর্ব্বনাশ! রোরকির প্রেতাত্মা এখানে সশরীরে উপস্থিত!"

কার্ণ হিউবার্ট রোরকিকে দেখিয়া বুঝিতে পারিল—সেই দেহ, সেই মূর্ত্তি! মুখের উপর সূক্ষ্ম আবরণ থাকিলেও তাহাকে দেখিয়া সন্দেহের কারণ রহিল না। কার্ণ হতাশ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

# দশম পর্ব্ব

## ওয়াল্‌ডোর শেষ-কীর্ত্তি

কাহারও মুখে কোন কথা নাই! কার্ণ সেই কক্ষের ম্লান দীপালোকে তাহার উভয় বন্ধু—মেট্‌ল্যাণ্ড ও রোরকিকে অদূরে দেখিয়া চিনিতে পারিল বটে, কিন্তু তাহার ধারণা হইল—উভয়ের মূর্ত্তিই অশরীরি, ছায়াময়। তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের মৃতদেহ সমাধি-ক্ষেত্রে সমাহিত হইয়াছিল। সমাধি-গর্ব্ভে তাহাদের দেহ পচিয়া গলিয়া নষ্ট হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা সেই দেহ আশ্রয় করিয়া সেই কক্ষে আবির্ভূত হইয়াছে—ইহা অসম্ভব বলিয়াই কার্ণের ধারণা হইল; কিন্তু সম্মুখস্থ মূর্ত্তি দেখিয়া আগন্তুকদ্বয় যে সত্যই মেট্‌ল্যাণ্ড ও রোরকি এ বিষয়ে কার্ণ নিঃসন্দেহ হইল। একবার মনে হইল—ইহা তাহার দৃষ্টি-বিভ্রম; কিন্তু তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার সন্দেহের অবকাশ রহিল না। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পশ্চাতে সরিয়া গিয়া দেওয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইল।—ঐরূপ আশ্রয় ভিন্ন সে হয় ত ঢলিয়া পড়িয়া যাইত।

মেট্‌ল্যাণ্ডের প্রেতাত্মা নবাগত মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমাকে কেন ডাকিয়াছি তাহা ত তুমি জান। পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া আমরা সকল কথাই জানিতে পারি, সকলেরই মনের ভাব বুঝিতে পারি; মিথ্যাবাদীদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিই। তাহাদের দেহে ভর করিয়া তাহাদিগকে পাগল করি! এই কার্ণ বলিতেছিল—তুমিই আমার মদের গ্লাসে বিষ দিয়াছিলে, সেই মদ খাইয়া আমি মরিয়াছি; সুতরাং আমার মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী।—তুমিই আমাকে হত্যা করিয়াছ। কার্ণ এই কুকর্ম্ম করিতে তোমাকে না কি নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু তুমি তাহার কথা গ্রাহ্য কর নাই। তোমার বিরুদ্ধে কার্ণের এই অভিযোগ সত্য কি না—তাহা বলিবার জন্যই তোমাকে ডাকিয়াছি।"

রোরকির প্রেতাত্মা বলিল, "কার্ণ ঐ কথা বলিয়াছে তাহা আমি জানি; তাহার সকল কথাই আমি শুনিয়াছি। কার্ণ মিথ্যাবাদী। সে বন্ধু-হন্তা, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক। ওরে কার্ণ! তুই মেট্‌ল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়া সেই অপরাধ আমার ঘাড়ে চাপাইতে চাহিস্? তুই মেট্‌ল্যাণ্ডের মদের গ্লাসে বিষ দিতে উদ্যত হইলে আমিই তোকে সেই কুকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম—তাহা কি তোর স্মরণ নাই রে হতভাগা! তুই মেট্‌ল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছিস্—এ কথা অস্বীকার করিতে সাহস করিতেছিস্? আমার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিতে তোর সঙ্কোচ হইবে না?"

মেট্‌ল্যাণ্ডের প্রেতাত্মা কার্ণকে বলিল, "তুমি কি এখনও বলিবে—তুমি আমাকে হত্যা কর নাই? তুমি নিরপরাধ?"

কার্ণ এবার কাঁদিয়া ফেলিল; সে ব্যাকুলস্বরে বলিল, "আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তোমরা চলিয়া যাও; আমাকে হাঁপ লইতে দাও। আমি স্বীকার করিতেছি আমিই তোমার মদের গ্লাসে বিষ দিয়াছিলাম; হাঁ, আমিই তোমাকে হত্যা করিয়াছিলাম। তুমি আমাকে বৃথা ভয় দেখাইতেছ; আমি জানি আমাকে তুমি ইচ্ছা করিলেও আঘাত করিতে পারিবে না। তোমার দেহ ছায়াময়, ঐ দেহে তুমি আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে গ্রাহ্য করি না, আমার সম্মুখ হইতে তুমি চলিয়া যাও। যাও, শীঘ্র দূর হও।"

কার্ণ হাঁপাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল সে নিস্তব্ধ থাকিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি কি তোমাদের গ্রাহ্য করি? তোমরা দু'জনেই মরিয়াছ, আমার কোন অনিষ্ট করিবে—সে শক্তি তোমাদের নাই; তবে আর আমি কেন তোমাদিগকে ভয় করিব? না, আমার মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। মেট্‌ল্যাণ্ড! আমি সত্যই তোমাকে হত্যা করিয়াছি। আমিই তোমার মদের গ্লাসে বিষ দিয়াছিলাম, সেই বিষ মদ খাইয়া তুমি মরিয়াছ। তুমি বিশ্বাসঘাতক, তুমি বাঁচিয়া থাকিলে গোপনে আমার শত্রুতা-সাধন করিতে, আমার অনিষ্ট করিতে, তোমার দ্বারা আমার জীবন বিপন্ন হইত; সেই জন্য আমি তোমাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছি। আত্মরক্ষার জন্য আমি সেই কায করিয়াছিলাম; কিন্তু তোমাকে হত্যা করিয়াও

আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই, রোরকিকেও ঐভাবে হত্যা করিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হইতাম। রোরকিকে হত্যা করি নাই—এজন্য আমি দুঃখিত। ( I'm sorry I did not kill Rorke, ) তোমাকে হত্যা করিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম। বিশ্বাসঘাতক কপট বন্ধুকে হত্যা করিয়া আমি দুঃখিত নহি, অনুতপ্তও হই নাই। মেট্‌ল্যাণ্ড, আমি তোমাকে হত্যা করিয়াছি এ কথা স্বীকার করিলাম, শুনিয়া তুমি খুসী হইয়াছ ত ?—বেশ, এখন তুমি সরিয়া পড়, যাও আর আমার শান্তি ভঙ্গ করিও না। আমি এখানে নিরাপদ ; আমি এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি এ সংবাদ—"

কার্ণের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই কক্ষ সহসা উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল ; কয়েকটি বিজলি-বাতি এক সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে একজন লোক দ্রুতবেগে কার্ণের সম্মুখে আসিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। কার্ণ মোহাবিষ্টের ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার মুখ হইতে আর একটি কথাও বাহির হইল না।

আগন্তুক কার্ণের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সাইমন কার্ণ, তুমি অল্প দিন পূর্ব্বে অসকার মেট্‌ল্যাণ্ডকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়াছ ; এই অপরাধে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। আমার উপদেশ গ্রাহ্য করিবে, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে তুমি তোমার কৌঁসিলীর সহিত পরামর্শ না করিয়া এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিও না ; কারণ এখন তুমি যে কথা বলিবে তাহাই তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া আমার কর্ত্তব্য পালন করিলাম।"

কার্ণ শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিয়া বিহ্বল স্বরে বলিল, "তু-তুমি কে হে ! আমাকে গ্রেপ্তার করিবার তোমার অধিকার কি ?"

আগন্তুক—ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড। তিনি বলিলেন, "আমার পরিচয় শুনিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার সম্পূর্ণ অধিকারই আমার আছে। আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ্‌-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড। তোমাকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য আমরা একটু চালাকি খাটাইয়াছিলাম, তাহা তুমি বুঝিতে

পার নাই ; কিন্তু তাহাতেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। তুমি মেট্‌ল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছিলে ইহা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছ, এবং তোমার সেই উক্তির চারিজন সাক্ষী আছে।”—তিনি কার্ণের উভয় হস্তে হাতকড়ি আঁটিয়া দিলেন।

কার্ণের মুখ হইতে আর একটি কথাও বাহির হইল না। সে এই অতর্কিত বিপদে স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি হইয়াছিল। সে হতাশ ভাবে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকল দিকেই উজ্জ্বল দীপরশ্মি দেখিতে পাইল ; সেই তীব্র আলোকে সেই কক্ষের অন্ধকাররাশি অপসারিত হইয়াছিল। সে সেই কক্ষে চারিজনের মূর্ত্তি দেখিতে পাইল ; তন্মধ্যে দুইজন জালের মত সচ্ছিদ্র পাতলা কাপড়ের অদ্ভুতাকৃতি মুখোসে মুখ আবৃত করিয়া পূর্ব্বেই তাহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ও সচ্ছিদ্র অবগুণ্ঠনের অন্তরালস্থিত মুখের দিকে চাহিয়া কার্ণের ধারণা হইয়াছিল তাহারা মেট্‌ল্যাণ্ড ও রোর্কের প্রেতাত্মার ছায়ামূর্ত্তি! কিন্তু তাঁহারা সেই অবগুণ্ঠন অপসারিত করিলে কার্ণের ভ্রম দূর হইল। কার্ণ তাঁহাদের উভয়কে চিনিতে পারিয়া আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহাদের একজন রবার্ট ব্লেক, দ্বিতীয় ব্যক্তি রিউপার্ট ওয়ালডো!

ওয়ালডো উৎসাহভরে বলিল, “আমার ফন্দিতে কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে! মিঃ ব্লেক, আমার ফিকির ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা নাই—এ কথা কি আপনাকে পূর্ব্বেই বলি নাই?”

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “হাঁ, তোমার ষড়যন্ত্র সফল হইয়াছে ওয়ালডো! সাইমন কার্ণ সমাজের কলঙ্ক ; এই নরপশু নানা অসৎ উপায়ে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। অনেক নিরীহ ভদ্রসন্তান, অনেক সম্ভ্রান্ত কুলমহিলা উহার উৎপীড়নে জর্জ্জরিত। এই বদমায়েস অনেক শান্তিপূর্ণ সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া তাহাদের পারিবারিক সুখ নষ্ট করিয়াছে ; কত নিরপরাধ ব্যক্তির সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাহাদিগকে পথে বসাইয়াছে। এই সকল অপকর্ম্মের অভিযোগে আমরা বহুদিন হইতে উহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এইরূপ নরহত্যার অভিযোগে উহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব ইহা কোন দিন আশা করি নাই।

(but I never hoped to arrest him on a capital charge like this,) এই কার্য্যের জন্ত আমি স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষের ধন্তবাদভাজন হইব।"

মিঃ ব্লেক সহাস্যে বলিলেন, "এজন্য ওয়াল্ডো তোমাদের ধন্তবাদের পাত্র লেনার্ড! ওয়াল্ডোকে দাগী ভাবিয়া তোমরা চিরদিন অবিশ্বাস করিয়া আসিয়াছ; আজ তুমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ!"

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "আপনার এ কথা আমি অস্বীকার করিতে পারিব না। ওয়াল্ডোর যতই দোষ থাক—সে সত্যই আমাদের ধন্তবাদের পাত্র। কার্ণের অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্ত আমরা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম —তাহা ওয়াল্ডো, তোমারই আবিষ্কার; এ জন্ত আমি মুক্তকণ্ঠে তোমার প্রশংসা করিতেছি। আমি স্বীকার করি তুমি পুলিশের সন্দেহভাজন, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। আজ যে ভাবে তুমি আমাদের সাহায্য করিলে, ইচ্ছা করিলে তুমি আরও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এইরূপ উপকার করিতে পার; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেজন্য তোমার আগ্রহ নাই।"

ওয়াল্ডো বলিল, "কিন্তু আমি ভিন্ন পথে চলিয়া থাকি, এ পথে চ[illegible] আমোদ পাই না; তবে কার্ণের কথা স্বতন্ত্র, আমি উহাকে চূর্ণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক ওয়াল্ডোর পরামর্শে তাহার ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন। ওয়াল্ডোই অস্কার মেট্ল্যাণ্ডের প্রেতাত্মার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। মেট্ল্যাণ্ডের মৃত্যুর পূর্ব্বে সে বহুবার তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিল; এ জন্ত মেট্ল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করা ওয়াল্ডোর অসাধ্য হয় নাই। অন্তের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিবার শক্তি তাহার অসাধারণ।

মিঃ ব্লেকও রোরকির প্রেতাত্মার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তাহার কণ্ঠস্বরের অনুকরণে অদ্ভুত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কার্ণ তাঁহাদের চাতুরী বুঝিতে পারে নাই। ইন্স্পেক্টর লেনার্ড কার্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রহস্য ভেদ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কার্ণের বিশ্বাস ছিল মেট্ল্যাণ্ড ও রোরকির প্রেতমূর্ত্তি তাহার

সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেছিল; তাহার শান্তিভঙ্গ ও তাহাকে ভয় প্রদর্শন করাই প্রেতাত্মাদ্বয়ের উদ্দেশ্য ছিল। প্রেতাত্মার আবির্ভাব ও বাক্যালাপ সে কুসংস্কার বলিয়া মনে করিলেও মেট্‌ল্যাণ্ড ও রোরকির কণ্ঠস্বর শুনিয়া কার্ণ তাহাদের প্রেতাত্মার অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারে নাই।

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড, মিঃ ব্লেক ও ওয়াল্‌ডো কার্ণের সম্মুখে সকল কথা প্রকাশ করিলে সে প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিল। তাহার মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইল। সেই প্রাচীন অট্টালিকার অন্ধকারাচ্ছন্ন নিভৃত কক্ষ তাহার মনকে যেরূপ অবসন্ন ও ব্যাকুল করিয়াছিল—লোক সমাগমে ও আলোকের আবির্ভাবে তাহার সেই মানসিক অবসাদ বিলুপ্ত হইল। সে বুঝিতে পারিল প্রেতাত্মার আবির্ভাব ও কণ্ঠস্বর সমস্তই মিথ্যা, তাহার শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রের ফলমাত্র! কার্ণ মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, এবং গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমরা সকলেই ক্ষেপিয়া গিয়াছ! না ক্ষেপিলে একটা মিথ্যা ধোঁকা দিয়া আমার মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির হাতে হাতকড়ি লাগাইতে সাহস করিতে?—তোমাদিগকে এইরূপ স্বেচ্ছাচারের ফলভোগ করিতে হইবে। আমার হাত হইতে শীঘ্র উহা খুলিয়া লও। তোমরা মনে করিয়াছ আমি এতই বোকা যে, তোমাদের ধোঁকা বুঝিতে পারিব না।—ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড, আমি কালই তোমার চাকরীর মাথা খাইব; তুমি পদচ্যুত হইবে। হাঁ, আমি তোমাকে পুলিশ বিভাগ হইতে 'ডিস্‌মিস্' করাইব।" ( I'ill have you dismissed from the force! )

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "যত খুসী আর্ত্তনাদ কর, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কিন্তু তুমি নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করিয়াছ সে কথা বিস্মৃত হইও না।"

কার্ণ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "পাগল, পাগল! আমি তোমাদের চাতুরীতে হতবুদ্ধি হইয়া যদি কোন অসংলগ্ন কথা বলিয়া থাকি—সে জন্য আমি দায়ী নহি। তোমরা ভয় দেখাইয়া আমাকে—"

ওয়াল্‌ডো তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "যদি ভাল চাও ত মুখ বুজিয়া থাক। আমি সার রডনে ড্রামণ্ডের প্রতিনিধি; তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাকে যাহা বলিবার

ছিল—তাহা আমি টেলিফোনে তোমাকে বলিয়াছিলাম। আমি তোমাকে ধরিয়াছি। আমি তোমার গলায় ফাঁসির দড়ি তুলিয়া দিয়াছি, তুমি তাহা খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিও না; তোমার চেষ্টা সফল হইবে না।"

কার্ণ ওয়ালডোর কথায় কর্ণপাত না করিয়া দুই হাতে ঝাঁকুনী দিয়া বলিল, শীঘ্র আমার হাত হইতে ইহা খুলিয়া লও ইন্‌স্পেক্টর! তোমরা আমাকে এখান হইতে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না; আমি তোমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিব।"

কার্ণ সবেগে দুই হাতে পুনর্ব্বার আর একটা ঝাঁকুনী দিল; লৌহ-বলয়ের শৃঙ্খল সেই বেগ সহ্য করিতে পারিল না। হাতকড়ি ঝণ্-ঝণ্ শব্দে দ্বিখণ্ডিত হইল! ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তাহার গতিরোধ করিবার পূর্ব্বেই সে দ্রুতবেগে সেই কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আসামী পলাইতেছে, উহার গতিরোধ কর।"

ওয়ালডো বলিল, "কোন চিন্তা নাই ইন্‌স্পেক্টর, আপনি উহাকে আমার হেফাজাতে ছাড়িয়া দিন।"

ওয়াল্‌ডো এক লাফে সাইমন কার্ণের পাশে আসিয়া তাহার ঘাড় ধরিল; কার্ণ তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বলিল, "শীঘ্র আমার ঘাড় ছাড়, নতুবা—"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "নতুবা কি?—পুনর্ব্বার নরহত্যা করিবে? তাহাতে তোমার কোন উপকার হইবে না; পিস্তলটা পকেটে রাখিয়া দাও গাধা!"

"গুড়ুম্!"

মুহূর্ত্তমধ্যে কার্ণ ওয়ালডোর হাতে গুলী করিল। পিস্তলের গুলী ওয়ালডোর মণিবন্ধ বিদীর্ণ করিল; কিন্তু ওয়ালডো মুখ বিকৃত না করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে কার্ণের মুখের দিকে চাহিল।

এবার কার্ণ ওয়াল্‌ডোর ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিল; কিন্তু ওয়াল্‌ডো তাহাকে গুলী করিবার অবসর দিল না। সে কার্ণের ঘাড় ধরিয়া তাহাকে মাথার

উপর তুলিল, এবং সেই কক্ষের এক কোণে স্প্রিংএর গদী-আঁটা যে খাটিয়া ছিল, তাহার উপর সবেগে নিক্ষেপ করিল। কার্ণ সেই খাটিয়ায় চিত হইয়া পড়িবামাত্র ওয়াল্‌ডো তাহার পাশে গিয়া খাটিয়ার সঙ্গে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। বিড়ালের থাবার নীচে পড়িয়া নেংটি ইঁদুরের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হয় ওয়াল্‌ডোর কবলে পড়িয়া কার্ণেরও সেইরূপ অবস্থা হইল। ওয়াল্‌ডোর কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য সে ছট্‌ফট করিতে লাগিল; কিন্তু ওয়াল্‌ডোর হাত সে এক ইঞ্চিও সরাইতে পারিল না।

ওয়াল্‌ডো বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড, উহার হাতে লোহার একজোড়া শক্ত বালা পরাইতে হইবে, সাধারণ হাতকড়ির কায নয়।"

কার্ণ সেই খাটিয়ার উপর মুখ গুঁজিয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বলিল, "ওরে শয়তান! তুই ভাবিয়াছিস্ কি? আমি মেট্‌ল্যাণ্ডকে খুন করিয়াছি, সেই অপরাধে যদি আমাকে মরিতে হয়—তাহা হইলে তোদের সবগুলাকে এক সঙ্গে সাবাড় না করিয়া আমি মরিব না।"

লেনার্ড বলিলেন, "তুমি মেট্‌ল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছ, এ কথা স্বীকার করিলে ত! আমরা চালাকী করিয়া তোমার মুখ হইতে ও কথা বাহির করিয়া লইয়াছি —ইহা আর বলিতে পারিবে না।—ওয়াল্‌ডো, তুমি এখানে না থাকিলে খুনেটা পলাইত কি না কে জানে? আমরা উহাকে কাবু করিতে পারিতাম না। স্মিথ, তুমি বাহিরে গিয়া আমার অনুচরদের ডাকিয়া আন, উহাকে দাড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলুক।"

স্মিথ উৎসাহভরে বলিল, "হাঁ, যেমন কুকুর সেই রকম মুগুরের দরকার বটে!"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সাইমন কার্ণ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ হইল। তাহার উপর তাহার দুই হাতে নূতন হাতকড়ি আঁটিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর তাহাকে তিনজন বলবান পাহারাওয়ালার জিম্মা করিয়া দেওয়া হইল। প্রাচীরের বাহিরে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের মোটর-কার দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাতে তাহাকে তুলিয়া বসাইয়া রাখা হইল।

ওয়াল্‌ডোর হাত হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড

তাহার হাতের দিকে চাহিয়া সভয়ে বলিলেন, "কি ভয়ানক ! শয়তানটা তোমাকে জখম করিয়াছে ? হাত ফুটা হইয়া গিয়াছে দেখিতেছি !"

ওয়াল্‌ডো রুমালে রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "ও কিছু নয় ! হাতের চামড়া খানিক ছিঁড়িয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক তাহার ক্ষত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কার্ণের পিস্তলের গুলী ওয়াল্‌ডোর হাতের মাংস ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহার অস্থি স্পর্শ করে নাই।

লেনার্ড সবিস্ময়ে বলিলেন, "ও কিছুই নয় ! যন্ত্রণা হয় নাই কি ?"

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, "মনে হইতেছিল—কাঁটা বিঁধিয়াছে !—অনেক সময় শরীর কাটিয়া যায়, দুই এক সের রক্তও বাহির হয়, কিন্তু যন্ত্রণা বুঝিতে পারি না ! ইহা বোধ হয় আমার শরীরেরই বিশেষত্ব।"

ওয়াল্‌ডো তাহার হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "হুঁ, বাড়ীওয়ালার বাড়ী আসিবার সময় হইল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বাড়ীওয়ালা !—কাহার কথা বলিতেছ ?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "এই বাড়ীর মালিক সার রড্‌নে ড্রামণ্ড ভিন্ন আর কোন্ বাড়ীওয়ালার কথা বলিব ?"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু তিনি ত তাঁহার সর্দ্দার-খানসামাকে সঙ্গে লইয়া সুইট্জর্লাণ্ডের হ্রদের নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে গিয়াছেন।"

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আমার টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি এরোপ্লেনে ঊর্দ্ধাকাশের নির্ম্মলতর বায়ু সেবন করিতে করিতে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ক্রয়ডনের আড্ডায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।—মিঃ ব্লেক, এ কথা আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি বোধ হয় ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাকে ! কখন বলিয়াছ ? তাঁহাকে বাড়ী ফিরিতে টেলিগ্রাম করিলে কাহার পরামর্শে ?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আপনাকে বলি নাই ? ওঃ, কি সাংঘাতিক ভুল ! আমার এই ভ্রমের জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি

জানিতাম আজ স্মর্ণকে গ্রেপ্তার করিয়া নরহত্যার অভিযোগে তাহাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হইবে। তাহার সেই দুর্দ্দশা দেখিবার জন্য সার ডনেকে এখানে উড়িয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ক্রয়ডনের খ-পোতাশ্রয়ে নামিয়াছেন. রাত্রি সাড়ে বারটার সময় এখানে পৌঁছিবেন। সাড়ে বারটা বাজে আর কি!—আমি তাঁহার কায শেষ করিলাম, পুরস্কারটা হাতে হাতে পাওয়া চাই ত।"

স্মিথ বলিল," ওসব বাজে কথা; পুরস্কারের জন্য তোমার যেন ঘুম নাই! সার রডনের নিকট যে-কোন দিন তাঁহার প্রতিশ্রুত পুরস্কার লইতে পারিতে। সত্যই সার রডনেকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলে?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমি কি কখন মিথ্যা কথা বলি? আমার ইচ্ছা ছিল সার রডনে আজই এখানে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শত্রুর দুর্দ্দশা দেখুন; আজ তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ—এ কথা তাঁহাকে জানাইবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল।—হাঁ তিনি আসিতেছেন, বহুদূরে তাঁহার মোটরের শব্দ শুনিতেছি। স্মিথ, সেই শব্দ আরও দুই মিনিট পরে তোমরা শুনিতে পাইবে।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "তোমার কান যেন টেলিফোনের রিসিভার! (got ears like telephone-receivers.)

অল্পকাল পরে সার রডনে ড্রুমণ্ড সর্দ্দার-খানসামা জার্ভিসকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি মিঃ ব্লেককে সদলে সেখানে দেখিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আমার প্রাচীরের বাহিরে মোটরকারে কার্ণকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। আমার শেষ-শত্রুকে আপনারা গ্রেপ্তার করিয়াছেন। আপনাকে আমার সহস্র ধন্যবাদ, কারণ—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি আপনার ধন্যবাদের পাত্র নহি—সার রডনে! আপনি ওয়াল্‌ডোকেই এই কাযের ভার দিয়াছিলেন, সে আজ কার্য্যোদ্ধার করিয়াছে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিন্তু ওয়াল্‌ডো প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আপনার অপেক্ষা অধিকতর আনন্দিত হইয়াছে সার রডনে!"

সার রড্‌নে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু আপনাকে ত আমি চিনিতে পারিতেছি না মহাশয়! আপনি কি —?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রতিনিধি—প্রধান ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড; বাকি কাযটুকু আমি শেষ করিতে আসিয়াছি সার রড্‌নে!"

সার রড্‌নে উৎফুল্ল ভাবে বলিলেন, "যোগাযোগটা অদ্ভুত বটে! গোয়েন্দা-পুলিশের প্রধান ইন্‌স্পেক্টরের পাশে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ, তাঁহার পাশে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—কি বলিব—দস্যু?"

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, "যাহা খুসী বলিতে পারেন, কেবল পাতি-চোরের দলে ফেলিবেন না মহাশয়! সেগুলার ছায়া মাড়াইতেও আমার ঘৃণা হয়। দ. —হাঁ, মাসীডনের আলেকজান্দারও দস্যু ছিলেন।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "তোমাকে দস্যু বলিয়াছি? ক্ষমা কর ওয়াল্‌ডো! ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড, ওয়াল্‌ডো খাঁটী মানুষ; উহার বিরুদ্ধে আমি কোন কথা শুনিতে চাহি না। আপনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রতিনিধি হইলেও আমি আপনার নিকট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি—ওয়াল্‌ডো আমার বন্ধু; তাহার বন্ধুত্বে আমি গৌরব অনুভব করি। আপনি কি বলেন মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ন্যায়ের সম্মান রক্ষার জন্য ওয়াল্‌ডো যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছে! সে এই পথে চলিলে আমি তাহার বন্ধুত্বলাভ পরম গৌরবের বিষয় মনে করিব।"

সার রড্‌নে বলিলেন, "আমি এক কথার মানুষ ওয়াল্‌ডো! তুমি আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার কালই পাইবে। তোমার চেষ্টায় আজ আমি নিরাপদ, নিঃশঙ্ক; আমার শত্রুরা বিধ্বস্ত হইয়াছে!—ইহার তুলনায় পুরস্কারের এই সামান্য অর্থ—"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড লইয়া কি করিব? আমার পরিশ্রমের তুলনায় এই পুরস্কারের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। আপনি আমাকে দশ হাজার পাউণ্ড দিলেই—"

সার রডনে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমার কথার খেলাপ হইবে; ঠিক পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডই তোমাকে লইতে হইবে ওয়াল্‌ডো!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওয়াল্‌ডো, তুমি আপত্তি করিও না, টাকাগুলি লইয়া জীবনের সংস্থান কর; ভবিষ্যতে কখনও তোমাকে কুপথে চলিতে হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "ওয়াল্‌ডো, আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পক্ষ হইতে তোমাকে অভয় দান করিতেছি। তোমার বিরুদ্ধে দুই তিনটি পুরাতন অভিযোগ এখনও আমাদের দপ্তরে খুঁজিলে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যদি তুমি নূতন ।তোমার কোন পুরাতন বদ্‌খেয়াল ( any of your old tricks ) আরম্ভ না কর—তাহা হইলে সেই সকল সাবেক অভিযোগ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে উচ্চবাচ্য হইবে না। আমার এই অঙ্গীকারে তুমি নির্ভর করিতে পার। তোমার মত ফন্দিবাজ চতুর কাযের লোক আমাদের পক্ষে থাকিলে অনেক কঠিন কায সহজ হইতে পারে। এবার তোমারই সাহায্যে আজ মেট্‌ল্যাণ্ডের হত্যাকারীকে অপরাধ স্বীকার করাইতে পারিলাম।"

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, "আপনার প্রস্তাব আমার স্মরণ থাকিবে, শীঘ্রই এক দিন দেখিতে পাইবেন আমি গোয়েন্দাগিরিতে মিঃ ব্লেকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিয়াছি!"

সার রডনে উৎসাহ ভরে বলিলেন, "চমৎকার হইবে। তোমাদের সেই প্রতিযোগিতা আমাদের উপভোগ্য হইবে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমার কায শেষ হইয়াছে, আমি এখন আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি; আমার পুরস্কারের টাকা আপনার ব্যাঙ্কেই এখন মজুত থাক সার রডনে!—মিঃ ব্লেক, ভবিষ্যতে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে আশা করি আমাদের সেই মিলন—এইবারের মতই আনন্দপ্রদ হইবে।"

ওয়াল্‌ডো সকলকে সহাস্যে অভিবাদন করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। সার রডনে ডুমণ্ড অল্প দিনেই তিনজন দুর্দ্দান্ত শত্রুর কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন; কারণ পূর্ব্বেই তাঁহার দুই শত্রুর মৃত্যু হইয়াছিল—

এবার সাইমন কার্ণও নরহত্যার অভিযোগে দায়রা-সোপর্দ্দ হইয়া চরম দণ্ড লাভ করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অদ্ভুত লোক এই ওয়ালডো।—হয় ত শীঘ্রই উহার সহিত পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু বন্ধুভাবে কি শত্রুভাবে তাহা অনুমান করা অসাধ্য; কিন্তু আমি সেই দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল—"আমিও।"

আমাদের সদাশয় পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা ওয়ালডোর অদ্ভুত শক্তি সামর্থ্য ও সহৃদয়তার পক্ষপাতী, তাঁহারাও তাহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিবেন। আশা করি নব-বর্ষের বৈশাখে 'কলির ভীম' ওয়ালডোর সহিত পুনর্ব্বার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।